নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

চিতিসাপের বিষ

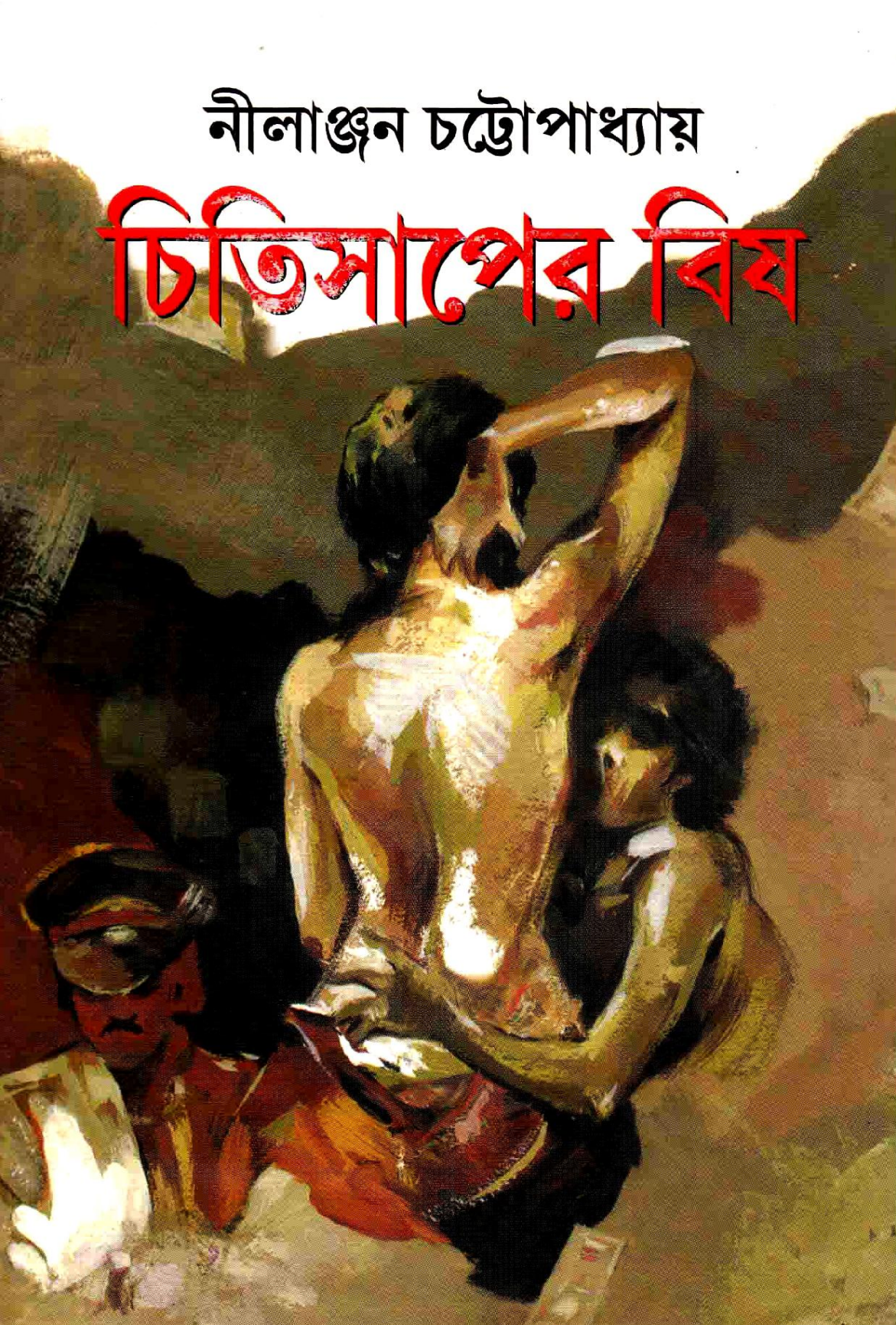

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

চিতিসাপের বিষ

পত্র ভারতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুজনে দেখা হল

অধ্যাপক স্বাক্ষর সেনের বয়স বত্রিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। গায়ের রং টকটকে ফরসা। মাথার চুল ঘন ও কোঁকড়া। চোখ দুটি ভাসা ভাসা। নিজের তিনতলার ফ্ল্যাটে দক্ষিণের ঘরে বসে জানলা দিয়ে সে যখন আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে; তখন স্বাক্ষরকে যেন খানিকটা রোমান্টিক যুগের কবি কীটসের মতন লাগে। কিটস অবশ্য স্বাক্ষরের মতন মাথায় লম্বা ছিলেন না। তিনি ছিলেন খুবই খাটো। যার জন্যে তিনি প্রেমিকার কাছেও উপহাসের পাত্র ছিলেন। স্বাক্ষর কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। রোমান্টিক কবিদের বিষয়েই সে তার এম. ফিল. করেছে। জন কীটস তার অন্যতম প্রিয় কবি। এবং কীটসের গালে হাত দেওয়া ভাবালুতাময় চোখের সেই বিশ্ববিখ্যাত ছবির একটা প্রিন্টও বাঁধিয়ে স্বাক্ষর তার পড়াশোনার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে।

স্বাক্ষর অধ্যাপনা করে বারাসাত কলেজে। থাকে গল্ফগ্রিন অঞ্চলে ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটে। তাদের আবাসনের নাম সুচেতনা। সেখানে তিনতলার ফ্ল্যাট সেটা আগেই বলা হয়েছে। এই ফ্ল্যাট কিনেছিলেন স্বাক্ষরের বাবা ভাস্কর সেন। তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

অফিসার ছিলেন। ভাস্কর আর তাঁর স্ত্রী সহেলী। একমাত্র সন্তান তাঁদের স্বাক্ষর। মেধাবী ছেলে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও অনেক উঁচুতে উঠতে পারত। কিন্তু স্বাক্ষরের বরাবরের ইচ্ছে সে সাহিত্য নিয়ে পড়বে। উচ্চ মাধ্যমিকে পাঁচটা লেটার পেয়ে পাশ করার পরও তার সাধটা একই রইল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ল স্বাক্ষর। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে এম. এ.। ৫৯ শতাংশ মার্কস। একবছরের মধ্যে চাকরি বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজে। ইতিমধ্যে ভাস্কর অবসর নিয়েছেন। অবসর নেওয়ার একবছর আগে সুচেতনা আবাসনে ৯০০ স্কোয়ার ফুটের তিন-ঘরের, দুটো চানঘরের ফ্ল্যাটটি কিনে ফেলেছেন। মদ্যপান এবং ধূমপান দুটোতেই ভাস্কর বরাবর একটু স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যদিও বাইরে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরতেন না। বাড়িতে বসেই মদ্যপান করতেন। বিবাহিত জীবনের প্রথমে এসব নিয়ে অশান্তি হলেও সহেলী ক্রমশ স্বামীর এই অভ্যাস বা বদভ্যাস মেনে নিয়েছিলেন।

মরতে সব মানুষকেই হবে। এটা জীবনে অনিবার্য। কিন্তু সেই মৃত্যু যদি আকস্মিক আসে, একেবারে ঝোড়ো হাওয়ার মতন, তাহলে বোধহয় মৃত্যুপথযাত্রীর মতন ভাগ্যবান আর কেউ নয়। ভাস্করের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। তখন স্বাক্ষরের এক বছর কলেজে চাকরি হয়ে গেছে। একদিন রাত ন'টা। পার্লারের সোফায় বসে সহেলী টিভি-তে সিরিয়াল দেখছেন। স্বাক্ষর নিজের ঘরে বসে বোধহয় লেখালেখির কাজ করছিল। ভেতরের ঘরে বসে ভাস্কর একা একা মদ্যপান করছিলেন। হঠাৎ তিনি কীরকম বিকৃত স্বরে চিৎকার করে

BanglaBook.org

উঠেছিলেন—ওগো...তোমরা...শোনো...চিৎকারটা প্রথমে কানে এসেছিল সহেলীর। তিনি দৌড়ে গিয়েছিলেন ঘরে। গিয়ে দেখেছিলেন, বুকের বাঁ-দিক হাত দিয়ে চেপে আছেন ভাস্কর। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। মদের গেলাস উলটে পড়ে আছে টেবিলে। সহেলীর আর্ত-চিৎকারে তন্ময়তা ভেঙে গিয়েছিল স্বাক্ষরের। সেও ছুটে এসেছিল। তারপর... অ্যাম্বুলেন্স-অ্যাপোলো গ্রেনে-গলস—আই. সি. ইউ.-মাত্র দু-দিন। ভাস্করের হৃদয়ে হয়েছিল বজ্রাঘাত। সেই থেকে স্বাক্ষর আর সহেলী; —মা আর ছেলে এই ফ্ল্যাটে।

এখন বেশ রাত। তা বারোটা তো বেজেই গেছে। একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরে সহেলী ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাঝখানের ঘর-চানঘর-সংলগ্ন। সেটি স্বাক্ষরের শোবার ঘর। আর দক্ষিণের এই ঘর তার পড়াশোনার। স্বাক্ষরের বরাবরের অভ্যাস রাত জেগে পড়াশোনা করা। নামি সাময়িক পত্রে সে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছে। এবং প্রবন্ধগুলি পাঠকমহলে বেশ সাড়াও ফেলেছে। এ ছাড়াও সে নতুন কবিদের বইয়ের সমালোচনাও করে নানা পত্রিকায়। এই ধরনের প্রবন্ধ ও সমালোচনা মিলে বেশ অনেকগুলি রচনা জমে গেছে। শুধুমাত্র প্রবন্ধের বই ছাপেন এমন একজন প্রকাশক স্বাক্ষরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি স্বাক্ষর সেনের একটি প্রবন্ধের বই ছাপতে চান। এরকম প্রস্তাবে স্বাক্ষরের রাজি হওয়াই স্বাভাবিক। সে দশটি প্রবন্ধের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছিল প্রকাশককে। সেই পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়ে প্রথম প্রুফ স্বাক্ষরের হাতে এসেছে। এখন রাত জেগে সে লাল কালির পেন হাতে নিয়ে প্রুফ দেখতেই ব্যস্ত ছিল।

BanglaBook.org

এমন সময় হঠাৎই তার মোবাইল বেজে উঠল। প্রথমে চমকে উঠেছিল স্বাক্ষর। কারণ, রাত এখন গভীর। আবাসনের চারপাশ নির্জন, নিঃসাড়। এই সময় মোবাইল বেজে ওঠা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। মনোযোগ বিক্ষিপ্ত স্বাক্ষরের। সে তাড়াতাড়ি মোবাইলটা তুলে সুইচ টিপল।

—হ্যালো?

—অধ্যাপক স্বাক্ষর সেন বলছেন?

—বলছি...স্বাক্ষর রীতিমতো বিস্মিত। কারণ সে শুনছে নারীকণ্ঠ।

—আমি ভার্জিনিয়া দত্ত বলছি।

—ভার্জিনিয়া...দত্ত...ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন?

—চিনতে পারছেন তাহলে?

—হ্যাঁ। চিনতে পারছি।

—এত রাতে আমাকে এক্সপেক্ট করেননি না?

—এত রাতে...মানে?

—কেন আপনি একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক হয়ে রাত জেগে পড়াশোনা করতে পারেন আর আমি কবি হয়ে রাত জাগতে পারি না? জানেন তো আমার কবিতা রাতেই আসে...

—তাই নাকি?...তাহলে এতদিনে বুঝলাম...

—কী?...কী বুঝলেন?

—রাতের সমুদ্রে উহ্য থাকে মৃত্যুর ফেনিল হাহাকার... এরকম অপূর্ব লাইন তো রাতের নির্জনেই একমাত্র লেখা যায়।

—ওহ্, আপনার এত মনে থাকে? আমার কবিতা এত মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন আপনি? আপনার স্মৃতিশক্তিও

BanglaBook.org

তো দারুণ।

—আপনি কি জানেন আপনার কবিতার বই—'তুমি ডাক দিয়েছ' আমি চতুরঙ্গে রিভিউ করেছি?

—হ্যাঁ। জানি তো। ওটা পড়েই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিলাম।

—দু-মাস লেগে গেল যোগাযোগ করতে?

—আমি স্যরি স্বাক্ষরবাবু—খুব দুঃখিত। আসলে আপনার ঠিকানা, ফোন-নাম্বার কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি বুঝতেই পারছিলাম না কীভাবে আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করব। শেষকালে একদিন মেঘ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে...

—চতুরঙ্গ পত্রিকায় যে ভদ্রলোক কবিতা আর সমালোচনার বিভাগ দেখাশোনা করেন?

—হ্যাঁ। ওঁর কাছ থেকে আপনার মোবাইল নম্বর পেয়ে আপনাকে আজ ফোন করছি...

—আপনার কবিতা আমার সত্যিই খুব প্রিয় ভার্জিনিয়া।

—আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আবার লজ্জাও পাচ্ছি। আপনি আমার কবিতা এত পছন্দ করেন অথচ এখনও আমাদের চাক্ষুষ আলাপই হয়নি।

—তার জন্যে কি আমি দায়ী?

—নিশ্চয়ই না। আসুন না। একদিন কফি খাই দুজনে আর কবিতা নিয়ে আলোচনা করি?

—কোনও আপত্তি নেই। কোথায় দেখা হবে বলুন?

—এলগিন রোডে আইনক্সের পাশে যে বারিস্তা কাফে আছে

BanglaBook.org

ওখানে আমি আগামীকাল আপনার জন্যে অপেক্ষায় থাকব। বিকেল পাঁচটা।

—বিকেল পাঁচটা? দাঁড়ান আগামীকাল আমার কলেজের ক্লাসগুলো দেখে নিই। স্বাক্ষর মোবাইল কানে ধরে রাখে। আর অন্য হাতে দ্রুত ডায়েরির পৃষ্ঠা ওলটাতে থাকে। ক্লাসের নির্ঘণ্ট দেখে নেয়।

তারপর বলে—ঠিক আছে। ও. কে.। আমার আগামীকাল লাস্ট ক্লাস শেষ হচ্ছে বেলা তিনটেয়। আমি পাঁচটার সময় ওই জায়গায় চলে যাচ্ছি।

—আচ্ছা তাহলে গুড নাইট। সি ইউ টু-মরো...।

ফোন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বাক্ষরের সারা শরীর কাঁপছিল। অদ্ভুত সুন্দর প্রেমের কবিতা লেখে ভার্জিনিয়া। একেবারে নতুন স্বর। নতুন ভাষা। প্রতিটি লাইনে হৃদয়ের সংরাগ যেন ফুটে ওঠে। সেই ভার্জিনিয়া আজ নিজে থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করল। আবার দেখা করতেও চায়? বিশ্বাসই হচ্ছিল না স্বাক্ষরের। কেমন দেখতে ভার্জিনিয়াকে? ওর নাম ভার্জিনিয়া কেন? ভার্জিনিয়া উলফ নামে একজন ইংরেজ লেখিকা আছেন। কিন্তু একজন বাঙালি মেয়ে-কবির নাম ভার্জিনিয়া কেন? এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে স্বাক্ষর গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

আজ সকাল থেকেই স্বাক্ষরের মন উচাটন। দেখতে সুপুরুষ এবং সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তার এখনও প্রেমের কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি। তার কারণ স্বাক্ষর বরাবরই একটু মুখচোরা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তার সহপাঠিনী কাউকে

BanglaBook.org

মনে মনে ভালো যে লাগেনি এমন নয়। সংযুক্তা নামের একটি মেয়েকে খুবই পছন্দের ছিল। সে প্রতিদিন কলেজে আসত ট্রাউজার আর টপ পরে। মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে তাকে দেখতে লাগত স্বর্গ থেকে বিতাড়িত একজন বালকের মতন। কানের লতিতে দুটো মুক্তো। ডান হাতে সরু একটা ঘড়ি। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। হাঁটাচলার মধ্যে একটা দুর্বিনীত ভাব। মনে আছে সংযুক্তা একবার মিলটন পড়ানোর ক্লাসে অধ্যাপক ডঃ রায়চৌধুরীকে জিগ্যেস করে বসেছিল—স্যার আজ একুশ শতকে মিলটনের কবিতার কী রেলিভ্যান্স আছে? সারা ক্লাস চুপ। ডঃ রায়চৌধুরী বয়স্ক অধ্যাপক। অক্সফোর্ড-ফেরত। এবং মিলটন-স্কলার। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তোমাকে কে পড়তে বলেছে? তোমার ইচ্ছে হলে পড়বে। না হলে পড়বে না। নান হ্যাজ কমপেলড ইউ টু রিড মিলটন।

তখন সংযুক্তা বলেছিল—স্টিল আই রিড হিম স্যার বিকজ আই ফিল পিটি ফর দ্যাট পুওর ওলড ম্যান...।

অধ্যাপক জিগ্যেস করেছিলেন—কেন? হোয়াই ডু ইউ ফিল পিটি ফর হিম?

সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্তা বলেছিল—বীকজ দ্যাট ওল্ড ম্যান ওয়জ ব্লাইন্ড।

BanglaBook.org

এবার আর কেউ চুপ থাকতে পারেনি। সারা ক্লাসের সবাই হেসে উঠেছিল। এমনকী অধ্যাপক রায়চৌধুরীও হেসেছিলেন। তিনি

বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—দ্যাটস ভেরি ইনটেলিজেন্ট অব ইউ...। তারপর ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল।

স্বাক্ষর সংযুক্তার প্রতি দুর্বলতা বোধ করলেও তা জানানোর কোনও সুযোগ সে পাচ্ছিল না। কারণ, সংযুক্তা কখনও একা ঘোরাফেরা করে না। সে যখনই কলেজ চত্বর দিয়ে হাঁটত, তার একপাশে দুজন ছেলে, আর এক পাশে দুজন মেয়ে। সবাই হয়ত তার ক্লাসেই পড়ে। সবসময়েই দেখা যেত সংযুক্তা বক্তা আর তার সঙ্গীরা শ্রোতা। এভাবে তারা গল্প করতে করতে রাস্তা পেরিয়ে কফি হাউসে ঢুকে যেত। আর স্বাক্ষর বেচারা সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাঁটা দিত সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের দিকে। একদিন সংযুক্তাকে একা পেয়েছিল সে।

কিন্তু সুযোগটা তো হেলায় হারাল। সেদিন কী একটা কারণে দুটো ক্লাস হয়ে কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্লাসে অনেকেই অনুপস্থিত ছিল। দোতলার ক্লাস থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বাক্ষর দেখেছিল, সংযুক্তা একা কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে অনিশ্চয়তা। যেন সে বুঝতে পারছে না কী করবে। স্বাক্ষরের মনে হয়েছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু আলাপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহসে কুলোল না। বরং সে খুব ধীরে ধীরে সংযুক্তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেটের বাইরে চলে যাচ্ছিল। যা একেবারে অপ্রত্যাশিত তাই ঘটল। সংযুক্তা হঠাৎ বলে উঠল—এই যে ভালো ছেলে শোনো এদিকে? স্বাক্ষর বুঝতে পেরেছে যে, সংযুক্তা তাকেই ডাকছে। সে থেমে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বলল—আমাকে কিছু বলছেন?

BanglaBook.org

—বলছেন আবার কী? এক ক্লাসে পড়ি? আপনি আজ্ঞে? ওসব একশ বছর আগে হত...

স্বাক্ষর লজ্জায় আরও কুঁকড়ে গিয়ে বলেছিল—ঠিক আছে? ...বুঝেছি। কী বলছ—বলো?

—কোথায় যাচ্ছ?

—ছুটি হয়ে যাবে তা তো বুঝতে পারিনি। তাই ভাবছি লাইব্রেরিতে...

—কলেজ ছুটি হয়ে গেল আর লাইব্রেরি খোলা থাকবে?

—আমাদের কলেজের লাইব্রেরি নয়। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি।

—ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি। সেখানেও তুমি কার্ড করিয়েছ নাকি?

—ওই আর কী...স্বাক্ষর লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল;—একটা অ্যাপ্লাই করে কার্ড পেয়েছি। ওখানে অনেক রেয়ার বই পাওয়া যায়...

—ওহ্, বাপরে বাপ। এত পড়াশোনা করলে আমরা কোথায় যাব বল তো? ...আজ আর লাইব্রেরি যেতে হবে না।

—তাহলে কোথায় যাব?

—আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায়?

—কফি হাউস।

স্বাক্ষরের বুকে যেন আনন্দের নিঃশব্দ তুফান। আর কেউ নয়, স্বয়ং সংযুক্তা তাকে কফি হাউসে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! এত সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। প্রবল উচ্ছ্বাস বুকের মধ্যে লুকিয়ে

BanglaBook.org

রেখে স্বাক্ষর বলেছিল—ঠিক আছে—তাই চল।

সংযুক্তাকে পাশে নিয়ে সে যখন কফি-হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখন স্বাক্ষরের মনে হচ্ছিল তার পিঠে দুটো পক্ষীরাজের ডানা। দোতলায় নয়, কফি-হাউসের তিনতলায় ব্যালকনিতে বসেছিল তারা। স্বাক্ষরের ভেতরে ভেতরে বুক কাঁপছে। হাত ঘামতে শুরু করেছিল। কী তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যের অধিকারী সংযুক্তা সেটা সে আজ টেবিলে মুখোমুখি বসে বুঝতে পারছিল। কী কথা বলবে স্বাক্ষর? কীভাবে শুরু করবে? ইতিমধ্যে সংযুক্তা নিজেই বেয়ারাকে ডেকে নিয়েছে। এবং স্বাক্ষরের মতামতের তোয়াক্কা না করেই দুজনের জন্যে চিকেন কাটলেট ও দু-কাপ কফির অর্ডার দিয়েছে।

—তুমি কোথায় থাকো? সংযুক্তা জিগ্যেস করেছিল।

—গল্ফগ্রিন।

তাই নাকি? আমি বালিগঞ্জ প্লেস। তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

—কী কথা?

—তুমি ক্লাসে দূরের বেঞ্চে বসে আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাও কেন? আমাকে যদি ভালো লাগে সামনাসামনি এসে কথা বলতে পারো না?

এরকম একটা মোক্ষম প্রশ্নের জন্যে স্বাক্ষর একেবারেই তৈরি ছিল না। তার ফরসা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

সে বলতে গেল—না মানে—না মানে—তোমার সঙ্গে সবসময় এত লোকজন...

ইতিমধ্যে বেয়ারা দুটো প্লেটে হাজির করেছে লোভনীয় চিকেন-

BanglaBook.org

কাটলেট এবং দু-কাপ কফি। সেগুলো সে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সংযুক্তা টমাটো সস কাটলেটের প্লেটে ঢালতে ঢালতে বলল- বুঝেছি বুঝেছি। এবার তুমি যখন কথা বলতে আসবে আমি সবাইকে দূর করে দেব আমার চারপাশ থেকে। আর আমার মোবাইল নাম্বারটাও তোমাকে দিয়ে দেব। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে রাতের দিকেও ফোন করতে পার আমাকে। যত খুশি গল্প করতে পারো। শুধু একটা কনডিশান...

—কী কনডিশান?—কাটলেটের একটা চৌকোনা খণ্ড কাঁটায় গেঁথে মুখে তুলবার মুহূর্তে স্বাক্ষর কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সংযুক্তার দিকে।

—তুমি তো খুব ভালো ছেলে। খুব খেটে সব পেপারের ওপর নোটস তৈরি কর। এটা আমরা জানি। তোমার নোটসগুলো আমাকে দিতে হবে।—যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এরকমই স্বাভাবিকভাবে কাটলেট চিবোতে চিবোতে কথাটা বলেছিল সংযুক্তা। স্বাক্ষরের সেই মুহূর্তে গভীরভাবে তলিয়ে ভাববার কোনও অবকাশই ছিল না। বরং তার মন নেচে উঠেছিল আনন্দে। সংযুক্তা তার থেকে নোটস্ চাইছে?

—আমার সব নোটস্ তুমি পাবে এই কথা দিলাম।—কাটলেটের টুকরো মুখে পুরে বলেছিল স্বাক্ষর।

—ওয়ার্ডস?—ডান-হাতে কাঁটা, চামচ প্লেটে, বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সংযুক্তা।

—ওয়ার্ডস।—বাঁ-হাত বাড়িয়ে সংযুক্তার আঙুল ছুঁয়েছিল স্বাক্ষর।

BanglaBook.org

আর তাতেই তার শরীরে যেন বহে গিয়েছিল বিদ্যুতের শিহরণ?

কিন্তু কাটলেট, কফি শেষ হওয়ার পরই সংযুক্তা ভাস্কর্যের মতন শরীরে তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বলেছিল—চলো...

—কোথায় যাব?—অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল স্বাক্ষর। ইতিমধ্যে বিল এসে গেছে। বিল মিটিয়েছে স্বাক্ষরই। এটা ফরচুনেট ব্যাপার যে সেদিন স্বাক্ষরের পার্সের অবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ছিল। পকেটে ছিল প্রায় পাঁচটা একশ টাকার নোট। পকেট ভারি না থাকলে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায় না।

স্বাক্ষরের 'কোথায় যাব' প্রশ্নে সংযুক্তা যেন আকাশ থেকে পড়েছিল।

—কোথায় যাব মানে? এখন তো সবে বেলা দুটো। এখনই বাড়ি যাবে নাকি? ভালো ছেলেদের নিয়ে আর পারা যায় না...

—কোথায় যেতে চাও তুমি?

—নন্দনে সিনেমা দেখতে যাব।...ব্রেভ হার্ট। হীরো কে জানো তো?

—মেল গিবসন।

—ইয়েস। লেটস গো।

যেন বাতাসে উড়ছিল দুজন। কফি-হাউস থেকে একটু হেঁটে সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে মেট্রো রেলে রবীন্দ্র সদন স্টেশনে নামলেই নন্দন। সেরকমই প্রস্তাব যেন দিয়েছিল সংযুক্তাও। কিন্তু স্বাক্ষর একটা ট্যাক্সি ডেকেছিল।

BanglaBook.org

ট্যাক্সিতে নন্দনে পৌঁছে ব্যালকনির দুটো টিকিট কেটেছিল স্বাক্ষর। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে যেখানে তারা বসেছিল সেখানে আশেপাশে কোনও দর্শক নেই। অন্ধকার হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহ। পরদায় ছবি পড়ে গেছে। সংযুক্তা যেন একটু ঘন হয়ে এল স্বাক্ষরের দিকে। স্বাক্ষরের বুকে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছিল। তার মনে হল, সংযুক্তার যেন বসতে অসুবিধে হচ্ছে। তাই সে ভদ্রতাবশত নিজেই চেয়ারের বাঁ-দিকে সরে গেল। সংযুক্তাকে জায়গা করে দিতে। মনে হল যেন, সংযুক্তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। স্বাক্ষরের মনে হল, পর্দায় তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নায়ক একজনের বুকে তরোয়াল আমূল বসিয়ে দিয়েছে; দীর্ঘনিশ্বাসটা সে কারণেও হতে পারে। স্বাক্ষর মন দিয়ে সিনেমা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল, সংযুক্তার বাঁ-হাতটা তার কোলের ওপর এসে পড়ল। লজ্জায় অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল স্বাক্ষর। সে তার নিজের হাতদুটোকে গুটিয়ে নিয়ে বুকের কাছে প্রায় জড়ো করে রেখেছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, সংযুক্তার হাতে হাত রাখলে যদি সে ফুঁসে উঠে বলে বসে—একী অভদ্রতা? এরকম ব্যবহার তোমার থেকে তো আমি আশা করিনি...! এবং তারপরই যদি রেগেমেগে উঠে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়!

'নন্দন'—এ কোনও 'ইনটারমিশন' বা বিরতি নেই। দু-ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বাদে যখন সিনেমা শেষ হয়েছিল এবং সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নেমে বাইরে আসছিল; তখন আড়চোখে সংযুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাক্ষর দেখেছিল সেই মুখ অসম্ভব থমথমে আর গম্ভীর।

ওই চত্বরে বেশ কয়েকটা ফাস্ট ফুডের দোকান, আইসক্রিমও

BanglaBook.org

পাওয়া যায়।

স্বাক্ষর জিগ্যেস করেছিল—আইসক্রিম খাবে সংযুক্তা?

—নাহ্ আমি এখন কিছুই খাব না।...আমি চলি... ও.কে. বাই...।

স্বাক্ষরকে অবাক করে দিয়ে সংযুক্তা দুরন্ত গতিতে মেট্রো স্টেশনের দিকে হেঁটে গিয়েছিল। স্বাক্ষরের মনে হয়েছিল, কোনও এক কারণে সংযুক্তা তার ওপর হঠাৎ বিরক্ত। কিন্তু কারণটা যে কী সে অনেক ভেবেও বের করতে পারেনি।

পরদিন কলেজে আবার দেখা হয়েছিল সংযুক্তার সঙ্গে। ডান পাশে দুজন হ্যান্ডসাম ছেলে, বাঁ-পাশে মোটামুটি দেখতে দুজন মেয়েকে নিয়ে সংযুক্তা কথা বলতে বলতে আসছিল। স্বাক্ষর তাকে দেখে হেসে এগিয়ে যেতেই সংযুক্তা এমনভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যে, তাকে যেন সে দেখতেই পায়নি। এর পর থেকে ক্লাসেও সে স্বাক্ষরের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ তার ওপর সংযুক্তার এই রাগ বা অনীহার কারণ সে আজও বুঝে উঠতে পারেনি। শুধু ওই মেয়েটির কথা যখনই তার মনে পড়েছে, সে মনে মনে 'হ্যামলেট' নাটক থেকে আবৃত্তি করেছে 'Frality thy name is woman....!'

বিকেল পাঁচটার সময় এলগিন রোডে বারিস্তা কাফেতে উঠতি এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময় কবি ভাজিনিয়া দত্ত তার জন্যে অপেক্ষা করবে, এই কথা যতবার মনে পড়ছে ততবারই নিজের ভেতরে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছে স্বাক্ষর। কোনও বারিস্তা কাফেতে সে আজ পর্যন্ত ঢোকেনি। তবে বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছে একজন গার্ল-ফ্রেন্ড ছাড়া ওসব জায়গায় পা দেওয়াই

BanglaBook.org

যায় না। কলকাতার নানা অভিজাত এলাকায় এই বারিস্তা কাফে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে। এলগিন রোডের 'ক্রসওয়ার্ড' পুস্তক-বিপণীতে স্বাক্ষর প্রায়ই যায়। কিন্তু ওখানে কোথায় কাফে আছে তা অবশ্য লক্ষ করেনি। ভার্জিনিয়া বলেছিল, ফোরাম আইনক্স সিনেমার পাশে। তাই যদি হয় খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, ভার্জিনিয়াকে সে চিনবে কী ভাবে? স্বাক্ষর শুধু ভার্জিনিয়ার কবিতা নানা পত্র-পত্রিকাতে পড়েছে। কিন্তু তার কোনও কবিতার বই বেরিয়েছে কী না জানে না। সম্ভবত বের হয়নি। সে কলেজ স্ট্রিটের অনেক দোকানে খোঁজ করেছে। পাওয়া যায়নি। যদি ভার্জিনিয়ার কোনও কবিতার বই থাকত তাহলে ব্লার্বে নিশ্চয়ই তার মুখের ফোটোগ্রাফ ছাপা হত। কিন্তু এসব নিয়ে এখন ভাবার কোনও মানে হয় না। এমনও হতে পারে কাফের সামনে যে সুন্দরী মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে থাকবে, সেই ভার্জিনিয়া।

আজ স্বাক্ষরের কলেজে মোট চারটে ক্লাস ছিল। কিন্তু যেহেতু সকাল থেকেই তার মন ছিল অস্থির, সে খুব মন দিয়ে যে ক্লাসগুলো নিতে পেরেছে তা নয়। গতানুগতিক এক অভ্যাস থেকে পড়িয়ে যাচ্ছিল বটে কিন্তু সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল কখন বিকেল পাঁচটা বাজবে, কখন তার দেখা হবে কবি ভার্জিনিয়া দত্তের সঙ্গে। ভার্জিনিয়াকে কেমন দেখতে হবে? নিশ্চয়ই অত্যন্ত স্মার্ট আর সুন্দরী। হাঁটাচলায় বেপরোয়া একটা ভাব। কবিতাতেও তো অনেক বেপরোয়া লাইন সে লিখে থাকে। সে লিখেছিল একটা কবিতায়, কলেজের লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বাক্ষরের মনে পড়ল;

BanglaBook.org

'জামার দ্বিতীয় বোতাম খোলা/কে আছো পুরুষ?/কাছে এসো/ অপেক্ষায় আছে রসবতী ফল/যদি সাহসে কুলোয়—/দংশন কোরো/'

কলেজ থেকে শেষ ক্লাস নিয়ে যখন বের হল স্বাক্ষর, তখন তার মনে হয়েছিল পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে। কলেজ থেকে বেরিয়েই একটা রিকশ। স্টেশন। সাড়ে তিনটের লোকাল। শিয়ালদা পৌঁছোবার কথা ৪টে বেজে ৩৫ মিনিটে। হাতে মাত্র ১৫ মিনিট। এত কম সময়ে এলগিন রোডে পৌঁছোন কি সম্ভব? স্বাক্ষরের টেনশন হচ্ছিল। ঝাঁ-ঝাঁ করছিল কান-মাথা। কী করা যায়? একে তাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে, কটু মন্তব্য ও গালাগাল শুনতে শুনতে সে প্রায় বাতাসের বেগে স্টেশনের বাইরে চলে এল। স্টেশন চত্বরও ফেলে একেবারে রাস্তায়। তারপর একটা খালি ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়ল। চালক মিটার ডাউন করে তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই স্বাক্ষর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—এলগিন রোড—একটু স্পিডে ভাই—বিশ রুপিয়া এক্সট্রা দেব...।

আইনক্স সিনেমার সামনে যখন নামল তখন তার কবজি-ঘড়িতে পাঁচটা বেজে সাত। আশি টাকা হয়েছিল। পুরো একশ টাকার নোট চালকের হাতে গুঁজে স্বাক্ষর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কোথায় বারিস্তা কাফে? নানারকম দোকানে জায়গাটা ছয়লাপ এটা ঠিক। কিন্তু কাফে তো চোখে পড়ছে না? স্বাক্ষরের টেনশন বাড়ছে। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। ভার্জিনিয়া যদি সত্যিই সময়নিষ্ঠ হয়, তাহলে পাঁচটা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। দশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে স্বাক্ষর। প্রথম দিনই এরকম! এটা কি ভদ্রতাসুলভ কাজ হচ্ছে? এভাবে বোকার মতন রাস্তায় কাফে খোঁজার কোনও

BanglaBook.org

মানে হয়? নিজের কপালে ঘুঁসি মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল স্বাক্ষরের। খাস কলকাতার ছেলে, অথচ এখনও এই অঞ্চলের আইনক্স ফোরামে একদিনও সিনেমা দেখতে আসা হয়নি। এখানকার বারিস্তা কাফেতে আসা হয়নি। উঃ ভার্জিনিয়ার কাছে সে মুখ দেখাবে কীভাবে?

আর দেরি করা ঠিক নয়। যে ফুটপাত দিয়ে অনিশ্চিতভাবে হাঁটছে স্বাক্ষর, তার বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে একজোড়া যুবক ও যুবতী। স্বাক্ষরেরই বয়স যুবকের। জিনস্ আর রাউন্ড-নেক গোলাপি গেঞ্জি। যুবতীর পরনে হাঁটু পর্যন্ত জিনস-ক্যাপ্রি, সাদা এবং খাটো টপ, চুল রঙিন। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে আসছিল।

স্বাক্ষর যুবককে জিগ্যেস করতে বাধ্য হল—একস্‌কিউজ মী...

—ইয়েস?

—ডু ইউ নো এনি বারিস্তা কাফে অ্যারাউন্ড হিয়ার? (ইংরেজিতে জিগ্যেস করল। কারণ, ওরা যে ভারতীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।)

—জাস্ট ইনসাইড দ্য প্রেমিসেস অব আইনক্স...যুবকটি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করল।

—থ্যাংক ইউ...থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ...স্বাক্ষর দুজনের দিকে সামান্য 'বো' করে হাসল।

—ওয়েলকাম।—যুবকটি বলল।

—হ্যাভ অ্যা গুড ইভনিং।—হেসে যুবতীটি বলল।

স্বাক্ষর উড়ছিল। আইনক্স ফোরামের ঝাঁ-চকচকে বিশাল চত্বর।

BanglaBook.org

বিভিন্ন সম্ভারের দোকান। সিনেমা হল কোনদিকে? শুনেছে এখানে অনেকগুলো সিনেমা অডিটোরিয়াম। টিকিট কাউন্টার কোনদিকে? সব থেকে বড় কথা বারিস্তা কাফে কোনদিকে? চাতাল পেরিয়ে ভেতরদিকে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছে স্বাক্ষর। যেন বিদেশের কোনও আনডারগ্রাউন্ডে ঢুকে পড়েছে। এত সাজানো-গোছানো। যেদিকে তাকাও লাস্যময়ী নারীদের ছবি। সবাই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে স্বাক্ষরকে। হাঁটতে হাঁটতে—ওই তো বারিস্তা কাফে! আর তার সামনে ও কে দাঁড়িয়ে আছে? ছিপছিপে, লম্বা এক তন্বী। পরনে জিনস ট্রাউজার। গোলাপি টপ। বয়কাট চুল। কানে দুটো গোল রিং। কী নিষ্পাপ মুখশ্রী! মেয়েটি এগিয়ে এল। বলল—নমস্কার। আমি ভার্জিনিয়া দত্ত। আপনি পনেরো মিনিট লেট।

স্বাক্ষর লজ্জা পেয়ে বলল—স্যরি। আমি সত্যিই দুঃখিত।...

BanglaBook.org

আপনার নাম ভার্জিনিয়া কেন?

কাচের দরজা ঠেলে ওরা দুজনে ভেতরে ঢুকতেই একজন অতি সুন্দরী ও সুবেশা যুবতী মাথা নীচু করে বিদেশি কায়দায় অভিবাদন জানাল। ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। স্বাক্ষর আজ চকোলেট-রং ট্রাউজার্সের ওপর ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরেছে। কিন্তু পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি নেই। তাই ঢুকতেই হঠাৎ শীত লাগল। সাধারণত এরকম পোশাকেই স্বাক্ষর কলেজে যায়। তার পাঞ্জাবির দুটো বোতাম খোলা থাকে। ফলে তার রোমশ বুকের কিছুটা দৃশ্যমান থাকে ক্লাসেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। মাথায় প্রচুর চুল। কোঁকড়া। চিবুকে ফরাসি-কায়দার দাড়ি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। আর কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। তাতে নানারকম বই। আর সিগারেট প্যাকেট। লাইটার। মোটামুটি এরকম হচ্ছে স্বাক্ষর সেনের বেশভূষা। কিন্তু একজন অধ্যাপকের এরকম পোশাক নিয়ে একসময় কলেজে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। স্বয়ং অধ্যক্ষ মিটিং-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বাক্ষরের এই আঁতেল মার্কা পোশাকের বৈধতা নিয়ে। কিন্তু শেষমেশ কিছুই ক্ষতি হয়নি তার। এর একমাত্র কারণ হল, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তার বিপুল জনপ্রিয়তা। হ্যাঁ এটা ঠিক। একজন অধ্যাপক হিসেবে স্বাক্ষর এই বয়সেই দারুণভাবে সফল। তার পড়ানোর ভঙ্গী, সাহিত্যের বিষয়কে সহজ করে বিশ্লেষণ করার রীতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এবং সেই কারণে সহ-অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা স্বাক্ষরকে মনে মনে হিংসাও করে। কিন্তু তা করলে আর কী হবে। অধ্যাপক

BanglaBook.org

এস. এস-এর (স্বাক্ষর সেন) গুনগান সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে ফেরে। সে কারণেই পরিচালন কমিটির সভায় যখনই অধ্যক্ষ স্বাক্ষরের বেশভূষা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেছেন, চতুর সেক্রেটারি বিষয়টাকে ধামাচাপা দিয়েছেন এই বলে যে—'দেখুন কে কী পোশাক পরবেন সে ব্যাপারে আমরা কোনও ফতোয়া জারি করতে পারি না; আমাদের দেখা উচিত ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে তাঁর পারফরম্যান্স কেমন। আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে তাতে শুনেছি হি ইজ ভেরি পপুলার অ্যামঙ দ্য স্টুডেন্টস অব হিউম্যানিটিস। এরপর আর স্বাক্ষরের পেছনে কে লাগবে?

ভার্জিনিয়াকে যে দেখতে এত সুন্দরী তা স্বাক্ষর কল্পনা করেনি। মাথায় প্রায় তার সমান লম্বা। স্বাক্ষরের উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। মসৃন ত্বক। যেন সমুদ্রের ফেনা দিয়ে তৈরি। ঠোঁটে হালকা গোলাপি লিপস্টিক। গোলাপি টপ-এর সঙ্গে মিল রেখেই যেন। আর বক্ষোদেশ কী উন্নত ভার্জিনিয়ার! টপের এমনই লো-কাট যে বুকের ধবধবে সাদা বিভাজন স্পষ্ট দৃশ্যমান। স্বাক্ষর সেদিকে সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিল।

—মে আই হেল্প ইউ স্যার?—রূপসি রিসেপশনিস্টের ডাকে স্বাক্ষরের চমক ভাঙল। সে দেখল মেয়েটি তাদের একটা টেবিলের দিকে নির্দেশ করছে। যে টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। আসলে এই কাফেতে খুব যে ভিড় আছে তা নয়। কয়েকটা টেবিলে মাত্র জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে কিংবা যুবক-যুবতী বসে আছে। তবে কাফের ভেতরের পরিবেশটাই বেশ মনোরম। হালকা পারফিউমের গন্ধ। দেয়ালে দেয়ালে পেইন্টিং। একটা ছবি যে ভ্যান

BanglaBook.org

গন্ধের এবং আর একটা গণেশ পাইনের সেটা দেখামাত্রই বুঝতে পারল স্বাক্ষর। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলা নিয়েও তার কিছু পড়াশোনা আছে। দুজনে মুখোমুখি বসেছে। স্বাক্ষরের বুক টিপটিপ। ভার্জিনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভার্জিনিয়ারও চুল থেকে, শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। যেন চেতনাকে আচ্ছন্ন করা সেই গন্ধ। স্বাক্ষর কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না।

তাকে বাঁচাল ভার্জিনিয়াই। ট্রাউজারের পকেট থেকে ফস্ করে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, প্যাকেটের মুখ খুলে বাড়িয়ে ধরল—প্লীজ...। কিং সাইজ এবং দামি সিগারেট। একটা সিগারেট টেনে নিল স্বাক্ষর। নিজেকে সে মনে মনে বলছিল—স্মার্ট হও! বি স্মার্ট!...হলও তাই। নিজের পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট, চৌকো লাইটারটা বের করে জ্বালিয়ে ধরল ভার্জিনিয়ার সামনে। সুমিষ্ট বাজনা। ভার্জিনিয়া ঈষৎ নীচু হয়ে নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল—ধন্যবাদ। স্বাক্ষরও সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিল। এখন সে ভেতরে ভেতরে অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করছে। ইতিমধ্যে সাদা স্কার্ট এবং নীল টপ পরিহিত তরুনী বাটলার নোটবুক আর পেনসিল নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

—স্যার—ম্যাডাম—ইওর অর্ডার প্লিজ...

মেনু কার্ড কোথায়? স্বাক্ষর জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস জিগ্যেস করেনি। কারণ টেবিলে ঝকঝকে, ঠান্ডা কাচের ওপর মেনুকার্ড। তার ওপর ছাইদানি, জলের গ্লাস। ভার্জিনিয়া কি স্বাক্ষরের মনের কথা বুঝতে পেরেছে? মুচকি হেসে মেনু কার্ডটা তুলে নিল।

BanglaBook.org

স্বাক্ষর দেখল তার ম্যানিকিওর করা সুন্দর আঙুল। আঙুলগুলোর মাথায় মেরুন নেল-পালিশ।

পরিস্কার বাংলায় ভার্জিনিয়া বাটলারকে বলল—আপনি একটু পরে আসুন প্লিজ...আমরা মেনু-কার্ড দেখে নিই।

—ও. কে. ম্যাডাম। মেয়েটি চলে গেল।

—আপনি কী নেবেন? মি. সেন?—ভার্জিনিয়া জিগ্যেস করল।

—আমি...আমি...যাহোক একটা কিছু নিলেই হয়।

—বিভারেজ? ড্রিংক নিয়ে স্টার্ট করবেন?

—ড্রিঙ্কস ইউ মিন...স্বাক্ষরের ফরসা মুখ ঈষৎ রক্তিম। এরকম প্রস্তাব প্রথম দিনের আলাপেই সে এক বাঙালি মেয়ের থেকে বোধহয় আশা করেনি। আর তার অবস্থা দেখে ভার্জিনিয়া হেসে প্রায় ভিরমি খায় আর কী!

—কেন? অধ্যাপক সেন? আপনি কি টিটোট্যালার? ড্রিঙ্ক করেন না?...স্ট্রেঞ্জ! রিলকের কবিতা, বদলেয়ারের কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ সব প্রবন্ধ লিখেছেন। কোথায় যেন লিখেছেন—সুনীল-শক্তির মতন যমজ কবি বাংলা সাহিত্যি ছাড়া পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে বিরল। কিন্তু আপনি কি জানেন এঁরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকেই সুরাসক্ত? শক্তির কবিতার মতন তাঁর মদ্যপানও আমাদের কাছে একটা মিথ। অথচ আপনি নিজে মদ খান না?

—নাহ, আই টেক ড্রিঙ্কস।...কিন্তু প্রোপোজালটা যে আপনার কাছ থেকে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

BanglaBook.org

—আপনি খুব গুডি গুডি বয় দেখছি।—এই কথা বলেই ভার্জিনিয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। অপ্রত্যাশিতও বলা যায়। ডান হাত বাড়িয়ে হঠাৎ স্বাক্ষরের একটা গাল আলতো টিপে দিল। তার সঙ্গে হেসে বলল—শুধু পড়াশোনাই করেন আর ক্লাসে লেকচার দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আপনার বুঝি কোনও প্রেমিকা নেই?

—প্রেমিকা?...নাহ্, এখনও পর্যন্ত নেই।—কথাটা বলেই স্বাক্ষরের মনে হল, সে বেশ সপ্রতিভতার সঙ্গে কথাটা বলেছে।

—আহা রে বেচারা!...দুঃখী দুঃখী মুখের ভাব করল ভার্জিনিয়া। এবার স্বাক্ষরও আর বোকা-বোকা মুখ করে বসে থাকতে পারল না। হেসে উঠল হো হো করে। বলল—ভার্জিনিয়া—বলতেই হবে আপনি খুব স্মার্ট আর কর্ডিয়াল। আমার ভালো লাগছে...

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেই সুন্দরী বাটলারের আবার আবির্ভাব।

এবার আর ইংরেজিতে নয়, সে পরিস্কার বাংলাতেই বলল—এবার কি অর্ডারটা পাবো?

—ও সিওর।—ভার্জিনিয়া বলল। স্বাক্ষরকে কিছু বলতেই দিল না সে। কিংবা বলা যেতে পারে স্বাক্ষর কিছু বলার সুযোগই পেল না। ভার্জিনিয়া বলে যাচ্ছিল—টু-পেগ হুইস্কি উইথ সোডা অ্যান্ড আইস...

—ব্র্যান্ড ম্যাডাম?

—অ্যানটিকুইটি।...ওহ ইয়েস ড্রিঙ্কসের সঙ্গে ফ্রি অব কস্ট আপনারা কী দিচ্ছেন?

—ক্যাসিউনাটস অ্যান্ড স্যালাড...

BanglaBook.org

—দেন টেক দি অর্ডার অব অ্যা প্লেট অব ফিশ-ফিংগার। ও.কে.? আপাতত এই। পরে দরকার হলে বলব।

—ও.কে. ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ।—মেয়েটি দ্রুত পায়ে চলে গেল।

—হাঁ করে দেখছেন কী? অ্যানটিকুইটি চলে তো?

—চলে। স্বাক্ষর হেসে ঘাড় নাড়ল।

—আজ সকালেই একটা কবিতা লিখেছি। আপনাকে শোনাব বলে। ভার্জিনিয়া হেসে বলল। হাসলে তার দুই গালে টোল পড়ে। স্বাক্ষর লক্ষ করল।

—নিশ্চয়ই শুনব।

ভার্জিনিয়া হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। নীল রং কাগজ। নীল-রং কাগজে ও কবিতা লেখে? স্বাক্ষরের মনে হচ্ছিল, সে বাস্তবে নেই। স্বপ্নের ছায়াপথে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভার্জিনিয়া এত রূপসি, এত আকর্ষণীয়া সে কল্পনা করতেও পারেনি।

—পড়ুন কবিতা।—স্বাক্ষর বলল, শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে।

ঠিক তখনই সুন্দরী বাটলার ট্রেতে নিয়ে এল হুইস্কির দুটো গ্লাস, কাচের বাটিতে কাজু বাজাম, কাচের প্লেটে স্যালাড, সোডার বোতল, ফ্লাস্কে আইস-কিউব। সুন্দর হাতের গড়ন তার। সেই হাতে সে টেবিলের দু-প্রান্তে বসে থাকা দুজনকে সব সাজিয়ে দিয়ে গেল। স্বচ্ছ পেগে খড়-রং পানীয় টলটল করছে। ভার্জিনিয়া নিজের পেগ উঁচু করে ধরে বলল—চিয়ার্স। কাঁপা কাঁপা হাতে স্বাক্ষরও তাই

BanglaBook.org

করল। ভার্জিনিয়া চুমুক দিল। স্বাক্ষরও। এটা তো আর বলা যায় না ভার্জিনিয়াকে যে, স্বাক্ষর নিয়মিত মদ্যপায়ী নয়। শেষ সে মদ খেয়েছে দু-মাস আগে। কলেজের তিন অধ্যাপক বন্ধু মিলে। পার্ক স্ট্রিটের একটা বারে। তাও মাত্র দু-পেগ খেয়েছিল সে। আর তাতেই বেশ নেশা হয়ে গিয়েছিল। বারিস্তা কাফেতে মদ পাওয়া যায় এটা ধারণাতে ছিল না স্বাক্ষরের। সে জানত, এসব জায়গায় কফি, স্ন্যাকস এসবই মেলে। যাই হোক, ফিশ-ফিংগারের প্লেট এখনও আসেনি। তাই কয়েকটা কাজুবাদাম মুখে ফেলল সে। ভার্জিনিয়া তারিয়ে তারিয়ে স্যালাড চিবোচ্ছে। স্বাক্ষরের দিকে তাকিয়ে হাসল এবং বলল—আর ইউ এনজয়িং?

—ওহ্ সিওর।

—এবার কবিতাটা পড়ি?—আর একটা সিপ্ নিয়ে সে বলল।

—হ্যাঁ পড়ুন।—স্বাক্ষরকেও দ্রুত একটা সিপ নিতে হল। মদ্যপানে সে তো আর ভার্জিনিয়ার থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না! নীল কাগজ মেলে ধরে ভার্জিনিয়া পড়তে যাবে, হঠাৎ কীরকম অপূর্ব হেসে থেমে গেল।

—কী হল? পড়বেন না?

—লজ্জা করছে।

—লজ্জা? কেন?

—প্রথম দিনের আলাপেই আমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললাম না কি? এখনও ভালো করে আলাপই হল না, আপনাকে ড্রিঙ্ক অফার করলাম। আপনি আমাকে খুব খারাপ মেয়ে ভাবছেন

BanglaBook.org

না? আসলে আমি...

—একটুও খারাপ ভাবছি না। প্লিজ এরকম বলবেন না। আমার...আমার...

—কী আপনার?

—ইউ আর লুকিং গ্রেট!

এই প্রশংসায় হেসে গড়িয়ে পড়ল ভার্জিনিয়া। বলল—আপনার চেহারাটাও খুব হ্যান্ডসাম আর ম্যানলি।

—থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস।

সুন্দরী বাটলার নিয়ে এল মাছের আঙুল-ভাজার প্লেট। সুগন্ধ। স্বাক্ষর একটা তুলে কামড় দিল। অপূর্ব স্বাদ! আর একটা চুমুক পেগে। তারপর হাত বাড়িয়ে ভার্জিনিয়ার চাঁপার কলির মতন আঙুলগুলো ছুঁয়ে বলল—আপনার কবিতা শুনতে চাই। গো অন প্লিজ। মাথার বালকসুলভ চুলে আঙুল বুলিয়ে ভার্জিনিয়া পড়তে লাগল—

প্যাপিরাস তুমি অভিনব কত সবুজ ঝাঁকড়া চুলে
চেতনা মুখর শরীর তীব্র উপচে নীলের কূলে

প্রাচীন মিশর অন্তর খুঁড়ে জমাটি চিত্রকলা
শৈলী তোমার প্রলুব্ধ করে বিগত গল্প বলা

পবিত্র ওই মায়াবী হরফ হায়রোগ্লিফিক লিপি
পাষাণ ছাড়াও মূর্ত করেছে শুভ্র তোমার দ্বীপ-ই

BanglaBook.org

প্রবাদ মিশরে তুমি ও নলিনী অমোঘ প্রতীকে ধন্য
বর্ণমালার উত্তাপ ঘোর শুধুই তোমার জন্য

শব্দ আর পানীয়ের অভিনব ঝাঁঝে স্বাক্ষরের মাথার মধ্যে যেন মৃদু আলোড়ন শুরু হয়েছে। তার এক পেগ মদ কখন শেষ হয়ে গেছে। ভার্জিনিয়ারও তাই। এখন দু-পেগ চলছে। চিকেন পকোড়া অর্ডার দিয়েছে স্বাক্ষরই। হঠাৎই সে অত্যন্ত সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। তার সারা শরীরে কীরকম একটা উত্তেজনা! কাফেতে এখন যে মিউজিক চলছে সেটা বিটোফেনের সোনাটা তা স্বাক্ষর ছাড়া আর কে বুঝবে?

—কেমন লাগল কবিতা? ভার্জিনিয়া হেসে জিগ্যেস করল।

—গ্রেট। সিম্পলি গ্রেট!—জড়ানো স্বরে বলল স্বাক্ষর। আবেগ তার বুকে যেন উপচে পড়ছে; সে বলল—ভার্জিনিয়া আমি আপনার কবিতা নিয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখব। আপনি শুনুন, আমার একটা প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী বইমেলায়। কোন প্রকাশনা থেকে জানেন?

—কোন প্রকাশনা?

—প্রজ্ঞা প্রকাশনা।

—খুব প্রেস্টিজিয়াস পাবলিকেশন।

—হ্যাঁ। ১৫টি প্রবন্ধ থাকবে বইতে। ১৫ জন কবির কবিতা বিষয়ে। এক জন কবি হচ্ছেন আপনি।

—ওহ্ এ আমার কত বড় সম্মান। আচ্ছা সত্যিই কি আপনি আমার কবিতাকে এত ভালবাসেন? আমার তো এখনও কোনও

BanglaBook.org

বই প্রকাশিত হয়নি? আমি খুব অহঙ্কারী জানেন তো? প্রকাশক আমার বই ছাপতে না এগিয়ে এলে আমি কোনও প্রকাশককে খোসামোদ করতে যাব না।

—আমার প্রবন্ধের বইটা বেরিয়ে যাক, 'দেশ', আনন্দবাজার পত্রিকায় রিভিউ হোক; তারপর দেখবেন আপনার বাড়ির সামনে প্রকাশকদের লাইন পড়ে যাবে।

—বলছেন?

—বলছি। আমি নিশ্চিত।

এরপর আরও এক পেগ। মোট তিন পেগ করে মদ খেল দুজনে। ভার্জিনিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাক্ষর বুঝতে পারছে তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

—আচ্ছা আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?—স্বাক্ষর বলল।

—করুন...

—আপনার নাম ভার্জিনিয়া কেন?

বেশ কিছুক্ষণ তার সুন্দর হাসিটা উপহার দিল ভার্জিনিয়া। মুক্তোর মতন নিটোল ও ঝকঝকে দাঁতের সারি।

—ভার্জিনিয়া উলফ নামে একজন ব্রিটিশ মহিলা লেখক ছিলেন নিশ্চয়ই জানেন?

—জানি। তাঁর বিখ্যাত প্রতীকী উপন্যাস—'টু দ্য লাইটহাউস'।

—আপনি তো জানবেনই।...আমার দাদু ভার্জিনিয়া উলফ-এর ভক্ত ছিলেন। তাঁর সব গল্প, সব উপন্যাস, সব প্রবন্ধ উনি পড়েছেন। আমার জন্মের পর দাদুকে নাকি জিগ্যেস করা হয় নাতনির কী নাম রাখা হবে। দাদু বলেন—ভার্জিনিয়া। এই হল আমার

BanglaBook.org

নামের ইতিহাস।

—ওহ্ টেরিফিক! তবে বলতেই হবে আপনি আপনার নামের মাহাত্ম্য রাখতে পেরেছেন...

—মানে?

—ইউ আর অ্যাজ পাওয়ার ফুল অ্যাজ ভার্জিনিয়া উলফ অ্যাজ আ রাইটার...

—আপনি বাড়িয়ে বলছেন...

—বিশ্বাস করুন...আবার স্বাক্ষর ডান-হাত বাড়িয়ে ভার্জিনিয়ার আঙুলগুলো ছুঁল। তার মনে হল তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুতপ্রবাহ বহে গেল!

ইতিমধ্যে আবার সেই সুন্দরী বাটলার। ট্রেতে চামড়ার বইয়ের মধ্যে বিল, মউরির বাটি, মিছরির চৌকো টুকরো। স্বাক্ষর বিলটা নিতে যাচ্ছিল। ভার্জিনিয়া তার হাত চেপে ধরল।

—প্লিজ! আমাকে পে করতে দিন। আমিই আপনাকে এখানে ইনভাইট করেছিলাম।

—নো কোয়েশ্চেন!—জড়ানো স্বরে বলল স্বাক্ষর;—ইট উইল বি মাই ট্রিট। আপনার মতন প্রতিভাময়ী সুন্দরীকে সার্ভ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাব...।

—এই আস্তে। সবাই শুনছে আপনার কথা। কী পাগলামি করছেন?

মোট ৭০০ টাকা। ২০ টাকা টিপস। ট্রেতে রেখে দিল স্বাক্ষর।

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ টলায়মান। ভার্জিনিয়া ফিসফিস করে বলল—একা একা যদি বাইরে যেতে না পারেন, আমার কোমর জড়িয়ে ধরুন। লজ্জার কিছু নেই। তাই করল স্বাক্ষর। ভার্জিনিয়ার ক্ষীণ কটিতট জড়িয়ে ধরল। কাফের বাইরে এল। ওদের দেখেই একটা ট্যাক্সি গুটিগুটি সামনে চলে এল। ভার্জিনিয়া দরজা খুলে আগে স্বাক্ষরকে ভেতরে তুলে দিল। তারপর নিজে উঠল।

—কোথায় যাবেন?

—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।—স্বাক্ষরের উত্তর শুনে ভার্জিনিয়ার ঠোঁটে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল।

—চলুন ময়দানের দিকে।—সে ট্যাক্সিচালককে বলল। মিটার ডাউন করে চালক গাড়ি চালাতে শুরু করল। এরকম প্যাসেঞ্জারের অভিজ্ঞতা তার আছে। এখন বেশি রাত হয়নি। সবে রাত আটটা।...

অন্ধকার মাঠের মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়াল। গড়ের মাঠ। আশেপাশে কত ঝাঁকড়া গাছ। আশেপাশে আরও দু-একটা গাড়ি। একটা গাড়ি থেকে মহিলার খিলখিল হাসি ভেসে আসছে। অদূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অপূর্ব সৌধ। পরিষ্কার ঠিক মাথার কাছে গোল চাঁদ। যেন পরির কানে কানে কথা বলছে। চারদিকে অপার্থিব নির্জনতা। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থেমে থাকা কোনও এক গাড়ি থেকে এক মহিলার অশ্লীল হাসি।

ট্যাক্সিচালক অভিজ্ঞ। ইঞ্জিন থামিয়ে ভার্জিনিয়ার দিকে পেছন ফিরে বলল—জায়গা পসন্দ হ্যায় তো মেমসাব?

BanglaBook.org

—হ্যায়।

—দুশ রুপেয়া এক্সট্রা লাগেগা।

—চিন্তা মত করো।

ম্যায় চা পিকে আর রহা হুঁ। আধা ঘণ্টা বাদ। ঠিক হ্যায় না।

—ঠিক হ্যায়। আপ আধা ঘণ্টা বাদ আজাইয়ে।

ট্যাক্সির মধ্যে আলো-অন্ধকার। স্বাক্ষর প্রায় ভার্জিনিয়ার কাঁধে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ তার সম্বিত ফিরল। সে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—একী আমরা কোথায় এসেছি? ট্যাক্সি এখানে কেন? চারপাশে এত অন্ধকার? ভার্জিনিয়া তার ঠোঁটে আঙুল রাখল—চুপ! কচি খোকা। চারপাশে কেউ নেই। আমি আছি। আপনার আমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে না! এতদিনকার নিরুদ্ধ কাম যেন স্বাক্ষরের মধ্যে ফণা তুলে জেগে উঠল। সে প্রাণপণে ভার্জিনিয়ার মুখ দুই হাতে ধরে তাকে পাগলের মতন চুম্বন করতে লাগল আর বলছিল —শুধু তোমার কবিতাকে নয়, আমি তোমাকেও ভালোবাসি ভার্জিনিয়া!

—একদিনের দেখা হওয়াচ্ছেই এত ভালোবাসা উথলে উঠল?—নিজের টপের বোতাম আলগা করে দিয়ে বলল ভার্জিনিয়া।

—তোমার কবিতা পড়েই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। শুধু অপেক্ষা করছিলাম কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু কীভাবে দেখা করব। তোমার ঠিকানা জানি না। ফোন নম্বর জানি না।

BanglaBook.org

—আচ্ছা আমি কি বাতাসে তোমার মনের কথা পড়তে পারলাম স্বাক্ষর? না হলে আমিই বা তোমাকে হঠাৎ ফোন করলাম কেন?

—হয়তো তাই।—বলতে বলতে স্বাক্ষর ক্রমশ দস্যু হয়ে উঠছে। সে ভার্জিনিয়ার টপ-এর বোতাম খুলে ব্রা-এ হাত চালাচ্ছে। ব্রা এর হুক খোলার চেষ্টা করছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভার্জিনিয়া দৃঢ় মুঠিতে স্বাক্ষরের হাত চেপে ধরল। স্বাক্ষরের হাত সে সরিয়ে দিচ্ছে।

—আজ আর বাড়াবাড়ি নয়।—কেমন যেন কঠিন স্বর ভার্জিনিয়ার।

—কী হল?

—আজ আর ভালো লাগছে না। প্রথম দিনেই এর বেশি নয়। তাহলে আমি পুরোনো হয়ে যাব না?

আচমকা বাধা পেয়ে স্বাক্ষরও কেমন থমকে গেছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যেই সে বুঝতে পারছে ভার্জিনিয়া তার পোশাক ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

—আর একটু আদর করতে দাও, লক্ষীটি...স্বাক্ষর বলল।

—নো, আই সে নো।...তোমার নেশা হয়ে গেছে। এবার লক্ষীছেলের মতো বাড়ি চলো। অন্য আর একদিন হবে।

—কবে হবে?

—তুমি আমার কবিতার ওপর প্রবন্ধটা লিখবে তো?

—নিশ্চয়ই লিখব। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি লিখব। বলো আবার কবে দেখা হবে?

BanglaBook.org

—বলছি। ওই ড্রাইভার আসছে। চলো এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে এভাবে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। পুলিশ-রেইড হতে পারে। চালক এসে বলল—ম্যায় যা সকতা হুঁ ম্যাডাম?

—ইয়েস।

ট্যাক্সি চলতে থাকল।

ভার্জিনিয়া বলল—প্রথমে আমাকে টালিগঞ্জে নামাবেন। তারপর এই সাহেবকে। তুমি তো গল্ফগ্রিন না?

—হু। আবার কবে দেখা হবে ভার্জিনিয়া?

—ডোন্ট বী ইমপেশেন্ট। অধৈর্য পুরুষদের আমি পছন্দ করি না।

স্বাক্ষর কুঁকড়ে মাথা নীচু করে বসে আছে। ট্যাক্সি জোরে ছুটছে। রাসবিহারীর মোড়। টালিগঞ্জ ফাঁড়ি। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো। ভার্জিনিয়া বলল—এহি পে রুক যাইয়ে।

স্বাক্ষর করুণ গলায় বলল—নেক্সট ডেট্?

ভার্জিনিয়া কিছু বলল না। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। সে নেমে গেল। ট্যাক্সি এগিয়ে গেল। স্বাক্ষর বুঝতেও পারল না ভার্জিনিয়ার জন্যে ট্রাম-ডিপোর আড়ালে স্কুটার নিয়ে দীর্ঘকায় ষন্ডা চেহারার একজন পুরুষ অপেক্ষা করছিল। ভার্জিনিয়া স্কুটারের পিলিয়নে বসল। স্কুটার চলতে শুরু করল।

স্বাক্ষর চলন্ত ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি বিজয়গড়ের দিকে বেঁকে গেছে। তাকে গল্ফগ্রিন নামাবে। হঠাৎ স্বাক্ষর বুঝল মোবাইল বাজছে। ফোন কানে দিয়ে সে বলল—হ্যালো? স্পষ্ট শুনল ভার্জিনিয়ার গলা। ভার্জিনিয়া বলছে—কী বাবুর খুব অভিমান

BanglaBook.org

হয়েছে না? নেক্সট ডেট কবে হবে?

—তুমি বল ভার্জিনিয়া?

—আগামী বুধবার। সন্ধে ছ'টা। লরেন্স হোটেল।

—লরেন্স হোটেল। সেটা কোথায়?

—কিচ্ছু জানো না। শুধু বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকো। আর্মেনিয়ান স্ট্রিট। ও.কে.?...ফোন কেটে গেল। স্বাক্ষর চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বিড়বিড় করতে লাগল—লরেন্স হোটেল...আর্মেনিয়ান স্ট্রিট...আগামী বুধবার...

BanglaBook.org

উশ্রী আমি ভালো হয়ে যাব তো?

উত্তর কলকাতার এটা কোনও ঝাঁ-চকচকে অভিজাত এলাকা নয়। বরং বেশ ঘিঞ্জি এলাকা বলা যেতে পারে। বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি দিয়ে ঢুকে কয়েকটা পুরোনো বাড়ি। এরকমই একটা একতলা বাড়িতে এখন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন সংস্কার হয়নি এবং গৃহকর্তার অবস্থা ইদানীং খুব ভালো যাচ্ছে না। বাড়িতে তিনটে ঘর। একেবারে ভেতরের ঘরে চওড়া খাটে মলিন বিছানা। সেই বিছানায় শুয়ে আছে হেমন্ত। তার বয়স ৪২/৪৩ বছর হবে। কিন্তু তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে অতিমাত্রায় রোগাক্রান্ত। রোগজীর্ণ শীর্ণ শরীরে সে প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। আজ এক বছর হল কর্কটরোগে আক্রান্ত হেমন্ত। তার লিভার আক্রান্ত এই মারাত্মক ব্যাধিতে। এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অফিসার ছিল হেমন্ত। ছিল কেন এখনও আছে। এখনও তো সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়নি। কিন্তু তার অফিস যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ছ'মাস আগে যখন রোগ ধরা পড়ল তখন, কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল কেমোথেরাপি। স্ত্রী উশ্রী দেখতে লাগল, সুন্দর চেহারার সবল একজন পুরুষ কীভাবে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার কোঁকড়ানো চুল, তার উজ্জ্বল ফরসা ত্বক কীরকম খস্‌খসে হয়ে যাচ্ছে, গলার স্বর হয়ে আসছে ক্ষীণ, নিজের আত্মবিশ্বাসই হারিয়ে ফেলছে যেন হেমন্ত। কয়েকটি কোর্স কেমোথেরাপি নেবার পর চেহারার পরিবর্তন হল বটে, বুড়োটে

BanglaBook.org

দেখতে হয়ে গেল হেমন্ত; কিন্তু সে যেন একটু ভালো বোধ করতে লাগল। প্রায় একমাস মেডিক্যাল ছুটিতে থাকার পর ব্যাঙ্কে আবার নিজের কাজে ফিরল হেমন্ত। উশ্রী সাময়িক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভীষণ ঈশ্বরভক্ত ছিল উশ্রী, ভীষণ। সামান্য গৃহবধূ সে। কোনওরকমে স্কুল ফাইন্যালের গন্ডীটা পেরিয়েছিল। বাবা, মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা সামান্য সরকারি চাকুরে। ওদের থাকবার বলতে ছিল হালিশহরে একটা নিজস্ব বাড়ি। উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ককর্মী হেমন্তর সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে উশ্রীর বিয়ে হওয়ার কথা নয়। শুধু বোধহয় একটাই কারণ। সেটা হল উশ্রীর রূপ। মাথায় বেশ লম্বা উশ্রী। কাঁচা সোনার মতন গায়ের রং। আজানুলম্বিত ঘন কেশদাম। মুখশ্রী সুন্দর। উশ্রীর দিকে একবার তাকালে যে-কোনও পুরুষ চোখ ফেরাতে পারবে না। হেমন্তর সঙ্গে বিয়ে হবার একমাত্র কারণ নিশ্চিতভাবেই উশ্রীর রূপ।

উশ্রীর বাবা মেয়ের বিয়ের জন্যে সংবাদপত্রে 'পাত্র চাই' কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন মারফত যোগাযোগ হয়েছিল হেমন্তর সঙ্গে। হেমন্তর পারিবারিক গঠনটাও বিচিত্র। খুব ছোটবেলায় তার বাবা ও মা দুজনকেই সে হারায়। বরাবরই তারা আরামবাগের বাসিন্দা। হেমন্তর দাদা তার থেকে প্রায় ১৫ বছরের বড়। মাঝখানে হেমন্তর দিদি। যে আবার হেমন্তর থেকে ৭ বছরের বড়। হেমন্ত তার বাবাকে হারায় ১০ বছর বয়সে ও মাকে ১২ বছর বয়সে। তার মানে দাদার হাতেই হেমন্ত মানুষ। দাদা আরামবাগে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এখন তিনি সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দাদা হেমন্তকে মানুষ করেছেন। কলকাতার

BanglaBook.org

মেসে থেকে হেমন্ত কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে পাশ করার পর একই বিষয় নিয়ে এম. এস. সি পড়ে ও তাতেও যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করে। ইতিমধ্যে হেমন্তর দিদিরও বিয়ে হয়ে গেছে। হেমন্তর দিদি সুপর্ণাও পড়াশোনায় নেহাত খারাপ মেয়ে ছিল না। সে গ্র্যাজুয়েট হবার পর দাদা ভালো পাত্র দেখে তার বিয়ে দেয়। ভালো মানে আক্ষরিক অর্থেই ভালো। সফট-ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বাঙ্গালোরে চাকরি। হেমন্তর দিদি বাঙ্গালোরেই স্বামীর সঙ্গে সুখে-শান্তিতে আছে।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা হেমন্তই নিয়েছিল। যদিও উশ্রীকে দেখতে এসেছিল হেমন্ত নিজে, তার দাদা আর বউদি। দেখে যাবার এক সপ্তাহ বাদেই হেমন্ত উশ্রীর বাবাকে অফিসে ফোন করে জানিয়েছিল যে, উশ্রীকে তার পছন্দ হয়েছে। সে বিয়ে করতে চায়। কোনও পণ নেয়নি হেমন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার ছ'মাসের মধ্যে সে ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল। একটা দু-ঘরের ছিমছাম ফ্ল্যাট ভাড়া করে কুঁদঘাটের দিকে থাকত। উশ্রী বিয়ের পর সেখানেই সংসার শুরু করে। সামান্য খাট, বিছানা, দান-সামগ্রী, কিছু সোনার গয়না উশ্রীর বাবা-মা মেয়েকে দিয়েছিলেন। সংসারের জন্যে আর যা কিছু প্রয়োজন সবই হেমন্তর ফ্ল্যাটে ছিল। ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার,—এরকম একটা বিত্তবান সংসারে যে তার ঠাঁই হবে এটা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবেনি উশ্রী। খুবই সুখ ছিল তাদের, সংসারে প্রাচুর্য ছিল। আরও ছিল তাদের দুজনের মধ্যে নিখাদ ভালোবাসা।

কিন্তু তবুও কোথাও যেন একটা অসুখও ছিল। দু-বছর বিয়ে

BanglaBook.org

হয়ে যাবার পরও কোনও সন্তান এল না ওদের সংসারে। দোষটা যে কার কিছুই বুঝতে পারে না উশ্রী। হেমন্ত যেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু উদাসীন। উশ্রী তার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে। সে তার ঈশ্বরের কাছে দু-বেলা শুধু প্রার্থনা করে—ঠাকুর আমার কোলে একটা সন্তান দাও। ছেলে কিংবা মেয়ে যাই হোক। আমি আর পারছি না একা থাকতে। আমার জীবন হাঁফিয়ে উঠছে। সব থেকেও যেন আমার কিছু নেই। ঠাকুর আমাকে দয়া করো...। কিন্তু উশ্রীর 'ঠাকুর' কোথায় আর তার কথা শোনেন? কত মিলনের রাত কেটে যায়। উশ্রীর গর্ভধারণের কোনও চিহ্নই নেই।

এর মধ্যে একদিন রবিবার আরামবাগে দাদার কাছে যায় হেমন্ত ও গম্ভীর মুখে ফিরে আসে। হেমন্তর মুখের ভাব দেখেই উশ্রী বুঝেছিল যে, দাদার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে নিশ্চয়ই মতান্তর হয়েছে হেমন্তর। কিন্তু সেটা কি হতে পারে?

খাবার টেবিলে প্রসঙ্গটা তুলেছিল উশ্রী।

—দাদার কাছে গেলে, ওরা সব কেমন আছেন গো?

—ভালোই আছে।—হেমন্তর দায়সারা উত্তর।

—তোমাকে আজ এত গম্ভীর লাগছে কেন?

—আর বোলো না! এতদিন দাদার ভাল রূপটাই দেখে আসছি, আজ দাদার খারাপ রূপটা দেখলাম...খাওয়া থামিয়ে হেমন্ত বলেছিল।

—মানে?

—তোমাকে বলা হয়নি উশ্রী আমি একটা বাড়ি কিনব ঠিক করেছি। ভাড়া বাড়িতে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

BanglaBook.org

—বাড়ি কিনবে? কোথায় গো?

—বাগবাজারের দিকে। ফ্ল্যাট নয়। একটা বাড়ি। একতলা। তিনটে ঘর। আমাদের ব্যাঙ্কের এক ক্লায়েন্ট বিক্রি করবে। বারো লাখ টাকা বলছিল। অনেক বলে দশ লাখ টাকায় রাজি করিয়েছি।

—ও...তা এতে দাদার ভূমিকা কী আছে?

—তুমি হয়তো জানো না উশ্রী আরামবাগে যে গ্রামে আমাদের বাড়ি সেখানে আমাদের সম্পত্তি প্রচুর। প্রায় কুড়ি বিঘা ধান-জমি, এছাড়া একটা বড় পুকুর, তাতে সারা বছর মাছ চাষ করা হয়। আর পুকুরের চারধারে নারকেল গাছ অনেক। এখন সারা বছর যা ধান হয়, পুকুরে যা মাছ হয় আর যা নারকেল ফলন হয় তা কি দাদার পরিবার একা খেয়ে ফুরোতে পারে? বলো তুমি?

উশ্রী বলেছিল—আমি তো বিয়ের পর আরামবাগে দাদাশ্বশুরের বাড়ি একবারই গিয়েছিলাম। জমি জমা এত যে আছে তা তো জানতাম না...

—দাদা কী করে জানো তো?

—কী?

—উদ্বৃত্ত ধানটুকু বিক্রি করে। বছরে দুবার পুকুরের মাছ বিক্রির নীলাম ডাকে আর নারকেলও শুনেছি বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু ওই জমি, পুকুর বা নারকেল গাছ তো আর দাদার একার সম্পত্তি নয়। এ ব্যাপারে বাবার দলিল করা আছে। দাদা, আমার আর দিদির স্বত্ব আছে ওই সবরকম সম্পত্তির ওপর। আমার ধারণা দিদি বছরে একবার আরামবাগে আসে আর নিজের ভাগের টাকা ঠিক আদায় করে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

—তুমি দাদাকে কিছু বল না কেন? দাদা তোমাকে ফাঁকি দেবে এটাও তো ঠিক নয়?

—শোনো উশ্রী, আমি এতদিন শুধুমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে দাদাকে কোনও কথা বলতে পারিনি। মুখ বুজে দাদার এই স্বার্থপরতা মেনে নিয়েছি।

—কীসের চক্ষুলজ্জা?

—তোমার মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার তো চিরকাল মনে থাকবে যে, মা-বাবা বিশেষত বাবা মারা যাবার পর দাদাই আমাকে মানুষ করেছে, আমাকে পড়াশোনা করতে সাহায্য করেছে; আজকে যে আমি ব্যাঙ্কের অফিসার,—দাদা না থাকলে তা কি আমি হতে পারতাম? হয়তো বিপথে চলে যেতাম। শুধু সেই কৃতজ্ঞতাবশে আমি এতদিন বিষয়-আশয় নিয়ে দাদার সঙ্গে কোনও কথা বলিনি। আর আমাদের তো চলেও যাচ্ছে। যাচ্ছে না? অনেক টাকা মাইনে পাই আমি। দুজন মানুষের সংসারে আমাদের অনেক প্রাচুর্য। কিন্তু এখন আমার অতিরিক্ত টাকার দরকার। তাই আমি দাদার কাছে গিয়েছিলাম। আমার ন্যায্য প্রাপ্য চাইতে। কিন্তু যা ব্যবহার পেলাম দাদার কাছ থেকে!

—কী হল, বলো না গো?

সেদিন কোনওরকমে রাতের খাওয়া শেষ করেছিল হেমন্ত। উশ্রীও ভালোভাবে খেতে পারল না। হেমন্তর টেনশন তার মধ্যেও যেন চারিয়ে গিয়েছিল। হাত-মুখ ধুয়ে হেমন্ত বিছানায় এসে পাশবালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। তার ঠোঁটে সিগারেট। উশ্রী তার কাঁধে মাথা রেখে ঘন হয়ে বসেছিল। তখনও তাদের দুজনের

BanglaBook.org

মধ্যে কত ভালোবাসা ছিল, নিবিড়তা ছিল, আদর ছিল। ব্যাধির যন্ত্রণা আর অর্থের দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে তখন জীবন এত তিক্ত আর পানসে হয়ে যায়নি। সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিয়ে, সেটাকে ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে হেমন্ত বলতে শুরু করেছিল— তুমি জানো, বাগবাজারের কাছে যে বাড়িটা কিনতে চলেছি, সেটার জন্যে দশ লাখ টাকা দরকার।

—হ্যাঁ জানি। উশ্রী বলেছিল।

—দশ লাখ টাকা কোথা থেকে আসবে? ভেবেছ কিছু?

—আমি কোথা থেকে ভাবব বল? সংসার তো তুমি চালাও। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি কোনওদিন মাথা ঘামাই? তুমি যেমন বলো আমি সেভাবে চলি। এটা উশ্রী মিথ্যে বলেনি। সে কোনওদিন চায়নি হেমন্ত তার হাতে মাইনের টাকার প্যাকেট তুলে দিক। আর সংসারের চাবিকাঠি থাক তার হাতে। উশ্রীর মতন নম্র স্বভাবের মেয়ে আজকালকার যুগে বিরল। হেমন্তও সেটা জানত। আর জানত বলেই সে সেদিন রাতে উশ্রীকে নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে তার ঠোঁটে একটা সংরাগময় চুম্বন এঁকে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল— আমি তো জানি তোমাকে উশ্রী। তোমার মতো লক্ষী, পতিব্রতা, উদাসীন গৃহবধূ আর হয়? তবুও এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে তোমাকে সব জানাতে চাই আজ...। আমি ব্যাঙ্কের চাকুরে। ইচ্ছে করলেই আমি খুব সহজেই অল্প সুদে বাড়ি কেনার ঋণ অফিস থেকে পেতে পারি। কিন্তু আমি চাইছি না ঋণ নিতে। কারণ ঋণ নিলেই তো আবার সেই আমারই মাইনে থেকে মাসে মাসে টাকা কাটা যাবে। তাই না?

BanglaBook.org

—তা ঠিক।—উশ্রী সায় দিয়েছিল।—আমার বাবাও ধার-দেনাকে খুব ভয় পান। বলেন যে, ধার-দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আমার রাতে ভালো ঘুম হয় না।

—ঠিক তাই। আমি ঠিক করেছিলাম যে, আমার জমানো টাকা থেকেই বাড়িটা কিনব।

—দশ লাখ টাকা তোমার জমানো আছে?

—সেরকমই ছিল। আমি বরাবরই খুব মিতব্যয়ী উশ্রী। বাজে পয়সা একেবারে নষ্ট করি না। ছোটবেলা থেকে কষ্ট করে মানুষ হয়েছি তো? তোমাকে বিয়ে করার সময় আমি একটা পয়সা নিইনি। না না এটা আমার অহঙ্কার। যে, আমি আমার আদর্শ বজায় রেখে তোমাকে বিয়ে করতে পেরেছি। বিয়ে করার আয়োজন, কেনাকাটা, লোক-খাওয়ানো এসবে আমার প্রায় দু-লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার মানে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন আট লাখ টাকা।

—কিন্তু বাড়ি কিনতে দশ লাখ লাগবে। তার মানে আরও দুই লাখ তোমার কম পড়ছে?

—নাহ, উশ্রী তাও নয়। যা টাকা আমার সেভিংসে আছে, তুমি কি মনে কর সব টাকাই বাড়ি কিনতে খরচ করে ফেলা উচিত? কিছু সেভিংস রাখতে হবে না?

—তা বটে। সত্যি আমার মাথায় এসব ঢোকে না গো?

—ধরো, দু-লাখ টাকা আমি সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখে দিলাম। তাহলে ছ লাখ টাকা আমি খরচ করতে পারব বাড়ি কেনার জন্যে। বাকি চার লাখ টাকা কোথা থেকে আসবে?

—সত্যিই তো কোথা থেকে আসবে? উশ্রী গালে হাত দিয়ে

BanglaBook.org

ভাবতে বসল।

—সেই টাকাটাই আমি দাদার কাছে চাইতে গিয়েছিলাম। দাদাকে বলেছিলাম, আমার অংশের বিঘে দশেক জমি বিক্রি করে দাদা আমাকে টাকাটা দিক। পুকুরের অংশ না হয় আমি ছেড়েই দিচ্ছি। আরামবাগে আমি কোনওদিন থাকতে আসব না। সুতরাং সেখানে আমার নামে জমি থেকে লাভ কী? আর বছর বছর ধান বিক্রির টাকাও তো আমি পাই না। এই প্রস্তাব শুনে দাদা কী ব্যবহারটা করল জানো?

—কী বললেন উনি?

—দাদা আর বউদি বিশ্রিভাবে ঝগড়া করল আমার সঙ্গে। বলল, আমাকে মানুষ করতে যা খরচ হয়েছে এরপর জমি কিংবা পুকুরের ওপর আমার নাকি কোনও দাবি নেই। আমি আজ দাদার আসল চেহারা দেখলাম উশ্রী, বউদিরও আসল চেহারা দেখলাম।—বলতে বলতে হেমন্তর গলা ধরে এসেছিল। উশ্রী তাকে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে বলেছিল,—বাড়িটা কিনবে যখন ঠিকই করেছ, ভাড়া বাড়িতে আর থাকবে না যখন ঠিকই করেছ, তখন বাকি টাকাটা তুমি অফিস থেকে লোন নাও।

তাই করেছিল হেমন্ত। নিজের জমানো ছ'লাখ। আর ব্যাঙ্ক-লোন ৪ লাখ। মোট দশ লাখ টাকায় বাগবাজার এলাকায় এই বাড়িটা কিনেছিল। এছাড়াও ছোটখাটো কিছু খরচ,—যেমন রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি ছিল। সেগুলোও সামলে ছিল হেমন্ত। ছিমছাম একতলা বাড়িটাতে দুজনে সংসার পেতেছিল। উশ্রীর নিপুণ হাতে, সাজানো সংসার। সুখ ছিল, সচ্ছলতা ছিল সেই সংসারে। শুধু একটা

BanglaBook.org

বড় অভাব ছিল। বছর তিন বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও উশ্রী মা হতে পারল না। সব থেকে বড় কথা হল, হেমন্তর যেন সেই ব্যাপারে তেমন কোনও অভাববোধ নেই। সংসারে একটা সন্তান থাকলে যে, সংসারটা পরিপূর্ণভাবে সুখের হয় এই বোধ যেন হেমন্তর মনে কাজই করে না। সে উশ্রীকে ভালোবাসে ঠিকই। কিন্তু সে আরও বেশি ভালোবাসে যেন তার চাকরিকে আর বইকে। যত রাজ্যের পত্র-পত্রিকা কিনে আনে হেমন্ত। অধিকাংশ পত্রিকাতেই থাকে শুধু কবিতা আর কবিতা। হেমন্ত রাত জেগে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে সেইসব কবিতা পড়ে যায়। একজন কবির নাম উশ্রী প্রায়ই হেমন্তর মুখে শুনত। তার নাম হল, ভার্জিনিয়া দত্ত। বিচিত্র নাম? কোনও বাঙালি মেয়ের নাম আবার ভার্জিনিয়া হয় নাকি? তার কবিতার প্রেমে হেমন্ত যেন পাগল। প্রায় বলত উশ্রীকে—ওহ্ মেয়েটা কবিতা লেখে কী অপূর্ব! অনেকদিন পর কোনও মেয়েকে আমি এত ভাল কবিতা লিখতে দেখছি। মনে মনে উশ্রী খুব হিংসা করত সেই মহিলা কবিকে। কে এই ভার্জিনিয়া দত্ত যে তার স্বামীর মনোযোগ এইভাবে আকর্ষণ করছে? মাঝে মাঝে মনে হত পত্রিকাগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। রাত জেগে হেমন্ত পত্রিকা থেকে খুঁজে খুঁজে ভার্জিনিয়ার কবিতা পড়ত আর নিজের মনেই বলে উঠত—চমৎকার। চমৎকার!

—মেয়েটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?—উশ্রী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল।

—নাহ। ওর ঠিকানাও পাচ্ছি না। ফোন নাম্বারও পাচ্ছি না। যদি আলাপ হয় ওকে একদিন বাড়িতে ডাকব। নিজের গলায় ও

BanglaBook.org

কবিতা পড়বে। আমি টেপ করে রাখব। তুমি কফি করবে। একটু স্ন্যাকস্ কিছু বানাবে। ভাল হবে না উশ্রী?

—হ্যাঁ। ভালো হবে...।

কিন্তু সেসব আর হল কোথায়? হঠাৎ হেমন্ত আর উশ্রীর ভাগ্যের চাকা যেন অন্যদিকে ঘুরে গেল। হেমন্তর শরীর খারাপ শুরু হল। যা খায় হজম হয় না। পেটে প্রবল যন্ত্রণা হয়। বিশেষত কিছু খাবার পর যন্ত্রণাটা শুরু হয়। এমন যন্ত্রণা যেন কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে হয় হেমন্তকে। স্থানীয় ডাক্তারকে দেখাল। ডাক্তার বললেন গ্যাস আর অম্বলের সমস্যা হচ্ছে সম্ভবত। কিছু ওষুধ দিলেন। সেই ওষুধ খেয়ে সাময়িক ব্যথা থেকে একটু যেন উপশম হল হেমন্তর। কিন্তু দু-সপ্তাহ পরে ঘটল মহা বিপর্যয়।

সেদিন বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া করে অফিসে গিয়ে কাজ করছিল হেমন্ত। টিফিন-পিরিয়ডে টিফিন করতে বসল সে। উশ্রী সেদিন টিফিনটা একটু গুরুপাকই দিয়েছিল। পরোটা আর চিকেনের তরকারি। সেসব খাওয়ার পর সে আবার কাজে মন দিয়েছে হঠাৎ পেটে অনুভব করল বিষম যন্ত্রণা। পেটের ভেতরটা যেন কে ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কাটছে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারল না হেমন্ত। সংজ্ঞা হারাল। চেয়ারে তাকে এলিয়ে পড়তে দেখে সহকর্মীরা হই হই করে ছুটে এল।

অফিস থেকে সংজ্ঞাহীন হেমন্তকে নিয়ে যাওয়া হল এক নামি প্রাইভেট হাসপাতালে। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার যথেষ্ট দায়িত্ববান। বাড়িতে উশ্রীর জন্যে গাড়ি পাঠালেন। উশ্রী আলুথালু অবস্থায়, হন্তদন্ত হয়ে

BanglaBook.org

হাসপাতালে এল। হেমন্তকে আই. সি. ইউ-তে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। উশ্রীকে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে দেওয়া হল স্বামীর সঙ্গে। হেমন্তর তখন জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু মুখ কীরকম ফ্যাকাশে মনে হল উশ্রীর। হেমন্ত বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

উশ্রী আকুলভাবে জিগ্যেস করল—কী হয়েছে গো তোমার? এখন কী কষ্ট হচ্ছে?

হেমন্ত মিনমিনে স্বরে বলল—খুব পেট ব্যথা করছিল। এখন আর করছে না। ওরা পেইন কিলার দিয়েছে। আজকের রাতটা আমাকে বোধহয় এখানেই থাকতে হবে। কাল সকালে স্টমাকের কয়েকটা পরীক্ষা করবে ওরা। তুমি একা বাড়িতে থাকতে পারবে তো উশ্রী? ভয় করবে না?

উশ্রী বলল—আমি বাড়ি যাব না। আমি আজ এই হাসপাতালেই রাত কাটাব। আমার কীরকম...

হেমন্ত উশ্রীর হাত চেপে ধরে বলেছিল—আমি ভালো হয়ে যাবো তো উশ্রী?

—নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। আমি আজ সারারাত ঠাকুরকে ডাকব...।

BanglaBook.org

‘একজনের কবিতা পড়লে আমি রোগের যন্ত্রণাও ভুলে যাই’

কিন্তু উশ্রীর ঠাকুর তার প্রার্থনা আর তেমন শুনলেন কোথায়? ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ল হেমন্তর লিভারে টিউমার। সেটা ম্যালিগন্যান্ট কী না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে বায়োপসি। টিউমারটা ম্যালিগন্যান্টই। আর সেটা জানার পর থেকেই হেমন্তর আত্মবিশ্বাস যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যেন দ্রুত অবনতি হতে লাগল তার স্বাস্থ্যের। অফিস যাওয়া বন্ধ। ছুটি নিতে হল। শুরু হল কেমোথেরাপি। চিকিৎসার জন্যে হেমন্তর জমানো টাকায় হাত পড়ল। দেখা গেল, বাড়ি কেনার পর তার সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব বেশি নয়। দেড় লাখ। উশ্রী তখন টাকার চিন্তা করছে না। যে করে হোক, হেমন্তকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একজন অভিজ্ঞ অঙ্কোলজিস্ট উশ্রীকে একদিন বলেছিলেন—দেখুন, আমাদের চেষ্টা হচ্ছে একটাই। ক্যানসার যেন লিভার থেকে আশেপাশে ছড়িয়ে না পড়ে। একবার যদি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন রোগ আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে। আর রোগীকেও বাঁচানো শক্ত হবে।

—ডক্টর আপনি টাকার জন্যে ভাববেন না। আপনারা চেষ্টা করুন। ওকে যেভাবে হোক, বাঁচিয়ে রাখুন।

—আমরা চেষ্টা করছি।

হেমন্তর ছুটি ফুরিয়ে আসছে। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কমে আসছে। উশ্রী

BanglaBook.org

বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। তার বৃদ্ধ বাবা তাকে মাসে এক হাজার করে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু সে তো সিন্ধুতে বিন্দু! হেমন্তর ৭ দিনের ওষুধের দামই হাজার টাকা। লজ্জার মাথা খেয়ে উশ্রী বাড়ির কাজের মেয়ের হাতে হেমন্তর ভার দিয়ে আরামবাগ ছুটল। সব খুলে বলল হেমন্তর দাদা-বউদিকে। ওঁরা একেবারে অমানুষ নয়। প্রথমটায় চমক খেলেন। তারপর সত্যিই দুঃখিত হলেন। তিনদিন পর হেমন্তর দাদা উশ্রীর হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দিয়ে গেলেন। বললেন যে এর বেশি আপাতত তাঁর কিছু করার সাধ্য নেই। কিন্তু সেটাও তো সিন্ধুতে বিন্দু।

প্রায় ৮ মাস হেমন্ত ছুটিতে। একদিন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার উশ্রীকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। ঠিক ডেকে পাঠালেন না। যথেষ্ঠ ভদ্রতা করলেন। ব্যাঙ্কের গাড়ি হেমন্তর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। উশ্রীর সঙ্গে নাকি জরুরি আলোচনা আছে। আবার কাজের মেয়ের হাতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে হেমন্তর দায়িত্ব দিয়ে উশ্রী গেল সেই গাড়িতে।

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার খুবই ভদ্র, সজ্জন মানুষ। উশ্রীকে খাতির করলেন। চা এল।

ম্যানেজার জিগ্যেস করলেন—হেমন্তবাবু এখন কেমন আছেন? উশ্রী বিষণ্ন গলায় বলল—কী বলি বলুন তো?

—আচ্ছা উনি কি এখন হাঁটা-চলা করতে পারছেন?

—অফিস যাতায়াত করতে পারবেন না...।

—ওহ্ মাই গড!—ম্যানেজার গভীরভাবে কিছু ভাবতে লাগলেন।

BanglaBook.org

—উনি জয়েন না করতে পারলে ওঁর চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে?

—দেখুন—ওঁর মেডিক্যাল লিভ শেষ। আট মাস হয়ে গেছে। এখন উনি ছুটিতে থাকতে পারবেন। চাকরি যাবে না। কিন্তু পুরো মাইনে পাবেন না।

—পুরো মাইনে পাবেন না?

—নাহ্, ওয়ান-থার্ড অব দ্য স্যালারি পাবেন। তার ওপর ওঁর হোম-লোন কাটা হয় প্রতি মাসে। তাতে স্যালারি আরও কমে যাবে। এভাবে ছ'মাস চলবে। ছ'মাস বাদে উনি উইদাউট পে হয়ে যাবেন...।

—একী বলছেন? তাহলে আমরা খাব কী? ওকে বাঁচাব কী ভাবে?

—দেখুন আমি হেল্পলেস। আমরা যতটা পারা যায় সুযোগ ওঁকে দিয়েছি। বোর্ড মিটিং-এও হেমন্তবাবুর ব্যাপারটা আলোচনা হয়েছে। বোর্ডের মত হল—ম্যানেজার থামলেন।

—কী বোর্ডের মত?—উশ্রী ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করল।

—বোর্ডের মত হল, হেমন্তবাবু ভলানটারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিতে পারেন। তাতে বেনিফিটগুলো তো পাবেনই। আমাদের ন্যাশানালাইজড্ ব্যাঙ্ক বলে একটা পেনশানও পাবেন।

—একেবারে রিটায়ারমেন্ট? যদি ও ভালো হয়ে যায়?

—সেটা আপনার—আপনাদের ডিসিশন...।

বিরস মুখে উশ্রী চলে এসেছিল। নতুন করে কয়েকটা টেস্ট হয়েছে হেমন্তর। আবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গেল সে।

BanglaBook.org

ডাক্তার উশ্রীকে যা শোনালেন তাতে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ডাক্তার যা ভয় করেছিলেন তাই। হেমন্তর ক্যানসার ব্যাধি শুধুমাত্র তার যকৃতে সীমাবদ্ধ নেই আর, ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে অন্ত্রের আশেপাশে। হয়তো কিডনি দুটোকেও আক্রমণ করবে খুব তাড়াতাড়ি।

—তাহলে এখন উপায় ডঃ?

—উপায়?—অভিজ্ঞ ডাক্তার তাঁর চিবুকের ফরাসি ছাঁদ দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন।

—হেমন্তকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আমি অসহায় হয়ে পড়ব ডক্টর। আমার কথাটা একবার ভাবুন...

—সেটা ভাবছি উশ্রী দেবী। ভাবিও। সত্যি এরকম দুর্ভাগ্য কারোর হয়? যা শুনেছি আপনার মুখে।...কত সুখের সংসার ছিল আপনাদের? আপনার স্বামী চাকরিটাও ভালো করতেন। কিন্তু এই মারণ-ব্যাধি আপনাদের সংসারকে যেন তছনছ করে দিল। সত্যিই আপনার খুব বিপদ উশ্রীদেবী?

—বিপদের পর বিপদের সামনে পড়তে পড়তে আমার মনটাও যেন এখন কিরকম পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেছে ডক্টর। চট করে আর ভেঙে পড়ি না। ভেঙে পড়েই বা কী হবে? খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় পেয়ে বা ভেঙে পড়েই বা কী লাভ? বরং আপনি আমাকে সাজেস্ট করুন ডঃ কী করলে আমি আমার স্বামীকে আরও কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারব?

—উশ্রীদেবী একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব?

—করুন?

BanglaBook.org

—আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন কেমন?

—ভাল নয়। একটা পুরোনো বাড়ি কিনে সেটাকে নতুন করে সংস্কার করতে আমার স্বামী নিজের জমানো টাকা প্রায় সবই খরচ করে ফেলেছিলেন। তার ওপর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছিলেন। সেই লোন প্রতি মাসের মাইনে থেকে কাটছে। গতকাল ওদের ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ম্যানেজার বললেন ওর মেডিক্যাল লিভ প্রায় শেষ। এরপর উইদাউট পে হয়ে যেতে হবে। আমি কীভাবে ওর চিকিৎসার খরচ চালাব বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু উশ্রীদেবী হেমন্তবাবুকে যদি আরও বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে কলকাতায় ওঁর চিকিৎসা সম্ভব নয়। ওঁকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।

—ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটাল? সেখানে তো শুনেছি চিকিৎসার অনেক খরচ?

—ওখানকার চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রায় বিদেশের মতন। ওখানে ঠিকমতন ট্রিটমেন্ট হলে হেমন্তবাবু কয়েক বছর বেঁচে যেতে পারেন।

—কিন্তু সে তো অনেক খরচের ব্যাপার?

—হাতে দশ লাখ টাকা নিয়ে আপনাকে এগোতে হবে।

—দশ লাখ?—উশ্রী আঁতকে উঠেছিল।—অত টাকা কোথায় পাবো?

—ওঁর ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাবেন না?

—একটা লোন এখনও শোধ হয়নি। আবার কি অত টাকা লোন দেবে?

BanglaBook.org

—তা বটে?...দেখুন কী করবেন। আমি আমার সাজেশানস দিলাম। আচ্ছা বেস্ট অব লাক।

স্পষ্টতই চলে যাওয়ার ইঙ্গিত। চিন্তাক্লিষ্ট মনে উশ্রী বাড়ি ফিরেছিল। উশ্রী ফিরলে কাজের মেয়ে বাড়ি চলে গেল। হেমন্তকে যাহোক কিছু খাইয়ে দিল উশ্রী। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল হেমন্ত। তার শরীরের ওজন যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। মাথার চুল উঠে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কী বিশ্রি দেখতে হয়ে গেছে হেমন্তকে। যেন একটা কঙ্কাল। তার গায়ে পাতলা চাদর ঢাকা দিয়ে উশ্রী চলে আসছিল, শীর্ণ হাতে হেমন্ত স্ত্রীর হাত পেঁচিয়ে ধরল। কী খসখসে স্পর্শ হেমন্তর!

উশ্রী বলল—কিছু বলবে?

—তোমাকে খুব চিন্তিত লাগছে উশ্রী। কী হয়েছে আমাকে খুলে বল। আমাদের ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম।

—কী বললেন উনি?

—তোমার অসুখের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।—উশ্রী সত্যি কথাগুলো চেপে গেল।

—ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম।

—উনি কী বলছেন?

—উনি বলছেন তোমাকে ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে নিয়ে যেতে। তাহলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে?

—সে তো অনেক দূর।...বোম্বে?...অনেক খরচ?

BanglaBook.org

—হ্যাঁগো আমার যা গয়না আছে সেগুলো বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে?

—আমি তো তোমাকে কোনও গয়না দিইনি উশ্রী। বিয়ের সময় তোমার মা-বাবা তোমাকে যা দিয়েছেন...কত ভরি জানো?

—সাত-আট ভরি হতে পারে।

—তা বিক্রি করলে আর কত পাবে? দেড় লাখ টাকার মতন।

—মাত্র? আমাদের তো অনেক টাকার দরকার গো?

—ডাক্তার কত বলেছে?

—প্রায় দশ লাখ।

হেমন্ত পাশ ফিরে শুয়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—যদি কম টাকাও হত, তাহলেও আমাকে সারিয়ে তোলার জন্যে তোমার গয়না আমি বিক্রি করতে দিতাম না। কিছুতেই না। উশ্রী কাঁদছিল। নীরবে। হেমন্ত এপাশ ফিরে আবার স্ত্রীর একটা হাত ধরল। আবার সেই বিশ্রি, খসখসে অনুভূতি উশ্রীর।

হেমন্ত বলল—আমাকে তুমি বাঁচাতে পারবে না উশ্রী। মৃত্যু এসে আজকাল আমার শিয়রে বসে থাকে। অপেক্ষা করে। আমি বুঝতে পারি।

উশ্রী বলল—আমি সর্বশক্তি দিয়ে সেই মৃত্যুকে বাধা দেব। সে এত তাড়াতাড়ি তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। হেমন্ত ম্লান হাসল। তারপর বলল—বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা পত্রিকা দাও তো? আমি একটু কবিতা পড়ব। পড়তে পড়তে ঘুম এসে যাবে...

—কার কবিতা পড়বে?

BanglaBook.org

—আমি তো একজনের কবিতাই পড়ি। একজনের কবিতা পড়লে আমি রোগের যন্ত্রণাও ভুলে যাই।

—সেই ভার্জিনিয়া দত্ত?

—ভার্জিনিয়া দত্ত।

উশ্রী একটা পত্রিকা হেমন্তর হাতে দেয়। হেমন্ত পড়তে শুরু করে। উশ্রী পাশের ঘরে চলে আসে। বাইরে নিস্তব্ধ রাত্রি। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে নানা ধরনের আওয়াজ ভেসে আসছে। সবাই যে যার মতন বেঁচে আছে। ছোটখাটো সুখ নিয়ে। ভালোলাগা নিয়ে। শুধু উশ্রীর জীবনে সুখ নেই। ভালো লাগার মুহূর্তগুলি হারিয়ে গেছে। মাত্র ৩২ বছরের জীবন তার। কত সাধ ছিল। কত স্বপ্ন ছিল। সব হেমন্তকে নিয়ে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই এক গভীর চোরাবালিতে ডুবতে বসেছে। কিন্তু তবুও উশ্রী মনোবল হারাতে চায় না। তার যে এত মনের জোর সে যেন নিজেই জানত না। যে-কোনও উপায়ে যদি দশ লাখ টাকা জোগাড় করে হেমন্তকে নিয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে যেতে পারে তাহলে শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে তা। হঠাৎ উশ্রীর সেই কোন এক মুখপুড়ি কবি ভার্জিনিয়া দত্তের ওপর খুব রাগ হল। হেমন্তর সব মন পড়ে আছে ওই ছুঁড়ির কবিতার ওপর। সে যে এত করছে, এত ভাবছে, তার জন্যে কি হেমন্ত রোগশয্যায় শুয়েও দুটো সহানুভূতির কথা তাকে বলতে পারে না?

BanglaBook.org

'আমার যখন সব গেছে, আমি তখন সবকিছুরই শেষ দেখতে চাই।'

যখন মন-খারাপ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটছে দিনগুলো, কীভাবে হেমন্তকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এই ভাবনাতেই উশ্রীর মন উথালপাথাল; তখন একদিন সকালে খবরের কাগজের ভাঁজে এক ফালি ছাপানো বিজ্ঞাপন দেখে উশ্রী বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। একখণ্ড পাতলা হলুদ কাগজে এই ধরনের আবেদন ঃ 'আপনি কি গৃহবধূ? কিছু উপায় করতে চান? আপনার মনের মতো কাজ খুঁজে নিতে ও কাজের বিনিময়ে আয় করতে ইচ্ছুক থাকলে যোগাযোগ করুন ঃ...'। এরপর কাগজটিতে কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই। শুধু দুটো মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। উশ্রী কাগজটা বারবার পড়ছিল। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল। কী ধরনের চাকরি হতে পারে? তার কোনও ইঙ্গিত কিংবা বিবরণ দেওয়া নেই। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ভদ্র গৃহবধূদের কথা ভেবেই আহ্বান জানানো হয়েছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এবং সকালের খবরের কাগজের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন পাঠানো মানে ধরেই নেওয়া হয়েছে— বাড়ির গৃহবধূদের নজরে তা আসবে।

উশ্রী বিজ্ঞাপনের কাগজটা এ-ঘরের টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিল। খবরের কাগজ আর চা নিয়ে ঢুকল হেমন্তর ঘরে। হেমন্তর ঘর? হ্যাঁ তাই। হেমন্ত এখন একা একটা ঘরে সিঙ্গল খাটে সারাদিন কাটায়। দুজনের জন্যে তাদের যে খাট তা ভেতরের ঘরে।

BanglaBook.org

এবং সেখানে রাতে উশ্রীকে একাই শুতে হয়। যবে থেকে কেমোথেরাপি শুরু হয়েছিল হেমন্তর, সে নিজেই এই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অনেক কান্নাকাটি করেছিল উশ্রী। বলেছিল—এ হয় না, এ হয় না। আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী। অসুস্থ তোমার পাশে আমি শোব না তো কে শোবে?

হেমন্ত তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছিল—আমি নিজেই তোমাকে আমার পাশে শুতে দেব না। ক্যানসার ছোঁয়াচে রোগ নয় আমি জানি। কিন্তু আমার শরীরে এখন বৈদ্যুতিক 'রে' দেওয়া হয় উশ্রী। তার একটা প্রতিক্রিয়া হয়তো আছে। আমি চাই না তোমার শরীরে তার কোনও প্রভাব পড়ুক।

—কিন্তু তোমাকে যদি রাতে বাথরুমে যেতে হয় তাহলে তুমি অন্ধকারে এত অসুস্থ শরীরে কীভাবে একা একা...

—সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে চেঁচিয়ে ডাকব, তুমি এসে ঘরের আলো জ্বেলে আমাকে সাহায্য করবে...।

সেভাবেই চলছে। হেমন্ত কোনদিন নিজেকে অসুবিধেয় ফেলেনি। উশ্রীকেও অসুবিধেয় ফেলেনি। এত সহ্যশক্তি, এত আত্মসম্মানবোধ ওর।

চা আর খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকে উশ্রী দেখল হেমন্ত একটা পত্রিকা চোখের সামনে ধরে আছে। আচ্ছা ও কি পড়ায় ডুবে থাকতে চায় নিজের রোগযন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্যে? বিছানার পাশে সেন্টার-টেবিলে চায়ের কাপ ও খবরের কাগজ রাখল উশ্রী। ও জানে, হেমন্তর শরীরের অবস্থা এখন এমনই যে, বাড়ির মধ্যে কয়েক পা পায়চারি করাও ওর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু

BanglaBook.org

তবুও হেমন্তর এমনই মনের জোর যে ও এখনও পুরোপুরি পরমুখাপেক্ষি হয়ে ওঠেনি। সকাল হলেই ঘুম থেকে উঠে উশ্রীর সাহায্য ছাড়াই দাঁত মাজা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার কাজটা নিজেই করে নেয়।

—কী পড়ছ গো? কবিতা?—উশ্রী জিগ্যেস করে।

হেমন্ত পত্রিকাটা মুড়ে একপাশে রাখে। তারপর নিজের দুই কনুইয়ের ওপর ঈষৎ ভর দিয়ে উঠে বসে। উশ্রী তাড়াতাড়ি দুটো বালিশ উঁচু করে দেয়। হেমন্ত বালিশে হেলান দিয়ে বসে স্বস্তি পায়।

—হ্যাঁ। কবিতাই পড়ছিলাম। এইসময় কেন জানি না, গল্প-উপন্যাস নয়, শুধু কবিতা পড়তেই ভালো লাগে।

—কার কবিতা? সেই ভার্জিনিয়া দত্তের?

হেমন্তর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠে। সে ঘাড় নেড়ে বলে ঠিক ধরেছ।

—ওই একটা মেয়ের কবিতা ছাড়া আর কারোর কবিতা তোমার ভাল্লাগে না?

—কিন্তু মেয়েটা কত সুন্দর কবিতা লেখে তুমি ভাবতে পারবে না।

একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছে। শুনবে?

—তোমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ দাও। চায়ের কাপ-প্লেট আমার হাতে তুলে দাও।

উশ্রী তাই করে। প্লেটে দুটো বিস্কুটও আছে। হেমন্ত একটা বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে কামড় দেয়। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে আরামের

BanglaBook.org

'আহ্' শব্দ করে। বিস্কুট একটাই খায়। উশ্রী জোর করে না। ঘন ঘন চুমুক দিয়ে চা শেষ করে ফেলে হেমন্ত। তারপর চায়ের কাপ-প্লেট উশ্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে পত্রিকাটা তুলে নিয়ে ব্যাকুল চোখে তাকায়—শুনবে ভার্জিনিয়ার একটা ছোট কবিতা?

উশ্রীর পায়ের আঙুলে যেন বিছের কামড়। তার সারা শরীর হিংসার বিষে জ্বলে ওঠে। তবুও তার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কটু কথা বলে সে অসুস্থ হেমন্তর মনে আঘাত দিতে চায় না।

—পড়...। শুনি।—চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উশ্রী।

হেমন্ত পড়তে থাকে। দুর্বল স্বরে। কিন্তু কাঁপা কাঁপা আবেগে।

প্রতিদিন একটি একটি করে গাছ চিনে নিই,
প্রতিদিন একটি একটি করে মানুষ,
মানুষকে গাছ বলে ভাবা কিছু ভুল হবে?
গাছের মতোই তার মূল জীবনের অনেক গভীরে
নেমে যায়;
মানুষ থাকে না, তার ধুলো, পাতা
জমে থাকে উঠোনের কোণে...

BanglaBook.org

পত্রিকাটা বন্ধ করে বিছানায় রেখে দিল হেমন্ত। তারপর ম্লান হেসে স্ত্রীকে জিগ্যেস করল—কেমন লাগল কবিতাটা?

—ভালো।

—কত বয়স আমি জানি না মেয়েটির। কোথায় থাকে তাও জানি না। তবে মনে হয় না খুব বেশি বয়স। সে যাই হোক, জীবন সম্বন্ধে কী গভীর বোধ বল তো?...মানুষ থাকে না, তার ধুলো, পাতা জমে থাকে উঠোনের কোণে...এই লাইনটা পড়লেই আমার বুকটা কীরকম কেঁপে ওঠে উশ্রী। আমার মনে হয় আমিও তো বেশিদিন থাকব না, তখন আমার ব্যবহার করা এই বইগুলো থাকবে, পত্রিকাগুলো থাকবে, হয়তো আলনায় আমার জামা-প্যান্ট থাকবে, পাঞ্জাবিটা থাকবে...

—ওগো চুপ করো...চুপ করো...উশ্রী হঠাৎ অবরুদ্ধ কান্নায় কেঁপে ওঠে। হেমন্তর দুই শীর্ণ হাত জড়িয়ে ধরে। কান্নাভেজা গলায় বলতে থাকে—আমি চাই না, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই না তোমার মুখে। আমি লড়াই চালিয়ে যাব। মৃত্যুকে ছুঁতে দেব না তোমায়। তোমায় দুই হাত দিয়ে আগলে রাখব আমি। ওসব কথা বলে তুমি আমাকে দুর্বল করে দিয়ো না।...

কাজের মেয়েটিকে বেশ পেয়েছে উশ্রী। তাকে ৫০০ টাকা মাইনে দেয়। খেতে দেয় দু-বেলা। বড় গরিব মেয়ে। স্বামী রিকশ চালায়। ওদের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু উশ্রীর মতন এই মেয়েটিও এখনও মা হতে পারেনি। সে কারণেই বোধহয় উশ্রীর সঙ্গে তার মনের মিল। উশ্রীর কথা খুব শোনে সে। দিনরাত এই বাড়িতেই পড়ে থাকে। কাজ করে, টিভি দ্যাখে। সন্ধে হলে নিজের খাবারটা নিয়ে বাড়ি যায়। সেদিন উশ্রী মেয়েটিকে বলল, সে দুপুরবেলা একটু বের হবে। দাদাবাবুর দিকে তাকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মেয়েটির নাম সর্বানী। সে বলল, আচ্ছা। উশ্রী না বাড়ি

BanglaBook.org

ফেরা পর্যন্ত সে থাকবে, দাদাবাবুকে চা, জলখাবার করে দেবে। যে ওষুধগুলো উশ্রী দেখিয়ে দিয়ে যাবে, সেই ওষুধগুলো সর্বানী হেমন্তর হাতে সময়মতো তুলে দেবে।

এখন হেমন্তর ব্যাঙ্কের পাশ-বুক তো উশ্রীর কাছেই থাকে। আজ সকালেই তাতে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দেখে সে চমকে উঠেছে। ২০০০০। কতদিন চলবে এই টাকায়? তারপর কী হবে? ম্যানেজারের হুমকির কথা মনে পড়ল ঃ হেমন্তবাবুকে চাকরিতে থাকতে হলে 'লিভ উইদাউট পে' হয়ে যেতে হবে। আর না হলে একটাই রাস্তা পড়ে আছে। স্বেচ্ছা-অবসর। সেটা হলে তো হেমন্ত মানসিকভাবে আরও ভেঙে পড়বে। আর তার প্রভাব পড়বে তার শরীরেও। এরকম ভাবতে ভাবতেই উশ্রীর সকালবেলার সংবাদপত্রের সঙ্গে পাওয়া সেই বিজ্ঞাপনের কাগজটার কথা মনে পড়েছিল।...'আপনি কি গৃহবধূ?...আপনি কি কিছু আয় করতে চান?...' দুটো মোবাইল নম্বর দেওয়া ছিল। উশ্রী কাগজটা হাতে নিয়েছিল। হেমন্তর ঘরে উঁকি দিয়েছিল। হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকাল এরকম হয়। বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ হেমন্ত খবরের কাগজ বা পত্রিকা পড়তে পড়তে কখন বিছানায় ঘুমে এলিয়ে যায়। অধিকাংশ সময়েই সে ঘুমিয়ে থাকে। এটা কি ভারি ভারি ওষুধের এফেক্ট? নাকি রোগ ক্রমশ...। কিছুই বুঝতে পারে না উশ্রী। এক অজানা ভয়ে তার বুকটা শুধু ধক্ করে ওঠে। রান্নাঘরে সর্বানী রান্না চাপিয়েছে। আজকাল মেয়েটা রান্নাও করে।

কাগজটা নিয়ে উশ্রী ছাতে চলে এসেছিল। তীব্র রোদ। একদিকে দেয়ালের ছায়া। সেই ছায়ায় সে দুটো নম্বরের প্রথমটিতে ফোন

BanglaBook.org

করল নিজের মোবাইল থেকে। ওপ্রান্তে স্পষ্ট ডায়ালটোন। কিন্তু কেউ ধরছে না। বেজে বেজে থেমে গেল। উশ্রীর ফোনের পর্দায় উঠল—No Answer। তাহলে কি দ্বিতীয় নম্বরে করবে? হ্যাঁ তাই করতে হবে। কেমন জেদ চেপে গেছে উশ্রীর। পুরো বিজ্ঞাপনটাই কি ধোঁকা নাকি? এবার দ্বিতীয় নম্বরে ডায়াল করল। ও-প্রান্তে ফোন বাজছে। কী একটা ইংরেজি গান হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ গান থেমে গেল। মেয়েলী স্বরে জিজ্ঞাসা—হ্যালো?

—আপনি কে বলছেন?—উশ্রী জিগ্যেস করল।

—আপনি কে বলছেন?

—আপনারা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। নিউজপেপারের সঙ্গে বাড়িতে এসেছে। সেই ব্যাপারে—

—ধরুন—। রুক্ষ স্বর ও প্রান্তের মহিলার।

—হ্যালো কে বলছেন?—ভারি পুরুষ-কণ্ঠ।

—আমার নাম উশ্রী সরকার। আপনারা একটা বিজ্ঞাপন...

—আপনি কাজ করতে ইচ্ছুক?

—হ্যাঁ।...কিন্তু কী ধরনের কাজ, অফিস কোথায়...

—সব জানতে পারবেন আপনি যদি আমাদের অফিসে চলে আসেন।

—আপনাদের অফিস কোথায়?

—প্যারাডাইস সিনেমা চেনেন?

—প্যারাডাইস...ধর্মতলার মোড়ে?

—এগজ্যাক্টলি। আপনি ওই সিনেমার সামনে ঠিক বেলা ২টোর সময় এসে দাঁড়ান। এই নাম্বারে একটা 'কল' দিন। আমিই ধরব।

BanglaBook.org

আমিই ওই অফিসের এম. ডি.।

—ও আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার। বাকি কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। আপনি কল করলে আমি হ্যালো বলব। আপনি আমাকে জানাবেন আপনি কী রং-এর পোশাক পরে আছেন। যদি শাড়ি পরে থাকেন তার রং আর যদি সালোয়ার-কামিজ পরে থাকেন, তাহলে কামিজের রং...

—কেন বলুন তো? এরকমভাবে...

—শুনুন। শুনে নিন।—ভারি কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল উশ্রীকে,—আমাদের লোক আপনাকে আইডেনটিফাই করে আমাদের অফিসে নিয়ে আসবে। যেখানে আপনার ইন্টারভিউ হবে। ও. কে.?—মোবাইল ও প্রান্ত থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল।

উশ্রী ছাদে দাঁড়িয়েই ভেবেছিল অনেকক্ষণ। কীরকম যেন অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা। যাবে কি সে? হ্যাঁ যাবে। যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়। অন্তত ৫০০০ টাকা মাইনের চাকরি। তাই বা খারাপ কী? পায়ের তলায় এক-ফালি মাটি।

টালিগঞ্জ স্টেশন থেকে মেট্রো ট্রেনে উঠেছিল উশ্রী। গন্তব্য ধর্মতলা। সেখানে পৌঁছে স্টেশনের যে গেট দিয়ে বের হল সেটা প্যারাডাইস সিনেমার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক। ফলে আবার রাস্তা পার হতে হবে উশ্রীকে। মেট্রো সিনেমার ফুটপাতে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে কোণাকুনি রাস্তা পার হয়ে কে সি দাস এর মিষ্টির দোকান, আয়কর ভবন ইত্যাদি ফেলে তারপর প্যারাডাইস সিনেমা। গাড়ির পর গাড়ি চলছে। সিগন্যাল সবুজ। রাস্তা পার

BanglaBook.org

হবার কোনও উপায় নেই। উশ্রী ফুটপাতের ভিড়ের মধ্যে একপাশে সরে দাঁড়াতে চাইল। হঠাৎ তীব্র এক খোঁচা কোমরের কাছে। মনে হল তার বুকে কে যেন হাত রাখল। রাগে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল উশ্রী। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। দেখল বেশ দূরে ভিড়ের মধ্যে বেশ লম্বা এবং রোগা, টাকামাথা একজন বয়স্ক লোক উশ্রীর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। একবার যেন চোখও টিপল। ঘৃণায় গা রী রী করে উঠল উশ্রীর। সে চোখ ফিরিয়ে নিল। এবং সেই মুহূর্তে রাস্তার সিগন্যালের রং লাল। গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার ফাঁক দিয়ে লোকজন রাস্তা পারাপার করছে। উশ্রীও নেমে পড়ল রাস্তায়। ওপারের ফুটপাতে উঠল। কে. সি. দাস. আয়কর ভবন পার হয়ে ওই তো প্যারাডাইস সিনেমা হল। মানুষের জটলা সেখানে। একটু পরেই সিনেমা শুরু হবে। কবজি-ঘড়ির দিকে তাকাল উশ্রী। ঠিক আড়াইটে। একেবারে ঠিক সময়ে সে পৌঁছতে পেরেছে। মাথার ওপর গনগন করছে রোদ। জুলাই মাস। বর্ষা নামার কথা। কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। খুব ঘামছে উশ্রী। আজ একটু সেজেছে সে। একটা মেরুন জর্জেট শাড়ি পরেছে। হালকা-সাদা ব্লাউজ। কপালে গোল মেরুন টিপ। ঠোঁটদুটিতে একটু পুরু লিপস্টিক। গলায় একটা লকেট। যদিও সেটা নকল। কিন্তু দেখলে মনে হবে সোনারই। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ-হাতে সোনার সরু চেন। উশ্রী জানে তার শরীরের গড়ন যথেষ্ট আকর্ষণীয় পুরুষের চোখে। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সে বেশ খানিকটা লম্বা। তার ওপর তার পায়ে হাই-হিল জুতো। আশপাশ থেকে অনেক চোরা চাহনি তার শরীরে বিঁধছে। উশ্রীর মনে পড়ে গেল। এইখানে এসেই

BanglaBook.org

দ্বিতীয় মোবাইল নম্বরে ফোন করতে হবে সেই লোকটাকে। তারপর...। উশ্রী কাঁধের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বিজ্ঞাপনের কাগজটা বের করল। তারপর তার মোবাইল ফোন থেকে ডায়াল করল সেই নম্বরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর।

—হ্যালো?—সেই ভারি পুরুষ-কণ্ঠ।

—আমি প্যারাডাইস সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

—শাড়ি? না সালোয়ার কামিজ?

—শাড়ি।

—কী রং?

—মেরুন।

—দাঁড়িয়ে থাকুন। আমাদের লোক যাচ্ছে।

এক মিনিট...দু-মিনিট...তিন মিনিট...চার মিনিট...পাঁচ মিনিট...। ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় একজন রোগা লোক, মাঝবয়সি, মুখে বসন্তের দাগ, পরনে মলিন পাজামা-পাঞ্জাবি;—এসে বলল—আমার সঙ্গে আসুন—।

উশ্রীর বুকটা অকারণে ধক্ করে উঠল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই যেন কীরকম একটা রহস্যময়তা আছে। কীরকম একটা লুকোচুরি ব্যাপার। লোকটা হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। উশ্রী তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল। সিনেমার পেছনে যে এত সরু সরু গলি আছে তা কীভাবে জানবে উশ্রী? তার মনে হচ্ছিল সে একটা গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আবার চিনে চিনে ঠিক বেরিয়ে আসতে পারবে তো? এইখানে কোনও একটা অফিসে তাকে চাকরি করতে আসতে হবে? কীরকম অফিস সেটা? চাকরিটাই বা কী ধরনের? একটা

BanglaBook.org

সরু গলির মধ্যে অনেকটা ঢুকে একটা বাড়ির দরজার সামনে সেই রোগা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে ওই বাড়িটাতেই অফিসটা হবে। গলির দু-ধারে ছোট ছোট ঘর। আর প্রতি ঘরই মনে হল, এক একটা ব্যবসার জায়গা। কোথাও পাঁপড় তৈরি হয় বোধহয়। ঘরময় পাঁপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। একটা ঘরে দুজন লোক বসে আছে আর উঁই করা রবারের চটি। আর একটা ঘরে প্রচুর প্লাস্টিকের খেলনা। দুজন হিন্দুস্তানি মহিলা সেই ঘরে। তাদের সাজপোশাক দেখে সেরকমই মনে হল উশ্রীর। মহিলা দুজন বরং উশ্রীকে ওরকম জায়গায় দেখে একটু অবাকই হল। লোকটা যে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উশ্রী সেখানে পৌঁছল। লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—এই বাড়ির মধ্যে বুঝি অফিসটা? লোকটার কি জিভ কাটা? সে মুখে কোনও কথাই বলল না। শুধু বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না বাড়িটা বেশ বড়। তবে পুরনো। একটা ঘুপচি ভাব। এবং সব বাড়ির যেমন পুরোনো একটা গন্ধ থাকে এ বাড়িটারও তাই। কাঠের সিঁড়ি। দোতলার দিকে উঠে গেছে। কিন্তু বাড়িটা যে ক'তলা সেটা উশ্রী ঠিক খেয়াল করতে পারল না। এরকম দুপুরবেলা বাইরে রোদ ঝলমল করছে। কিন্তু এই বাড়ির ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সেজন্যেই বোধহয় সিঁড়ির মাথায় টিমটিমে আলো জ্বলছে। একী অদ্ভুত পরিবেশ রে বাবা! উশ্রীর এবার একটু একটু ভয় পাচ্ছিল। লোকটা সিঁড়ির মাথায়, মানে দোতলার স্টেয়ারকেসে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। উশ্রীকে কে যেন ভেতর থেকে বলল—যেয়ো না! যেয়ো না! ফিরে যাও! তারপরই উশ্রীর মনে হল, ফিরে যাবে? এই দিন

BanglaBook.org

দুপুরবেলা কলকাতা শহরে কী আর বিপদ হতে পারে? এতটা যখন এসেছে তখন শেষ দেখে ছাড়বে। সে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ নিজের পায়ের হাই-হিল জুতোর আওয়াজ উঠছে। আওয়াজটা নিজের কানেই কীরকম বিসদৃশ শোনাচ্ছে। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পৌঁছে উশ্রী বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল—আপনি কি বোবা না কী? এবার কোথায় যেতে হবে? লোকটা এবারও কোনও কথা না বলে আঙুল দিয়ে একটা দরজা দেখাল। উশ্রী দেখল, সামনেই ফুলছাপ পরদা ঢাকা একটা দরজা। দরজা বন্ধ। উশ্রী জিগ্যেস করল—এটাই কি অফিস? এখানে আমাকে যেতে হবে?

লোকটা এবারও কোনও কথা না বলে শুধু ঘাড় নাড়ল। উশ্রী আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গিয়ে দরজায় আলতো চাপ দিল।

দরজাটা আসলে ভেজানো ছিল। উশ্রী আলতো চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। উশ্রী দেখল, ভেতরে একটা টেবিল। টেবিলের এপাশে কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে একজন লোক বসেছিল। সে উশ্রীকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু-হাত বাড়িয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে বলল—আসুন—আসুন—ওয়েলকাম—মিসেস...

—উশ্রী সরকার।

—হ্যাঁ। উশ্রী সরকার।

উশ্রী ঘরের ভেতরে ঢুকল। টেবিল ঘেঁষে এপাশের চেয়ারের একটিতে বসল। মাথার ওপর পুরনো দিনের ফ্যান ঘুরছে। ঘরটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত নয়। তবুও বেশ ঠান্ডা। টেবিলের ওপর কাচ।

BanglaBook.org

কয়েকটা ফাইল রাখা আছে। একটা পেন-দানি/চারটে পেন/মোটামুটি একটা অফিসের পরিবেশ।

উশ্রী বলল—আপনিই কি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ নমস্কার। আমার নাম—সন্তোষ মণ্ডল। আমার আর একটা চালু নাম আছে। স্যান্ডার্স। আমার পরিচিতজনেরা এই নামেই আমাকে ডাকে।

—আপনাদের কোম্পানির এম. ডি. তো আপনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোম্পানির নাম কী?

—সব জানবেন। আগে বসুন, চা-টা খান। শুধু জেনে রাখুন আমাদের কোম্পানি এখনও কাজ শুরু করেনি। এইবার করবে। আমাদের কাজ হল ডিটারজেন্ট তৈরি করা। হাবড়ায় আমাদের ফ্যাক্টরি। আমরা কিছু সেলস গার্ল খুঁজছি। যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাউসওয়াইফদের কাছে আমাদের ডিটারজেন্টের প্রচার করবে। এ পর্যন্ত ৫ জন মহিলাকে আমরা সিলেক্ট করেছি। আপনি হলেন সিক্সথ। আপনাদের প্রত্যেককে কাজের জোন ভাগ করে দেওয়া হবে। ফিক্সড স্যালারি থাকবে তার সঙ্গে ডিটারজেন্ট পাউডার আপনার জোনে যা বিক্রি করতে পারবেন তার ওপর ২০ শতাংশ কমিশন।

—স্যালারি কত? কাজের জোন কোন্‌দিকে?

—সব বলছি। অধৈর্য হবেন না।—স্যান্ডার্স হাসল।—সম্ভবত বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন। একটু চা খান।—এই বলে স্যান্ডার্স কলিং বেল বাজাল। সেই লোকটাই এল, যে একটাও কথা

BanglaBook.org

না বলে উশ্রীকে এই বাড়িতে গাইড করে নিয়ে এসেছে।

—দো কাপ চায়ে—।—স্যান্ডার্স বলল। লোকটা চলে গেল। খানিক বাদে স্যান্ডার্সও 'প্লিজ ওয়েট' বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। উশ্রী বসে বসে ভাবতে লাগল। কত স্যালারি দেবে? হাজার পাঁচ? কিংবা সাত? কাজটা নিয়ে নেবে। তবুও তো একটা জোর। তার ওপর ডিটারজেন্ট বিক্রির ওপর কমিশন। খুব চেষ্টা করবে উশ্রী। যাতে কমিশনটা বেশি পাওয়া যায়। তাতেও তো কিছু বেশি টাকা পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে হেমন্তকে স্বেচ্ছাবসর নিতেই পরামর্শ দেবে সে।

স্যান্ডার্স ঢুকল। তার পেছনে সেই লোকটা। তার হাতে দু-কাপ চা। একটা কাপ-প্লেট উশ্রীর সামনে রাখল। আর একটা স্যান্ডার্সের সামনে। স্যান্ডার্স চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উশ্রীকে বলল—প্লিজ...

উশ্রী চায়ের কাপে চুমুক দিল। কথা বলছিল ওরা দুজনে। তারপর কখন চায়ের কাপ শেষ হয়ে এল। স্যান্ডার্স জানাচ্ছিল, আমরা প্রতি মাসে পাঁচ হাজার করে দেব। এর পর আপনি কমিশন থেকে যত আয় করতে পারেন। এখানে আসার কোনও দরকার নেই। মাসে এক-দুবার মালের বিক্রির এবং অর্ডারের হিসেব দিতে এলেই চলবে। আপনি তো কুঁদঘাটের দিকে থাকেন? ঠিক আছে আপনার জোন হবে—নাকতলা—গড়িয়া এসব শুনে যাচ্ছিল উশ্রী। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, টেবিলের বিপরীত দিকের ওই লোকটা, যার ব্যাকব্রাশ করা ঘন-কালো চুল, ডান গালে একটা কাটা দাগ, চোখদুটো ঈষৎ কুতকুতে, গায়ের রং মাজা-মাজা, যার

BanglaBook.org

চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ এবং পুরুষালী; সে যে কথাগুলো বলছে সেগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে তার কানে। প্রথমে মনে হচ্ছিল মাথা ঝিমঝিম করছে; তারপর মনে হল, নাহ্ মাথাটা প্রবলভাবে ঘুরছে; সামনে দেয়ালগুলো ঘুরছে, টেবিল-চেয়ার ঘুরছে, সন্তোষ...না স্যান্ডার্সের মুখটা ঘুরছে...। ঘুম পাচ্ছিল...উশ্রীর খুব ঘুম পাচ্ছিল। তার মাথাটা ঝুলে এল টেবিলের ধারে।

—কী হল উশ্রীদেবী? অসুস্থ বোধ করছেন?—স্যান্ডার্স ছুটে এল টেবিলের এধারে।

—মাথাটা খুব ঘুরছে...খুব ঘুরছে...বলতে বলতে উশ্রী সত্যিই ঘুমে ঢলে পড়ল। তার আর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই উশ্রীর। যখন তার ঘুম ভাঙল সে দেখল একটা ঘরে সিঙ্গল খাটের বিছানায় শুয়ে আছে। মাথার নিচে পাতলা বালিশ। একটা তেল-চিটচিটে গন্ধ বালিশে। ঘরে একটা টিউব-লাইট জ্বলছে। সিলিং-এর অনেক ওপরে একটা ফ্যান খুব ধীরে, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে ঘুরছে। মাথাটা যদিও খুব ভারি লাগছে, তবুও সেটাকে গ্রাহ্য না করে উশ্রী ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, শাড়িটা এলোমেলোভাবে রাখা আছে তার শরীরের ওপর, শাড়ির গিঁট খোলা, ব্রা-এর হুক খোলা এবং ব্লাউজের বোতামগুলোও খোলা। মুহূর্তে উশ্রী বুঝতে পারল তার চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

BanglaBook.org

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল স্যান্ডার্স। তাকে দেখে উশ্রীর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। বাঘিনীর মতন প্রবল হিংসায় সে স্যান্ডার্সের দিকে ছুটে গেল। দুই হাত দিয়ে স্যান্ডার্সের টুঁটি টিপে ধরতে গেল। কিন্তু স্যান্ডার্সের শরীরে কী অমানুষিক শক্তি! সে ডান হাতে খপ্ করে উশ্রীর দুই হাত এত জোরে চেপে ধরল যে তার মনে হল হাত দুটো বোধহয় ভেঙে যাবে। যন্ত্রণায় উশ্রী বলে উঠল—উঃ! হাসতে হাসতে স্যান্ডার্স বলল—সায়া, শাড়ি, ব্রা, ব্লাউজ সব ঠিক করে পরে নাও। এখন আর তোমাকে নেকেড দেখতে আমার ভাল লাগছে না। বুঝতেই পারছ কেন? আমি দু-মিনিট সময় দিচ্ছি। ড্রেস করে নাও। তারপর কথা হবে। ঠিক দু-মিনিট পরই স্যান্ডার্স ফিরে এল। উশ্রী ভদ্র হয়ে নিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—আমি আপনার তো কোনও ক্ষতি করিনি? আমার এত বড় সর্বনাশ আপনি কেন করলেন?

স্যান্ডার্স ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল। তারপর বলল—জাল পেতে রেখেছিলাম উশ্রীদেবী। শিকার ঠিক ধরা দিচ্ছিল না। এখন শিকার শেষমেশ যদি নিজে থেকেই ধরা দেয় তো আমার কী করার আছে বলুন?

—আমি পুলিশের কাছে যাবো। আমার সর্বনাশ করে আপনি পার পাবেন ভেবেছেন? আমি হাতকড়া পরাব আপনার। হাজত বাস করাব।—হিসহিস করে বলে উশ্রী। উত্তরে হা হা হা হাসে স্যান্ডার্স। পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে একবার উশ্রীর দিকে তাক করে। চমকে ওঠে উশ্রী। আবার হা হা হা হাসে স্যান্ডার্স।

BanglaBook.org

বলে—পুলিশের কাছে যাবেন? ভুলেও ওই কাজটি করবেন না। এই এলাকা পার্ক স্ট্রিট থানার আন্ডারে পড়ে। এখান থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত যেতে পারবেন না। তার আগেই আপনার লাশ গায়েব হয়ে যাবে। আর—রিভলভারটা নিজের হাতের চেটোয় লোফালুফি করছিল স্যান্ডার্স, বলল—আমার নিশানা খুব পারফেক্ট জানেন তো? ক্যালকাটা আর্মড পুলিশে ছিলাম তো? কনেস্টবল। প্রতি বছর স্পোর্টসে চাঁদমারী আইটেমে আমার ফার্স্ট প্রাইজ বাঁধা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে প্রাইজ নিতাম। তারপর সাসপেন্ড হয়ে যাই। ঘুষ নেবার জন্যে। কত টাকা জানেন? মাত্র ৫০০। আমার ডি. সি. সাউথ খুব কড়া লোক। নতুন আই. পি. এস তো? আই ওয়জ কট রেড হ্যানডেড। একজন এম. আর ডিলারের থেকে নিচ্ছিলাম টাকাটা। ব্যাটা যে ডি. সি. সাহেবকে বলে রেখেছে বুঝব কীভাবে? সবটাই ট্র্যাপ অবশ্য। আগেও কমপ্লেন ছিল আমার নামে। দু-বছর আগের ঘটনা। দু-বছর সাসপেনড্ হয়ে আছি। বুঝতে পারছেন? কী যন্ত্রণা। বৌ অনেকদিন আগে আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি। সেখানে ওর একটা লটঘট কেস আছে আমি জানি। আমিও যোগাযোগ রাখি না। শালা জীবনটার ওপরই কীরকম ঘেন্না ধরে গেছে। তবে আজ অনেকদিন পর খুব আরাম পেলাম...

উশ্রী এই মুহূর্তে ছুটে বের হতে যায় ভেজানো দরজা খুলে। কিন্তু স্যান্ডার্সের গতি অতি ক্ষিপ্র। সে উশ্রীর ডান হাত ধরে টান দেয়। ভীষণ জোর টান। উশ্রীর মনে হল, ডান হাতটা বোধহয় বাহুসন্ধি থেকে ছিঁড়ে আসবে। তাকে কাছে টেনে নিয়েছে স্যান্ডার্স।

BanglaBook.org

একেবারে লোকটার বক্ষলগ্ন উশ্রী। ভীষণ ঘেন্না করছে।

কাঁপা স্বরে সে বলল—ছেড়ে দিন আমাকে। সব তো নিয়েছেন। আর কী চান?

—একটা ডিল করতে চাই।

—ডিল? মানে?

—একটা চুক্তি।

—কীসের চুক্তি?

—দেখুন ম্যাডাম। আমার নেটওয়ার্ক খুব ভালো। এবং আমি রিসোর্সফুল। তা না হলে আজ বেলা এগারোটার সময় আপনার ফোন পাবার পর আমি আমার বন্ধুর থেকে তার অফিসঘর আর এই লাগোয়া ঘরটা ভাড়া নিতে পারি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। অবশ্য তার জন্যে খরচাপাতি একটু করতে হয়েছে। যাই হোক, আর একটা কথা শুনুন। আপনার বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধেও আমি ইতিমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আমি জেনেছি যে আপনার স্বামী ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। কিন্তু এক বছর ক্যানসারে ভুগছেন। আপনার টাকার দরকার এটা বুঝেছি।...কী টাকার দরকার না? কথা শেষ করে স্যান্ডার্স আবার একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার রিং ছেড়ে জিজ্ঞেস করে—কী টাকার দরকার না?

—দরকার থাকলেও আপনি কী করবেন?—উশ্রী মরিয়া গলায় বলে,—আমার ইজ্জতের দাম আপনি কত দেবেন? পাঁচ হাজার...দশ হাজার...ওতে আমার কিস্যু হবে না। আমার অনেক অনেক টাকার দরকার।

—কত টাকার দরকার?

BanglaBook.org

—ধরে নিন দশ লাখ...

—যদি তা পাইয়ে দেবার উপায় বাতলে দিই আপনাকে?

—কী উপায়?

—বলব। তার আগে চুক্তিটা হয়ে যাক।

—কী চুক্তি?

—আমি তিনজনের কাছ থেকে পনেরো লাখ টাকা আপনাকে পাইয়ে দেব। তার মধ্যে পাঁচ লাখ আমার। দশ লাখ আপনার। রাজি?

—কিন্তু উপায়টা কী?

—সেটাই তো বলব আপনাকে। শুনুন উশ্রীদেবী, একটা কথা বলি আপনাকে। আপনি খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। সামান্য ইজ্জৎ-ফিজ্জৎ নিয়ে ভাববেন না। আমার সঙ্গে হাত মেলান। আমি আপনার বন্ধু হব। সাহায্য করব আপনাকে। একটা plan of action আমি ভেবেছি। সেটা এখন আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। তার আগে বলুন আপনি চুক্তিতে রাজি। এই উশ্রী যেন সেই উশ্রী নয়। এই উশ্রীর কাঁধে এখন ভর করেছে শয়তান। পরিবর্তিত উশ্রী তার ডান হাত দিয়ে ছুঁল স্যান্ডার্সের ডান হাত। বলল—আমার যখন সব গেছে, আমি সবকিছুরই শেষ দেখতে রাজি।

স্যান্ডার্স বলল—ওয়েল। দাঁড়ান। একটু চা বলি। আর কিছু খাবেন?

উশ্রী ঘাড় নাড়ল। স্যান্ডার্স হাঁক পাড়ল—শম্ভু—শম্ভু। সেই কথা-না-বলা লোকটার নাম তাহলে শম্ভু। সে এসে দাঁড়াল। চোখে মরা মাছের দৃষ্টি।

BanglaBook.org

ঘরে দুটো চেয়ার। দুজনে মুখোমুখি বসল। খানিক বাদে চা এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে স্যান্ডার্স আলোচনা শুরু করল। উশ্রীও চায়ের কাপে চুমুক দিল। তার মনে হল, ভীষণ প্রয়োজন ছিল এই চা-এর।

একটু রাত হল বাড়ি ফিরতে উশ্রীর। কাজের মেয়েটি জানাল যে, সে দাদাবাবুকে রাতের খাবার ও ওষুধপত্র দিয়েছে। উশ্রী তাড়াতাড়ি হেমন্তর ঘরে ঢুকল। ঘরে আলো জ্বলছে। হেমন্ত তখনও ঘুমোয়নি। চিত হয়ে শুয়ে। হাঁটু পর্যন্ত একটা পাতলা চাদর। আর দুই হাতে ধরা আছে একটা পত্রিকা। উশ্রীর ভুরু কোঁচকাল। সে জানে হেমন্ত এখন মন দিয়ে সেই মুখপুড়ি ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতা পড়ছে। কী বিচিত্র অবসেসন। উশ্রীকে শিয়রের কাছে অনুভব করে হেমন্ত বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বলল—আজ ফিরতে বেশ রাত হল যে? কোথায় গিয়েছিলে?

—ও তোমাকে বলা হয়নি হেমন্ত। আসলে ফোনটা পেয়ে টেনশনে বলতে ভুলে গেছি। তা ছাড়া তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে...

—কার ফোন?—হাতের বই মুড়ে রেখে হেমন্ত উদ্বেগভরা চোখে তাকাল।

—বাড়ি থেকে মা ফোন করেছিল। বাবার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছিল সকালের দিকে।

—তাই নাকি? কী হয়েছিল?

—ঘুম থেকে উঠে বুকে একটা ব্যথা অনুভব করছিলেন...

—তাই নাকি? বাঁ-দিকে?

BanglaBook.org

—হুঁ।

—তারপর?

—আমি গেলাম। মা একা কী করবে? পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। সে কীসব পুরিয়া দিয়েছিল। তা খেয়ে ব্যথা কমেনি। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল বাবা। আমি দুপুর ২টার মধ্যে পৌঁছে একজন এম. ডি. ডাক্তারকে ডেকে আনি। উনি পরীক্ষা করে যা বললেন তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

—কী বললেন?

—আরে গত রাতে ডিম আর পরোটা খেয়েছিলেন বাবা। হজম ভাল হয়নি। ব্যথাটা পুরো অম্বলের। উনি ওষুধ দিয়েছেন। আমি যখন আসছি দেখে এলাম বাবা অনেকটা সুস্থ।

—যাক খবরটা শুনে আশ্বস্ত হলাম।—হেমন্ত পাশ ফিরে শুল।

—আচ্ছা হেমন্ত তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

—কী গো?

—ভার্জিনিয়া যে এত ভালো কবিতা লেখে ওর ওপর কেউ প্রবন্ধ লেখেনি?

—হ্যাঁ। লিখেছে বইকি। তিনজন প্রাবন্ধিক ওর কবিতা নিয়ে তিনটে পত্রিকায় বেশ বড় বড় প্রবন্ধ লিখেছে। সেই তিনটে পত্রিকাই আমার ওই বইয়ের আলমারিতে আছে।

—যারা প্রবন্ধ লিখেছে তাদের নাম কী?

—একজনের নাম স্বাক্ষর সেন। একজনের নাম অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়। আর একজনের নাম কী যেন...হেমন্ত চোখ বুজে

BanglaBook.org

ভাবতে চেষ্টা করে।

—মনে পড়ছে না?

—মনে পড়বে। নামটা একটু অদ্ভুত তো!...হ্যাঁ হ্যাঁ—প্রাঞ্জল সরকার।

তিনটে নামই কিন্তু অদ্ভুত। যেমন কবির নাম, তেমনি প্রাবন্ধিকদের নাম। —হেসে উশ্রী বলল।

—হ্যাঁ। এটা আমারও মনে হয়েছে। একজন বাঙালি মহিলা কবির নাম ভার্জিনিয়া কেন?

—কোন পত্রিকায় ওই প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়েছে গো?

—স্বাক্ষর সেন-এর প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছে 'উপমা' পত্রিকায় এপ্রিল-মে সংখ্যায়। অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছে 'মনন' পত্রিকায় জানুয়ারি সংখ্যায়। আর প্রাঞ্জল সরকারের প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছে 'অন্ধযুগ' পত্রিকায় গত বছর ডিসেম্বর সংখ্যায়। সব তুমি আমার ওই বইয়ের র‍্যাকে পাবে।

—তোমার মেমারি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি হেমন্ত! হেমন্ত হাসে। একটা হাত বাড়িয়ে উশ্রীর করতল স্পর্শ করে। করুণ স্বরে বলে—সবই তো ছিল। কিন্তু কী লাভ হল? আমি আর কদিন?

উশ্রী হেমন্তর মুখে হাত চাপা দেয়। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। অস্ফুটে বলে—আবার ওই অলক্ষুণে কথা বলছ? ওগো আমি তোমাকে সারিয়ে তুলবই। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে আমি তোমাকে নিয়ে যাবই। টাকার জোগাড় আমি করবই। তুমি কিচ্ছু ভেব না।

BanglaBook.org

—অত টাকার যোগাড় তুমি কোথা থেকে করবে?

—সে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিই। তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। হেমন্ত চোখ বোজে। উশ্রী পরম স্নেহে, ভালোবাসায় তার কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। একসময় হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়ে।

এইবার উশ্রী হেমন্তর বইয়ের র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায়—'উপমা', 'মনন' ও 'অন্ধযুগ' পত্রিকার নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো। খুব যত্ন করে রাখতে হবে এই পত্রিকাগুলো। স্যান্ডার্স বলেছে, আপনাকেই বুঝে নিতে হবে আপনি কীভাবে 'অপারেট' করবেন। আমি শুধু Plan of Actionটা বললাম। উশ্রী ভেবে নিয়েছে তার ছক। কিন্তু এখন...এই মুহূর্তে উশ্রীর মনে হচ্ছিল তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। স্যান্ডার্স তাকে অশুচি করেছে। স্যান্ডার্সকেও সে ক্ষমা করবে না। তার সঙ্গে একদিন হিসেব চুকিয়ে নেবে উশ্রী। আপাতত সে চানঘরে ঢুকল। শরীরটাকে কি আর পবিত্র করা যাবে না?

BanglaBook.org

‘এরকম আনন্দ আমি কোনওদিন পাইনি, এ স্বর্গীয় আনন্দ!’

আজ বুধবার। কলেজে ছুটি নিয়েছে স্বাক্ষর। এমনিতে সোমবার তার অফ-ডে। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে অ্যাপয়নমেন্টটা যদি সোমবার পড়ত, তা হলে তার থেকে ভালো আর কিছু হত না। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বাক্ষরের কিছু করার ছিল না। ডেটিং-এর প্রস্তাব এসেছিল ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে। তাও মুখোমুখি বসে নয়। মুঠো ফোন মারফত। স্বাক্ষরের কিছু করার ছিল না।

কলেজে ছুটি প্রায় নেয় না বললেই চলে। সোমবার ছাড়া বাকি ৫ দিন কলেজে ক্লাস করতে তার ভালোই লাগে। সব সময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। মূলত তিনটি বিষয়ে অনার্স ক্লাস নিয়ে থাকে স্বাক্ষর। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা। বার্নাড শ’-এর নাটক। আর ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি উপন্যাস। এ ছাড়া সাধারণ ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাসও তাকে সপ্তাহে তিন-চারটি করে নিতে হয়। সেখানে পড়াতে হয় জুলিয়াস সিজার নাটক। সাধারণ ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তেমন মনোযোগী নয়। হওয়ার কথাও নয়। সেক্সপিয়রের অত ভালো নাটকটা তারা একবার পড়ে দেখতেও চায় না। শুধু নোটস্ চায়। নোটস্ মুখস্থ করেই তারা পরীক্ষার বৈতরণী পেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু স্বাক্ষরের ছাত্রদের এই দায়সারা অ্যাটিটিউড একেবারেই ভালো লাগে না। নাটকটা একবার পড়ে দেখবে না ওরা? সেকসপিয়রের অমর সৃষ্টি!

BanglaBook.org

কিন্তু ক্লাসে ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬২ জন শুধু নোটস্ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেও, একজন একটু ব্যতিক্রম। একজন ছাত্রী। নাম রিমঝিম মিত্র। বনেদি বাড়ির মেয়ে ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন মোম দিয়ে তৈরি। তীক্ষ্ণ নাক, ছোট্ট কপাল, ঘাড় পর্যন্ত কাটা স্টেপিং কেশবিন্যাস, উন্নত গ্রীবা, নানা উজ্জ্বল রং সালোয়ার কামিজ, পায়ে কোলাপুরি চটি; বেশ লম্বা, গলার স্বর শুনলে মনে হয় ঝর্নার ধ্বনি। বেশ কিছুদিন আগে স্বাক্ষর কমনরুমে যখন বসেছিল, মেয়েটি ইতস্তত করে এসেছিল, ডেকেছিল—

—স্যার?

ঘাড় ঘুরিয়েছিল স্বাক্ষর। তীব্র চমক খেয়েছিল। নিমেষে তা সামলেও নিয়েছিল। এতদিন এই কলেজে পড়াচ্ছে, কোনও মেয়ে, বিশেষত সুন্দরী মেয়ে, তাকে কমন-রুম পর্যন্ত ধাওয়া করেনি। স্বাক্ষরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—কিছু বলছেন? মেয়েটি হেসে ফেলেছিল। স্বাক্ষর দেখেছিল, সারি সারি নিখুঁত মুক্তোর ঝলক।

বলেছিল রিমঝিম—স্যার প্লিজ আমাকে আপনি বলবেন না...দুবার কেশে নিয়ে স্বাক্ষর বলেছিল—বটেই তো।...হ্যাঁ—কী বলছ?

—স্যার, জুলিয়াস সীজার নাটকটা আমার খুব ভালো লাগছে; কিন্তু অনেক জায়গা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...

—ক্লাশে তো আমি ভালো করে পড়াতেই চাই।

—আপনি পড়াতে চান, কিন্তু কেউ তো তেমন শুনতে চায় না স্যার, সেটা আমি বুঝতে পারি। সবাই শুধু চায় নোটস।

BanglaBook.org

—ঠিকই ধরেছ।—স্বাক্ষর অল্প হাসে।

—কিন্তু আমি যে নাটকটা বুঝতে চাই। আপনি বোঝাবেন না স্যার? স্বাক্ষর অনুভব করে তার বুকের মধ্যে ভীষণ কাঁপন। কী অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী রিমঝিমের।

—বোঝাতে তো আমি চাই। কিন্তু ক্লাস ছাড়া...

—এখানে কমন-রুমে হবে না স্যার?

—ধুর! কমন-রুমে অন্য টিচারদের হই-চই, আড্ডা, কথাবার্তা। তার মধ্যে কি জুলিয়াস সিজারের মতন নাটক বোঝানো যায়?

—তাহলে স্যার লাইব্রেরিতে একদিন ছুটির পর।

—লাইব্রেরিতে?...হ্যাঁ, তা হতে পারে।

স্বাক্ষরদের কলেজ-লাইব্রেরি বেশ বড় দোতলা বিল্ডিং। কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতর। তবে কলেজ থেকে একটু পৃথক। ছুটির পর লাইব্রেরিতে খুব বেশি ভিড় থাকে না। সেখানে রিমঝিমের মতন সুন্দরীর মুখোমুখি বসে তাকে নাটক বোঝানো... ভাবতেই কীরকম রোমাঞ্চ হয়েছিল স্বাক্ষরের।

—অত বড় পাঁচ অঙ্কের নাটক একদিনে কি বোঝানো সম্ভব?

—একদিন কেন স্যার? যতদিন লাগে। আপনি সময় দিতে পারলেই আমি ছুটির পর...একটা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছিল রিমঝিমের শরীর থেকে। অন্যরকম একটা আবেশ স্বাক্ষরের মনে। এতদিন এই কলেজে পড়াচ্ছে। কোনওদিন কোনও মেয়ে তাকে এভাবে...

—ঠিক আছে। আমি রাজি। আমি নাটকটা তোমাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেব। আজ তো শুক্রবার?...স্বাক্ষর ভাবতে

BanglaBook.org

থাকে;—শনিবার হবে না। রবিবার ছুটি। সোমবার অফ-ডে। মঙ্গলবার আমার অন্য কাজ আছে। কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে হবে। তাহলে বুধবার আমরা বসি? কলেজ ছুটির পর—লাইব্রেরিতে? কেমন?

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।—অদ্ভুত সুন্দর হেসে শরীরে ঢেউ তুলে চলে গিয়েছিল রিমঝিম।

আর আজ সেই বুধবার। কবজি-ঘড়ি দেখল স্বাক্ষর। ঠিক বিকেল ডট্ পাঁচটা। এখন সে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে যেন কল্পনায় দেখতে পেল, কলেজ-লাইব্রেরির সামনে, সিঁড়ির নীচে অপেক্ষমান রিমঝিমকে। আহা, বেচারি আজ অপেক্ষা করে করে একসময় হতাশ হয়ে ফিরে যাবে। যখন দেখবে স্বাক্ষর এল না। কিংবা এরকমও হতে পারে, রিমঝিম কমন-রুমে চলে যাবে। খোঁজ নেবে 'স্যার' এসেছে কিনা। যখন জানবে স্বাক্ষর আজ কলেজেই আসেনি, তখন আরও হতাশ হবে এবং বাড়ি ফিরে যাবে।

স্বাক্ষর হাসল মনে মনে। কবি ভার্জিনিয়া দত্তের আকর্ষণের কাছে রিমঝিম মিত্র? তুলনায় আসে না। ভার্জিনিয়ার সঙ্গ সে আজ সত্যিই পাবে? সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছিল স্বাক্ষরের।

ছুটি সে যেহেতু নেয় না, অধ্যক্ষের কাছে ছুটি চাইতে গিয়েও বিড়ম্বনা।

—কী ব্যাপার মি. সেন? হঠাৎ ছুটির দরকার হয়ে পড়ল?

—মায়ের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। ডক্টরের কাছে নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে হবে।—মিথ্যেটা অবলীলায় এসে গেল ঠোঁটে।

—কী হয়েছে মায়ের?—কথায় কথা বাড়ে। কিছু করার নেই।

—হঠাৎ বুকে একটা মাইল্ড পেইন ফিল করেছেন গত রাতে...

—সে কী? ...বাঁ দিকে?

—বাঁ দিকে।

—তো এত দেরি করে ডাক্তার দেখাবেন? আজ সবে শুক্রবার। বুধবার তো এখনও অনেক দেরি?

—ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আজ সকালেই কলেজে বেরোবার আগে হাউস-ফিজিসিয়ানকে ডেকেছিলাম বাড়িতে। উনি মাকে ওষুধ দিয়েছেন। বললেন, দেখে মনে হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার গন্ডগোল, গ্যাসের প্রবলেম। তবুও বয়স যখন হয়েছে, কয়েকটা টেস্ট করিয়ে নিতে বললেন। যেমন ই. সি. জি., লিপিড প্রোফাইল, চেস্ট্ এক্সরে...তাই বুধবার ভাবছি...

—ওহ বুঝেছি। তা বেশ। নিন না ছুটি। আবার মায়ের কাছে বলতে হল অন্যরকম মিথ্যেকথা।

—কীরে বাবু আজ কলেজ যাবি না?—মা স্বাক্ষরকে বাবু? বলে ডাকেন।

—না গো মা, আজ কলেজেরই একটা অনুষ্ঠান আছে কলকাতায়...

—কলকাতায়? কী অনুষ্ঠান রে?

—ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি থেকে আমাদের কলেজের একজন সিনিয়র প্রফেসরকে পেপার পড়তে ডেকেছে। আমরা সবাই সেটা শুনতে যাব। বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে। আমাদের প্রিন্সিপ্যালও আসবেন।

BanglaBook.org

—হ্যাঁরে? তুই যে এত ভাল পড়াস, তোকে এরকম পেপার পড়তে ডাকে না?

—আমি এখনও অতটা সিনিয়র হইনি মা। তাছাড়া এম. ফিলটাও তো এখনও কমপ্লিট করিনি। কয়েক বছর বাদে আমাকেও ডাকবে।

—হ্যাঁরে বাবু—তোর একটা বিয়ের কথা ভাবছি।...আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর কবে বৌমার মুখ দেখব? নাতি-নাতনির মুখ দেখব?

—এম. ফিল. ডিগ্রিটা না পেলে আমি বিয়ের কথা ভাবছি না মা...

—কত বছর লাগবে রে?

—আর?...দেড় বছর বড়জোর। এক বছরের মধ্যে থিসিস জমা দেব। মা স্বাক্ষরের অলক্ষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

পার্ক স্ট্রিটের মোড় থেকে হাঁটতে শুরু করেছে স্বাক্ষর। কথাগুলো ভাবছিল আর হাসি পাচ্ছিল তার। সাত দিন আগেও কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, ভার্জিনিয়ার মতন সুন্দরী এবং মনীষাদীপ্ত একজন কবির সঙ্গে তার এভাবে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়ে যাবে? ভার্জিনিয়ার কাছে রিমঝিম? কোনও তুলনাতেই আসে না। এতদিন স্বাক্ষরের মনে একটা গোপন দুঃখ ছিল। এতটা বয়স হল, কিন্তু ভালোবাসার কোনও অভিজ্ঞতা তার হল না। কোনও মেয়ে তাকে ভালোবাসতে এগিয়ে এল না। একা থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিল সে। অভিমান হত তার। নিজের ওপর। সারা পৃথিবীর ওপর। ঠিকমতন বলতে গেলে মেয়েদের ওপরই। রাস্তাঘাটে দেখে

BanglaBook.org

কত মেয়ে কত ছেলের হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে যে ভালোবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে একা একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনও মেয়ে কি সেটা বুঝতে পারে না?

কিন্তু হঠাৎই কি স্বাক্ষরের জীবনে ঘটল চিচিং-ফাঁক? ভার্জিনিয়ার ফোন অপ্রত্যাশিতভাবে এল তার কাছে। সেদিন ভার্জিনিয়ার সঙ্গে আলাপ করে মনে হল, একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে সম্পর্কের জন্যে সে এতদিন হা-পিত্যেশ করে বসেছিল। আর রিমঝিম? নাহ্, ও নেহাতই একজন ছাত্রী। তাকে শিক্ষকের চোখেই দেখবে স্বাক্ষর।

হাঁটতে হাঁটতে 'মোকাম্বো' রেস্তোরাঁ। তার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা উত্তর দিকে চলে গেছে ওটাকেই তো বলে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট। হ্যাঁ তাই তো। রাস্তা চেনার ভালো উপায় হচ্ছে দোকানের সাইনবোর্ডে ঠিকানা দেখা। কয়েকটা দোকানের ঠিকানা দেখে নিশ্চিত হল স্বাক্ষর যে সে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট দিয়েই হাঁটছে। কিন্তু লরেন্স হোটেল কোথায়? সেটা কীভাবে খুঁজবে? লোককে জিগ্যেস করে? কবজি-ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধে ছ'টা বাজতে ঠিক দশ মিনিট বাকি। আজ আর দেরি করবে না। স্বাক্ষর। ঠিক ছটার মধ্যেই লরেন্স হোটেলে গিয়ে হাজির হবে। সেদিন বারিস্তা কাফেতে তার পৌঁছতে বেশ দেরি হয়েছিল। দেশি-বিদেশি কতই না প্রেমের উপন্যাস পড়েছে সে। কোথাও দেখেনি প্রেমিকা প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে। বরাবরই ঘটেছে তার উলটো। প্রেমিক তার মেয়েটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। প্রেমিকার আসতে যত দেরি হয়, ততই তার বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়।

BanglaBook.org

তাই আজ স্বাক্ষর আপ্রাণ চেষ্টা করবে লরেন্স হোটেলে ভার্জিনিয়ার আগে পৌঁছতে। কিন্তু—দুশ শালা, লরেন্স হোটেল কোথায়, কে বলে দেবে তাকে?

একই ফুটপাতে, বিপরীত দিক থেকে দুজন বিদেশি হেঁটে আসছে। একজন যুবক ও একজন যুবতী। কোন দেশের? ইংল্যান্ড? আমেরিকা? ফ্রান্স? জার্মানি? নিউ-ইয়ার্কের বলেই মনে হল। গরমের দেশ। তাই দুজনেরই স্বল্প পরিধান। যুবকের পরনে হাঁটু পর্যন্ত বারমুডা ও গোল-গলা গেঞ্জি। যুবতীটির পরণেও বারমুডা ও ফিতে-সহ পাতলা গেঞ্জি। দুজনেরই ত্বক লাল টকটকে। কী কথা বলে ওরা দুজনেই হাসছিল খুব। স্বাক্ষরের চোখ চলে গেল যুবতীর বুক দুটোর দিকে। ভেতরে ব্রা নেই। স্বচ্ছ, পাতলা গেঞ্জির ভিতর দিয়ে যেন দুটো পুরুষ্ট ফজলী আম দেখছে স্বাক্ষর। আর অধোমুখী সেই আমদুটির নীচে টসটস করছে যেন দুটি পাকা আঙুর। হাসির তালে তালে আম দুটোও নড়ছিল। স্বাক্ষর যে সেদিকে বিপন্ন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে বিদেশি যুবতীর খেয়ালই নেই।

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কী রে হায়...' স্বাক্ষরের মোবাইল বাজছে। সে তাড়াতাড়ি ট্রাউজারের পকেট থেকে মোবাইল বের করল। স্ক্রীনে একটা নম্বর। চেনা, চেনা, কিন্তু তবুও অচেনা।

—হ্যালো?

—কী মশাই? আজও দাঁড় করিয়ে রাখবেন?

সব্বোনাশ। স্বাক্ষর একটা কাঁপুনি অনুভব করল। এত ভার্জিনিয়ার গলা! আজও সেই এক ব্যাপার?

—আ-আ-প-নি পৌঁছে গেছেন?

BanglaBook.org

—আমি একটু পাংচুয়াল। ছটা বাজতে আর কতক্ষণ? হাতে ঘড়ি আছে? স্বাক্ষর কবজি-ঘড়ির দিকে তাকাল। এতটা সময় কখন পেরিয়ে গেল? ছ'টা বাজতে তিন মিনিট বাকি।

—কিন্তু লরেন্স হোটেলটা আমি ঠিক...

—চেনেন না। এই তো? সেটা বলতে পারতেন আমাকে।

—না মানে—

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনি লরেন্স হোটেলের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ দোতলার বারান্দা থেকে আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

—ঠিক কোনদিকটা...

—যেমন হাঁটছেন সোজা হেঁটে আসুন। তারপর বাঁ-দিকে ঘাড় ঘোরালেই...হোটেল। কাচের দরজা ঠেলে রিসেপশন। ফার্স্ট ফ্লোর। ১০৫ নং সুইট। আয়াম ওয়েটিং।

ফোন কেটে গেল। স্বাক্ষর হাঁটছে। দ্রুত। কিছুটা হাঁটতেই বাঁ-দিকে লরেন্স হোটেল। সাদা চাপকান আর মাথায় পাগড়ি ডোরম্যান কাচের দরজা খুলে ধরল। ভেতরের কার্পেটে পা দিয়েই স্বাক্ষর বুঝল বাইরে থেকে হয়তো ধরা যায় না। কিন্তু হোটেলটি যথেষ্ট অভিজাত। নাকে এল মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ। দেয়াল জুড়ে সারি সারি সোফা। কয়েকজন নারী-পুরুষ উপবিষ্ট সেখানে। কোণাকুনি 'এল' শেপ রিসেপশন টেবিল। টেবিলের ওপারে অতি আকর্ষণীয়া এক যুবতী, (পরনে সবুজ শাড়ি ও কালো স্লিভলেস ব্লাউস, মাথার চুল বয়কাট, বালকের মতন মুখ) স্বাক্ষরকে লক্ষ করছিল। স্বাক্ষরের মনের মধ্যে কে যেন বলল—বি স্মার্ট স্বাক্ষর, দিস ইজ এ্যা প্লেস ফর স্মার্টনেস।

BanglaBook.org

স্বাক্ষরের যেন এই মুহূর্তে মনে পড়ল তার পরনে আকাশ-নীল জিনস্ ট্রাউজার এবং সাদা-রং স্পোর্টস গেঞ্জি। সে অত্যন্ত সপ্রতিভার সঙ্গে রিসেপশন-টেবিলের কাছে গিয়ে বলল—সুইট নং ১০৫। সামবডি ইজ ওয়েটিং ফর মি...।

—ইয়েস স্যার। ইয়োর নেম ইজ মি. সুব্রত দত্ত...

—সুব্রত...?—স্বাক্ষর ঢোঁক গিলল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ও প্রান্তের পরদা সরিয়ে ভার্জিনিয়ার প্রবেশ। সে তাড়াতাড়ি রিসেপশনিস্টকে বলল—ইয়েস মি. সুব্রত দত্ত। আই ওয়জ ওয়েটিং ফর হিম। কাম সুব্রত। কাম অন ইন...।

মেয়েটি বলল—রাইট ম্যাম্।—রেজিস্টারে কী যেন নোট করতে লাগল।

আর স্বাক্ষর পরিস্থিতির বিন্দুবিসর্গ বুঝে উঠবার আগেই ভার্জিনিয়া তার হাত ধরে পরদা সরিয়ে হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সামনে দীর্ঘ করিডর। দুপাশে ঘর। বোঝাই যাচ্ছে। পায়ের সামনে সিঁড়ি। ভার্জিনিয়া তখনও স্বাক্ষরের হাত শক্ত করে ধরে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল দুজনে। দোতলাতেও দীর্ঘ করিডর। প্রথম ঘর বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ঘরের সামনে দাঁড়াল ভার্জিনিয়া। স্বাক্ষরকেও দাঁড়াতে হল। ঘরের নম্বর ১০৫। পরদার পর পালিশ করা দরজা। সেই দরজা ঠেলে যেখানে ঢুকল দুজনে সে জায়গাটাকে পার্লার বলাই ভালো। পায়ের নীচে লাল-রং দামি কার্পেট। মুখোমুখি দুটি মহার্ঘ সোফা। মাঝখানে চওড়া সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর একটি ফুলদানি। তাতে নীল রং ফুল। টাটকা, তাজা। জলবিন্দু দৃশ্যমান। কিন্তু স্বাক্ষর দেখেই বুঝল, ওগুলো প্লাস্টিকের ফুল। একটা

BanglaBook.org

সোফায় বসে পড়েছে ভার্জিনিয়া। বসেই হাসতে লেগেছে। স্বাক্ষর তার সাজসজ্জার দিকে তাকিয়েছিল। দামী সিল্ক শাড়ি। সিমেন্ট রং। কালো পাড়। আর কালো স্লিভলেস ব্লাউস। মাথার চুল তো বয়কাট। গলায় চিকচিক করছে একটা সোনার হার। কানে গোল রিং। ঠোঁট দুটো লিপস্টিকে চকচক করছে। কপালে যেন শাড়ির কালো পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে বড়, গোল, কালো টিপ। চোখের পাতায় কী দিয়েছে ও? চোখের পাতাগুলো ভীষণ বড় বড় লাগছে। ভার্জিনিয়ার হাসি থামতেই চাইছে না। স্বাক্ষরের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বিপরীত দিকের সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল—হাসছেন কেন?

—আপনার নাম যখন বললাম সুব্রত, তখন আপনার মুখের অবস্থা দেখে...

—আমার নাম সুব্রত আপনি বললেনই বা কেন?

—আমার নাম কী বলেছি বলুন তো?

—কী? মিসেস রাখী সান্ন্যাল।

—কিন্তু কেন?

—স্বাক্ষরবাবু আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। আপনি কোনও মেয়ের সঙ্গে সেভাবে কোনওদিন মেশেননি বোঝাই যাচ্ছে। আপনি একটা কলেজের অধ্যাপক। আপনি আপনার গার্ল-ফ্রেন্ডের সঙ্গে একটা হোটেলের সুইটে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছেন, এর প্রমাণ আপনি রাখতে চান? আপনার সম্মানহানির ভয় নেই?

স্বাক্ষর একমুহূর্ত কথাটার তাৎপর্য ভাবল। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল ভার্জিনিয়ার দিকে।

—কী হল?

BanglaBook.org

—প্লিজ শেক হ্যান্ড উইথ মি। ইউ আর রিয়েলি মাই ফ্রেন্ড।

ভার্জিনিয়া অদ্ভুত সুন্দর হেসে ডান হাত বাড়িয়ে স্বাক্ষরের হাত ছুঁল। স্বাক্ষর দেখল তার পাঁচ আঙুলের নখে স্টিল-রং নেলপালিশ। ভার্জিনিয়ার হাত ছুঁতেই তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বহে গেল।

—কী নেবেন বলুন?—টেবিলে মেনুকার্ড ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ভার্জিনিয়া জিজ্ঞেস করল। স্বাক্ষর প্রায় ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে মেনুকার্ড।

—কী ড্রিংকস নেব? হুইস্কি? না রাম?

—হুইস্কি।—ভার্জিনিয়ার উত্তর।

—আর ফুড?

—অ্যাজ ইউ প্লীজ।

—কাউকে ডাকা যাবে?

—ইয়েস।—আবার একটু হাসল ভার্জিনিয়া। যেন স্বাক্ষরের অজ্ঞতাকে লক্ষ করে। তারপর একবার উঠে সুইচ-বোর্ডের কলিং বেল-এ চাপ দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কালো স্যুট-টাই মোড়া বাটলার হাজির। তার হাতে ছোট্ট নোটবুক ও বলপয়েন্ট পেন। সে স্বাক্ষরের দিকে তাকিয়ে বলল—ইয়েস স্যার?

—টু পেগ হুইস্কি ফর ইচ অব আস উইথ সোডা এ্যান্ড আইস ও. কে.?

—ব্র্যান্ড স্যার? —স্বাক্ষর ব্র্যান্ড বলল। ভার্জিনিয়া যেন একটু চমকে উঠল। খুব দামী মদ।

—ফুড স্যার?

BanglaBook.org

—এক প্লেট চিকেন-রেশমি কাবাব আর এক প্লেট ফিশ-ফিংগার বলছি আপাতত?—স্বাক্ষর বলল ভার্জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে।

—আপনি যা বলবেন।—ভার্জিনিয়া মুখ টিপে হাসল।

বাটলার অর্ডার নিয়ে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ শব্দ। এই পারলারের ভেতরে একটা দরজা। সেই দরজা ঠেললে কি বেডরুম? এ ধরনের সুইটে কোনওদিন আসেনি স্বাক্ষর। হোটেল বলতে সে একমাত্র দিল্লির বঙ্গভবনে রাত কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। কলেজ থেকে দিল্লিতে একটা কনফারেন্সে পাঠানো হয়েছিল তাকে। তখন বঙ্গভবনে উঠেছিল। সে এবং অন্য একজন অধ্যাপক। দুজনে ডাবল-বেডেড ঘরে থেকেছিল। সেই ঘরও ছিল ছ'তলার ওপর, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং থাকার পক্ষে বেশ ভালোই। তবে সেটা স্যুইট নয়। শুধু একটা ঘর। এখানে প্রথমে পারলার, অর্থাৎ বসার জায়গা। তারপর শোবার ঘর। ভার্জিনিয়া কি মনের কথা পড়তে পারে?

সে বলল—দরজা ঠেলে বেডরুমটা দেখে আসুন না? অ্যাটাচড টয়লেট আছে। ইচ্ছে হলে ফ্রেশ হয়ে আসতে পারেন।

—এক্সিকিউজ মি।—বলে স্বাক্ষর দরজা ঠেলে শোবার ঘরে ঢুকল।

দুজনের শোবার জন্যে চওড়া, বক্স-সাইজের খাট, ধবধবে সাদা বিছানা, চারটে বালিশ, সূচের কাজ করা বালিশের ওয়াড়। ঠান্ডা ঘর। স্বাক্ষরের একমুহূর্ত মনে হল, এই বিছানায় সে আজ শয়ন করবে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে? এটা ভাবতেই তার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে অনুভব করল সে যৌন উত্তেজনা বোধ করতে

BanglaBook.org

শুরু করেছে। অন্তর্বাসের নীচে তার পুরুষাঙ্গ ক্রমশ জেগে উঠছে। একইসঙ্গে তার ভয় করছিল। সে এখনও কোনও যুবতী মেয়ের শরীর স্পর্শ মাত্র করেনি। লাগোয়া চানঘরের দরজা খুলল। আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখল। রুমাল দিয়ে কপালের তেলতেলে ভাব মুছে নিল। অকারণেই কমোডের ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা একবার ব্যবহার করল। মৃদু সোঁ সোঁ শব্দে জলপ্রবাহ নির্গত হল। চানঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে তার মনে হল, আজকে এই স্যুইটে কয়েক ঘণ্টা কাটানো এবং খাওয়ার জন্যে যা খরচ হবে, সেসব তো তাকেই দিতে হবে। কত খরচ হতে পারে? যতই হোক, তার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। মানিব্যাগটা হিপপকেট থেকে তুলে নিয়ে একবার দেখে নিল। করকরে নতুন পাঁচশো টাকার কুড়িটা নোট। এছাড়া আরও কয়েকটা একশো ও পঞ্চাশ টাকার নোট। কুছ পরোয়া নেহি...।

পারলারে এসে স্বাক্ষর দেখল সেন্টার টেবিলে হুইস্কির চারটি পেগ, সোডার বোতল, একটা পাত্রে আইস-কিউব, আর দুটো আলাদা আলাদা পাত্রে চিকেন রেশমী কাবাব ও ফিশ-ফিংগার যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

স্বাক্ষর বলতে যাচ্ছিল—আয়াম সো সরি...

—দুঃখপ্রকাশ করবার কোনও কারণ নেই,—আবার সেই মোহময়ী হেসে ভার্জিনিয়া বলল—এইমাত্র বাটলার সব সাজিয়ে দিয়ে গেল। আপনার একটুও দেরি হয়নি। আপনি ফ্রেশ হয়েছেন তো?

—হয়েছি। আপনি ফ্রেশ হবেন না?

BanglaBook.org

স্বাক্ষরের এই প্রশ্নে ভার্জিনিয়া যেন লজ্জায় মুখে দুই হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

বলল—আমি ফ্রেশ আছি। আমার জন্যে ভাববেন না। আসুন শুরু করি।

দেখতে দেখতে সময় যে কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেল। চার পেগ মদ ছিল। স্বাক্ষরই খেল তিন পেগ। দু-পেগ খাবার পর সে যখন ঈষৎ জড়ানো স্বরে বলল—আরও দু-পেগ মদের অর্ডার দিই? তখন ভার্জিনিয়া বলল—এখন অর্ডার দিতে হবে না। আমি এক পেগ খেয়েছি। আর এক পেগ এখনও রয়ে গেছে। আপনি এই এক পেগ খান। আপনি দেখছি মদ খেতে ভালোবাসেন...

—আমি তোমাকে ভালোবাসি সোনা...

—আমাকে না আমার কবিতাকে?

—দুটোকেই। তোমাকে বাদ দিয়ে তোমার কবিতা হয় না। তোমার কবিতা বাদ দিয়ে তুমি কিছু নও।

—শুনে সুখী হলাম। কবিতাই আমার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ।

স্বাক্ষরের রীতিমতো নেশা হয়ে গেছে। সে তৃতীয় পেগ ভার্জিনিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—তুমি আমাকে খাইয়ে দাও। খিলখিল করে হাসল ভার্জিনিয়া। বলল—অত দূরে বসে থাকলে কীভাবে খাওয়াবো? কাছে এসো। ভার্জিনিয়ার কোলে বসে তাকে প্রথমে প্রাণপণে আলিঙ্গন করল। তার কানের লতিতে, ঘাড়ে, নাকের ডগায় চুমু খেল। ভার্জিনিয়াও স্বাক্ষরের ঠোঁটে গভীর এক

BanglaBook.org

চুম্বন এঁকে দিল। জিভ দিয়ে স্বাক্ষরের জিভ ছুঁল। স্বাক্ষরের মনে হল, তার শরীর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মদের গ্লাস স্বাক্ষরের মুখের কাছে ধরল ভার্জিনিয়া। প্রবল এক চুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করে দিল স্বাক্ষর। একটা ফিশ ফিংগার তার মুখের সামনে ধরল ভার্জিনিয়া। স্বাক্ষর তাতে কামড় দিয়ে আধো-আধো স্বরে বলল—তুমিও খাও সোনা। ভার্জিনিয়া অর্ধেকটা মুখে পুরে দিল। তারপর স্বাক্ষরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—দরজাটা খোলা আছে। দরজাটা বন্ধ করে আসি।

শেষের পেগটা এক চুমুকে খেয়েই স্বাক্ষরের খুব নেশা হয়ে গেছে। তার কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। ভার্জিনিয়াকে পরিপূর্ণভাবে পাবার জন্যে তার সারা শরীর উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভার্জিনিয়া দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতেই স্বাক্ষর এক হেঁচকা টানে তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল—লেট আস গো টু দ্য বেড।

—চলো—চলো—আমার প্রিয়তম—তুমি যা চাও তাই পাবে।...

বিছানায় শুয়ে পড়েছে স্বাক্ষর। ভার্জিনিয়ার হাত ধরে টানছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভার্জিনিয়া বলল—এক্সিকিউজ মি স্বাক্ষর। আমি টয়লেট থেকে আসছি।

—ওঃ ইয়েস প্লিজ।—স্বাক্ষর বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা বোঁ বোঁ ঘুরছে। আর মাথার কাছে সোঁ সোঁ শব্দ। যেন কোনও দৈত্যের নিশ্বাস। আসলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের শব্দ।

ভার্জিনিয়া টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর হাতের মুঠোর মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করতে লাগল। অপর প্রান্ত

BanglaBook.org

থেকে সাড়া পেল—হ্যালো? —পুরুষের গলা।

—কোথায়?

—রিসেপশনে তীর্থের কাকের মতন বসে আছি...

—ইয়ার্কি মেরো না। এখুনি শুরু হবে...। স্যুইট নং ১০৫। বেডরুমের দরজা ভেজানো থাকবে। দরজার ফাঁক দিয়ে ইউজ ইওর ডিজিট্যাল ক্যামেরা...

—মালটা কি এর মধ্যেই নেতিয়ে পড়েছে?

—আবার অসভ্যতা...খুব সাবধান কিন্তু...

—স্যান্ডার্সকে তুমি সতর্ক করছ? আয়াম এ্যা রিয়েল প্রফেশন্যাল... ফোন কেটে দিল ভার্জিনিয়া। অকারণে একবার ফ্ল্যাশ টিপল কমোডের। আওয়াজ। স্বাক্ষর শুনুক। বুঝুক যে, ভার্জিনিয়া টয়লেট ব্যবহার করছে।

সে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। দেখল স্বাক্ষর একপাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার দৃষ্টি টয়লেটের দরজার দিকেই। সে দু-হাত বাড়িয়ে দিল—এসো...। ভার্জিনিয়া সেই আলিঙ্গনকে তুখোড় নিপুণতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে স্বাক্ষরের কপালে সংরাগময় একটা চুমু দিয়ে বলল—আমি আসছি...ও তর সইছে না! দরজাটা বন্ধ করলাম কি না দেখে আসি।

শোবার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে সে পারলারে এল ও দরজা পরীক্ষা করার বদলে দরজার ছিটকিনি সন্তর্পণে নামিয়ে দিল।

বিছানায় ভীষণ হয়ে উঠেছে স্বাক্ষর। তার হিতাহিত জ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে। যেন তার সামনে শুধু নরকের দরজা খোলা। ভার্জিনিয়ার শাড়ি সে নিজে হাতে টেনে খুলেছে। অবাক চোখে

BanglaBook.org

দেখছে, শাড়ির নীচে সায়া নেই ভার্জিনিয়ার; আছে কালো প্যান্টি; স্লিভলেস ব্লাউজ নিজেই খুলে নিয়েছে ভার্জিনিয়া। সাদা ব্রা। কালো প্যান্টি, সাদা ব্রা। এক অপরূপা শরীর-ভাস্কর্য নিয়ে ভার্জিনিয়া বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে খিলখিল হাসছে। স্বাক্ষর তার পায়ের পাতা, তারপর হাঁটু, তারপর মোহমুদগরের মতো উরুতে চুমু খেতে খেতে ক্রমশ হিংস্র কুমিরের মতন উঠে আসছে। কালো প্যান্টি ধরে উন্মত্তের মতন টান দিচ্ছে স্বাক্ষর। ভার্জিনিয়া আপত্তি করছে—না—না—প্লিজ—আমার লজ্জা করছে—ওখানে হাত দেবেন না—লক্ষ্মীটি। আর ভার্জিনিয়ার এই আপত্তিই যেন স্বাক্ষরের কামোন্মাদনাকে আরও জাগিয়ে তুলছিল। সে টেনে হিঁচড়ে ভার্জিনিয়ার প্যান্টি নামিয়ে এনেছে। মুখ রেখেছে, জিভ রেখেছে স্বর্গীয় কালো উপত্যকায়; শিউরে উঠছে যুবতী, স্বাক্ষরের চুল আঙুল দিয়ে টেনে ধরে বলছে—উঃ আমি আর পারছি না। আমাকে মেরে ফেলো স্বাক্ষর। আমার সবকিছু নাও। উঃ এ যে স্বর্গীয় আনন্দ। এত আনন্দ আমি কোনওদিন পাইনি।

এখন সম্পূর্ণ নগ্ন দুই যুবক-যুবতী। স্বাক্ষর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ভার্জিনিয়ার ওপর। খাট দুলছে। মেদিনী যেন কাঁপছে। খাটের বাজু দুই হাতে চেপে ধরে ভার্জিনিয়া অস্ফুটে বলছে—উঃ-আহ...আরও আরও...তোমার জিভ দাও। স্বাক্ষর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তার শরীরের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষমতা সে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে। আর যেহেতু সে এখন উত্তেজনার ঢেউয়ের শীর্ষে দুলছে, সে লক্ষই করছে না যে, ঘরের পর্দা অল্প ফাঁক করে পার্লারে দাঁড়িয়ে একজন ঢ্যাঙা মতন লোক ডিজিট্যাল ক্যামেরায় সেই বিরল

BanglaBook.org

মিথুন-দৃশ্যের একের পর এক ফোটোগ্রাফ নিয়ে নিচ্ছে।

ক্লান্ত, নিঃশেষিত স্বাক্ষর ভার্জিনিয়ার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। এই ঘর কত আরামদায়ক। কত ঠান্ডা। তা সত্ত্বেও স্বাক্ষর ঘামছে। ভার্জিনিয়া উঠে বসল। একটা তোয়ালেতে ঢেকে নিল নিজের শরীর। স্বাক্ষরের সাদা-রং স্পোর্টস গেঞ্জি এবং জিনস্ ট্রাউজার ও তার অন্তর্বাস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিল খাটের পাশে কার্পেটের ওপর। ভার্জিনিয়া নীচু হয়ে জিনস্ ট্রাউজার তুলে দিয়ে স্বাক্ষরের তলপেট থেকে উরু পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে তার কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল—আই অ্যাম রিয়েলি রিয়েলি স্যাটিসফায়েড। স্বাক্ষর নিজেকে এখন একটু সামলে নিয়েছে। ভার্জিনিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—আমাকে ভালোবাসো তো?—বাসি...বাসি... বাসি...।—আবার ওর কপালে চুমো খেল ভার্জিনিয়া। তারপর বলল—আমি একটু টয়লেট থেকে আসি সোনা। তুমিও ড্রেস করে নাও। তারপর আমরা কফি খাবো।

পনেরো মিনিট পর। পার্লারের সোফায় মুখোমুখি বসে আছে দুজনে। সামনে সেন্টার টেবিলে ট্রেতে কফির পট, দুধের পাত্র, চিনির পাত্র। দুজনের হাতে দুটো কফির কাপ। কফিতে চুমুক দিয়ে স্বাক্ষর বলল—আমার সবকিছু এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে...

—মানে?

—এই তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়া, তোমাকে এভাবে পাওয়া। জানো, ভার্জিনিয়া আমি এর আগে কোনও মেয়ের ভালোবাসা পাইনি...।

—সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। কারণ তোমার যা ভালোবাসার ক্ষমতা

BanglaBook.org

আছে অন্য অনেক পুরুষের তা নেই।

—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই ভার্জিনিয়া।

স্বাক্ষরের এই কথা শুনে ভার্জিনিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল। তার হাসি যেন থামতেই চায় না।

—হাসছ যে বড়?

—আনন্দে হাসছি। তোমার মতন একজন বুদ্ধিজীবী আমাকে বিয়ে করবে এর থেকে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে?

—তাহলে চলো আমরা ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে নোটিশ দিই?

—তোমার মায়ের অনুমতি নেবে না?

—একদিন এসো আমাদের বাড়িতে। মা তোমাকে দেখুন। আসবে?

—যেতে পারি।

—কবে?

—বলব তোমায়? এখন চলো উঠি। আটটা বেজে গেছে। আজ একটু তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

—তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—মা, বাবা, আমার এক ভাই। দিদি ছিল। বিয়ে হয়ে গেছে। স্টেটসে থাকে।

—তাহলে চলো। যাওয়া যাক। বিল?

—হ্যাঁ বলছি। —ভার্জিনিয়া ইনটারকম ফোন তুলে রিসেপশনে ফোন করল। পাঠিয়ে দিতে বলল বিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধোপদুরস্ত বাটলার এসে হাজির বিল, মৌরি,

BanglaBook.org

মোটা দানার চিনি এবং টুথ পিক্ নিয়ে। রুম-রেন্ট এবং খাবারের বিল মোট হয়েছে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা। স্বাক্ষর পাঁচটা এক হাজার টাকার নোট ট্রেতে রেখে বলল—লেট আস গো দেন ইউ এ্যান্ড আই/ফর দি ইভনিং ইজ স্প্রেড আউট এগেনসট্ দ্য স্কাই...। কার লাইন আবৃত্তি করছি বলুন তো?

ভার্জিনিয়া একটু থমকাল—কার লাইন...কার...ঠিক মনে পড়ছে না।

—টি. এস. ইলিয়ট।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ টি. এস...

স্বাক্ষরের কীরকম খটকা লাগল। ভার্জিনিয়ার মতন একজন কবি ইলিয়টের নামের সঙ্গে, তাঁর কবিতার সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়? যাই হোক, খটকাটা সে গিলে ফেলল। হোটেল থেকে বের হতেই ট্যাক্সি। তাতে উঠে পড়ল দুজনে।

BanglaBook.org

‘এই ফোটোগুলো আপনাকে উপহার দিলাম...’

গত তিনদিন ধরে স্বাক্ষরের মন উচাটন হয়ে আছে। বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। যতবার সে ভার্জিনিয়ার মোবাইলে ফোন করেছে, ততবারই দেখেছে সুইচ অফ। যতবার এস. এম. এস. পাঠাতে গেছে ততবারই ‘মেসেজ’ ‘ডেলিভারড’ হয়নি; তার মানে মোবাইল বন্ধ আছে। কেন? কেন? কেন? স্বাক্ষরের কিছুই ভাল লাগছে না। তার শুধু আপশোষ হচ্ছে একটা কথা ভেবে যে সে ভার্জিনিয়ার ঠিকানাটা নিল না কেন? এই ভুলটা সে কেন করল? ঠিকানাটা যদি তার কাছে থাকত, তাহলে সে নিজেই ভার্জিনিয়ার বাড়িতে চলে যেতে পারত। হ্যাঁ, এখন এরকমই মনের অবস্থা তার। সে ভার্জিনিয়াকে না দেখলে বোধহয় আর বাঁচবেই না। কিন্তু কেন দিনের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও ওর মোবাইল ‘অন’ করা থাকছে না? কোনও বিপদ হল কি ভার্জিনিয়ার? অসুখ-বিসুখ করল? কবিতা পড়ার ডাক পেয়ে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে দিল্লি কিংবা অন্য কোনও প্রদেশে চলে গেল? কিন্তু তাতে মোবাইলের সুইচ অফ থাকবে কেন? আচ্ছা, এরকমও তো হতে পারে যে, ওর মোবাইল-সেটটাই চুরি হয়ে গেল? সে কারণেই হয়তো ওর মুঠোফোনটির সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে তো ভার্জিনিয়া চুপ করে বসে থাকবে না? ও নিশ্চয়ই একটা নতুন ফোন কিনবে এবং স্বাক্ষরকে ফোন করে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে ওকে তার নতুন ফোন-নম্বরটাও দিয়ে দেবে। কিন্তু সেসব কিছুই

BanglaBook.org

ঘটেনি। আজ পরপর তিনদিন ভার্জিনিয়ার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যেও যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু এরকম হওয়ার তো কথা নয়। সেদিন হোটেলের বিছানায় দুজনে নিবিড় ঘনিষ্ঠভাবে কাটানোর পর স্বাক্ষরের মনে হয়েছিল, ভার্জিনিয়া তার—শুধু তারই। এবং এতদিন পর সে মনের মতন একজন সঙ্গিনী পেয়েছে। এবার সে সংসারী হবে। বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের স্ত্রী হবে সুন্দরী এবং প্রতিভাময় কবি ভার্জিনিয়া দত্ত। কিন্তু আর ভাবতে পারছে না স্বাক্ষর। এখন তার মনে হচ্ছে, ভার্জিনিয়ার নিশ্চয়ই গুরুতর কোনও বিপদ হয়েছে। এমন কোনও বিপদ যে সে স্বাক্ষরের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছে না।

গতকাল ভার্জিনিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ক্লাশে হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল স্বাক্ষর। সে ইংরেজি অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছিল ব্রিটিশ রোমান্টিক কবি শেলির একটা কবিতা। যাতে শেলি লিখেছেন—ভালোবেসে জীবনে কাঁটার শয্যার ওপর আমি শুয়ে আছি...আমার শরীর থেকে অঝোরে রক্তপাত হচ্ছে...। ইংরেজি লাইনগুলো ছিল এরকম—I fall on the thorns of life; I bleed!...এই লাইনগুলো চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে গিয়ে হঠাৎ স্বাক্ষরের সব গোলমাল হয়ে যায়। সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল যে, সে ক্লাসে অন্তত পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতে এসেছে। তার চোখের সামনে হঠাৎ ভার্জিনিয়ার মুখটা ভেসে ওঠে; ক্ষণকালের জন্যে ভেসে ওঠে হোটেলের দুগ্ধফেননিভ বিছানা এবং সেখানে শায়িত ভার্জিনিয়ার অপূর্ব নগ্ন-ভাস্কর্য! পারিপার্শ্বিক ভুলে স্বাক্ষর চেঁচিয়ে উঠেছিল—ভার্জিনিয়া ভার্জিনিয়া! হোয়ার আর ইউ?

BanglaBook.org

ডোনট ডেজার্ট মী। আই ফল অন দ্য থোর্নস অব লাইফ। আই ব্লীড!

ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। কেউই বুঝতে পারে না ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটছে। পরক্ষণেই তারা স্বাক্ষরের পাগলের মতন আচরণ দেখে হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে। দু-একজন ছাত্র নিজেদের বেঞ্চ থেকে উঠে এসে স্বাক্ষরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—স্যার আপনি কি অসুস্থ?

স্বাক্ষরের সম্বিৎ ফেরে। সে বুঝতে পারে যে সে কী ভুল করে ফেলেছে। সে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে বলে—নো নো। আই অ্যাম ও. কে.। স্যরি স্যরি। আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল...। কোনও একজন ছাত্র এককোণ থেকে বলে ওঠে স্যার আপনি বি. পি. চেক করিয়েছেন? অনেক সময় প্রেসার বাড়লে এরকম হয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঝঙ্কার। এবং এক্ষেত্রে ছাত্রীদের দিক থেকেই হাসির রোল ওঠে বেশি। স্বাক্ষর হয়তো আরও অপদস্থ হত, কিন্তু ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজে যায়। নিজের বই-পত্র, ডাস্টার ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে স্বাক্ষর মাথা নীচু করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। এখন একটা পিরিয়ড তার অফ। সে ঘাড় এলিয়ে চুপচাপ টিচার্স-রুমে পাখার ঠিক নীচে চোখ বুজে বসে থাকে। এমন সময় স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মিত্র এই ঘরে ঢোকেন। স্বাক্ষরকে জিগ্যেস করেন—প্রফেসর সেন আপনি কি অসুস্থ?

স্বাক্ষর তাড়াতাড়ি ঘাড় তুলে সোজা হয়ে বসে।

—নাহ মানে...

BanglaBook.org

—আপনার ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র এসেছিল আমার কাছে। আপনি তাদের শেলির কবিতা পড়াতে গিয়ে নাকি হঠাৎ ভার্জিনিয়া ভার্জিনিয়া বলে বিলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন? হু ইজ দিস ভার্জিনিয়া? ডু ইউ মিন ভার্জিনিয়া উলফ? তিনি তো একজন নভেলিস্ট। শেলির আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ আসবে কেন?

—না...মানে...স্যার...

—যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটিতে চলে যান। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আজেবাজে আচরণ করবেন কেন? এতে কলেজের বদনাম হয় বোঝেন না?

অধ্যক্ষ আর দাঁড়াননি। গজগজ করতে করতে চলে গিয়েছিলেন। খুব খারাপ লেগেছিল স্বাক্ষরের। সে মনে মনে বলেছিল—ভার্জিনিয়া তোমার কী হয়েছে? তুমি কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?

তারপরই নিজের মুঠোফোন বের করেছিল বুকপকেট থেকে। এবং ভার্জিনিয়ার নম্বরে ডায়াল করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল সেই চেনা মেয়েলী কণ্ঠ দ্য নাম্বার ইজ সুইচড্ অফ।...

মাথাটা দপদপ করছিল স্বাক্ষরের। কী করবে সে বুঝতে পারছিল না। ভীষণ অস্থির লাগছিল। এরপরেও একটা ক্লাস আছে। ঘড়ি দেখেছিল। দশ মিনিট বাদে। চোখ বুজিয়ে, ঘাড় এলিয়ে আবার বসেছিল। হঠাৎ কানের কাছে রিনরিনে কণ্ঠস্বর—স্যার...

চমকে ঘাড় ঘুরিয়েছিল স্বাক্ষর। দেখেছিল ছাত্রী—রিমঝিম।...

—কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?—স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল স্বাক্ষরের স্বরে।

BanglaBook.org

—স্যার, আপনার কি আজ শরীর খারাপ?—রিমঝিম ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছিল।

—শরীর খারাপ হবে কেন?...কী ব্যাপার বলো তো? সবাই শুধু জিগ্যেস করছে আমার শরীর খারাপ কীনা? কী এমন করেছি আমি ক্লাসে? এ্যাঁ? কী এমন করেছি?...নাহ্ আমার শরীর খারাপ নয়। আমার এখন ক্লাস আছে। যাও তুমি যাও।

রিমঝিমের মুখ ওভাল শেপ। চুলে হর্স টেল। মেরুন রং-এর শাড়ি আর ঘি রং ব্লাউজ। লম্বা, ছিপছিপে। চোখদুটো একটু কটা কিন্তু দৃষ্টিতে নম্রতা। স্বাক্ষরের ধমক খেয়ে সে কেমন যেন চুপসে গেল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। যেন তীব্র এক বেদনাবোধ সামলাচ্ছে।

সে নীচু স্বরে বলল—স্যার আজকে নয় একটা ক্লাস না করলেন। আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। আপনি বরং বাড়ি চলে যান...।

—সে পরামর্শ দেবার তুমি কে?...আচ্ছা ফাজিল মেয়ে তো? —ভীষণ রুঢ় ব্যবহার করল স্বাক্ষর। অপমানবোধে নীল হয়ে গেল রিমঝিমের শান্ত, নম্র, সুন্দর মুখশ্রী। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে স্বাক্ষর। করিডর ধরে অন্য ছেলেমেয়েদের মাঝখান দিয়ে রিমঝিম হেঁটে যাচ্ছে। মুখ নীচু করে। ওর চোখে কি জল এসে গেছে? ওসব খেয়াল করবার ফুরসুৎ নেই এখন স্বাক্ষরের। এখনই ক্লাসে যাওয়া উচিত। কিন্তু তার মনে হল তার মাথার মধ্যে সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। সে এখন ক্লাসে গিয়ে কিছুই পড়াতে পারবে না। কী পড়াতে হবে বেশ? সেটাও মনে পড়ছে না। নিজের মনে মাথা

BanglaBook.org

ঝাঁকাতে লাগল স্বাক্ষর। ওপ্রান্ত থেকে বিজ্ঞানের প্রফেসর হিমাদ্রী রায় বলল—কী হল প্রফেসর সেন? ওভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন কেন? এনি প্রবলেম?

স্বাক্ষর তাড়াতাড়ি বলল —নো—নো—নো প্রবলেম। তবে আমি এই ক্লাসটা নিতে পারব না বুঝলেন?

—নিতে পারবেন না?...দেন ইউ গো টু দ্য প্রিন্সিপ্যাল অ্যান্ড টেল হীম...শরীর খারাপ তো লাগতেই পারে। অন্য কাউকে আপনার জায়গায় পাঠিয়ে দিলেই হবে। নীলাঞ্জনা গুপ্ত তো এসেছেন। উনি ওঁর ফিললজির ক্লাসটা নিয়ে নিতে পারেন...।

—তাই করি বলুন?

—অফ কোর্স...। আমি যাব আপনার সঙ্গে?

—না তার দরকার নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি। থ্যাঙ্কস ফর দ্য সাজেসান।

আগের ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। বাইরে মৃদু গুঞ্জন। অনেক পদধ্বনি। ক্লাস শেষ হলে ছেলেমেয়েরা অনেকেই বেরিয়ে আসে। এদিক-ওদিক চলে যায়। স্বাক্ষর আর দেরি করল না। তার মাথা রীতিমতো ঝিমঝিম করছে। টিচার্স রুমের পাশেই অধ্যক্ষের ঘর। দরজার সামনে পরদা। স্বাক্ষর পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—আসব স্যার?

অধ্যক্ষ ড. মিত্রের সামনে একটা মোটা বই খোলা। তাঁর বিষয় পদার্থবিদ্যা। তিনি বই থেকে চোখ তুলে স্বাক্ষরকে দেখলেন। বললেন—কী ব্যাপার বলুন তো?

—স্যার এই ক্লাসটা আমি নিতে পারব না।

BanglaBook.org

—বাট হোয়াই? আপনার কী হয়েছে বলুন তো?

—শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ লাগছে। আই অ্যাম নট ফিলিং গুড।

—প্রেসারের ওষুধ খান?

—নাহ্ স্যার?

—প্রেসার চেক করিয়েছেন?

—নাহ্ স্যার?

—কোলেস্টেরল, হার্ট, সুগার?

—নাহ্...কিছুই কোনওদিন চেক আপ করাইনি।

—করাননি কেন? কত বয়স হল?

—থার্টি ফাইভ প্লাস...

—করিয়ে নেওয়া উচিত। আপনার মুখ দেখেও ভাল মনে হচ্ছে না। আমি নীলাঞ্জনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ক্লাসে। ও ম্যানেজ করে দেবে। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আপনি আজই কোনও এম. ডি. ডক্টরকে দেখান। সব কিছু চেক-আপ করান। তারপর কলেজে আসুন। ও. কে.? সামথিং ইজ রং উইথ ইউ...। যান, বাড়ি যান।

—ধন্যবাদ স্যার।

নিজের ঝোলা-ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে স্বাক্ষর দ্রুত পায়ে কলেজের বাইরে এল। অটো-স্ট্যান্ডে আসতেই দেখল ফাঁকা অটো দাঁড়িয়ে আছে। উঠে পড়ল। একটু বাদেই অটো ভর্তি হয়ে গেল যাত্রীতে। বুক-পকেট থেকে মোবাইল বের করল স্বাক্ষর। আশায় বুক-ধুকপুক করছে তার। ভার্জিনিয়ার নাম্বারে আবার ফোন। আবার সেই

BanglaBook.org

ঘোষণা—দি সাবসস্ক্রাইবার ইজ কারেন্টলি সুইচড অফ...। গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল স্বাক্ষরের। কী হচ্ছে ব্যাপারটা? ভার্জিনিয়া কি তার সঙ্গে গেম খেলছে? আর কি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না ও? কিন্তু তাহলে ওর কবিতার ওপর প্রবন্ধ লেখার কী হবে? সেটা কি লিখবে না স্বাক্ষর? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বারাসাত স্টেশন। ট্রেন। শিয়ালদা। ট্যাক্সি। ধর্মতলা। ট্যাক্সিকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে চলে এল স্বাক্ষর। একটা 'বার'-এ ঢুকল। একা একা এই প্রথম সে কোনও 'বার'-এ ঢুকছে। কিন্তু এখন যে তার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এখন তার মদ্যপান করতে ইচ্ছে করছে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিশাল কক্ষ। আরামপ্রদ চেয়ার আর চৌকো, ছোট টেবিল। এখনও সন্ধ্যা পুরোপুরি নামেনি। পানশালা এখনও তেমন জমে ওঠেনি। অনেক টেবিলই ফাঁকা। কোণের দিকে একটা টেবিল বেছে নিল স্বাক্ষর। নোটবুক আর পেনসিল নিয়ে বাটলার। স্বাক্ষর দু-পেগ হুইস্কি, সোডা আর ফিশ-ফিংগারের অর্ডার দিল।

এক পেগ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরাল স্বাক্ষর। আমেজ আসছে। মাথাটা যেন ধীরে ধীরে ছেড়ে যাচ্ছে। তার সামনের টেবিলেই মুখোমুখি বসে এক যুবক ও যুবতী। ওরাও মদ্যপান করছে। যুবকের ঠোঁটে সিগারেট। যুবতীর ঠোঁটেও সিগারেট। যুবক কোনও একটা হাসির কথা বলেছে। যুবতী হাসছে। যেন স্বর্গের দেবী হাসছে! মনটা হু হু করে উঠল স্বাক্ষরের। যদি ভার্জিনিয়া আজ তার সঙ্গে থাকত, তাহলে তাকেও সে হাসাতে পারত এভাবে। মনে

BanglaBook.org

হত পৃথিবী বাসযোগ্য। এখন তার পাশে ভার্জিনিয়া নেই, আজ তিনদিন সে তার প্রেমিকার গলার স্বর পর্যন্ত শোনেনি; এখন স্বাক্ষরের মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে কী লাভ? সে আবার মোবাইল বের করল পকেট থেকে। ছোট্ট, একচিলতে পর্দার ওপর স্বাক্ষর একটা 'মেসেজ' লিখল ঃ 'তোমাকে পাচ্ছি না বলে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। প্লিজ, sms পাঠাও কিংবা কথা বল। ভার্জিনিয়ার নম্বরে সে মেসেজটা পাঠিয়ে দিল। মেসেজ 'sent' হল কিন্তু 'delivered' হল না। কারণ ভার্জিনিয়ার মোবাইলের সুইচ অফ। তবুও তো মেসেজ-বক্সে থেকে গেল এস. এম. এস. টা। যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ভার্জিনিয়া তার মোবাইল 'অন' করে তাহলে 'মেসেজ' টা তার চোখে পড়ে যাবে। দু-পেগ হুইস্কিই শেষ। আরও দু-পেগ-এর অর্ডার দিল স্বাক্ষর। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে বিল মিটিয়ে যখন সে পানশালা থেকে রাস্তায় বের হল, তখন তার দু-পা রীতিমতো টলছে; মাথা অন্যরকমভাবে ঝিমঝিম করছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার রিমঝিম-এর মুখটা মনে পড়ল। আচ্ছা ওই মেয়েটার কি তার প্রতি কোনও দুর্বলতা আছে? আজকে কি স্বাক্ষর রিমঝিম-এর প্রতি অকারণে একটু রূঢ় ব্যবহার করল? সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে শুধু একটাই কারণে; ভার্জিনিয়া হঠাৎ তার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জন্যে। আচ্ছা এরকম কি হতে পারে ভার্জিনিয়াকে কেউ কিডন্যাপ করেছে? হতেও তো পারে। এই কলকাতা শহরে প্রতিদিন কতরকম রোমহর্ষক ঘটনাই না ঘটছে! ভার্জিনিয়ার মতন সুন্দরী মেয়েকে যদি কিছু দুস্কৃতি হঠাৎ অপহরণ করে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে

BanglaBook.org

ভেবে শিউরে উঠল স্বাক্ষর। পুলিশের কাছে খোঁজ নেবে? ভার্জিনিয়া একবার বলেছিল না যে, সে কুঁদঘাটের কাছে থাকে? তাহলে কি কুঁদঘাট থানায় খোঁজ নিয়ে দেখবে এই ধরনের অপহরণের কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কী না?

কিন্তু আপাতত তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। তার মাথা বোঁ বোঁ ঘুরছে। পা কাঁপছে। এতটা মদ্যপান সে কোনওদিনই করেনি। মনে হল যেন বমি হবে। কিন্তু বমিটা গলার কাছে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। কপালে ঘাম জমেছে তা বেশ বুঝতে পারছে স্বাক্ষর। এখুনি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়তে হবে।

গুটি গুটি একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালও। স্বাক্ষর দরজা খুলে উঠে পড়ল। মাথা এলিয়ে দিল সিটে। চালক মিটার ডাউন করে জিগ্যেস করল ঃ কোথায় যাব স্যার?

—গল্ফগ্রিন।—ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

গল্ফগ্রিনের মোড়ে এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল। স্বাক্ষর ততক্ষণে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার নাম ডাকছে—ফর্ফর... ফর্ফর...। চালক হাঁক দিল—স্যার—ও স্যার—গল্ফগ্রিন এসে গেছে। এবার কোনদিকে যাব? কোথায় আপনার বাড়ি?

স্বাক্ষরের ঘুম চটকে গেল। সে ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসে বলল—স্যরি—ডানদিকে চলুন।

তার নির্দেশমতো কিছুটা যাবার পরই আবাসন। স্বাক্ষর ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। রাত এমন কিছু হয়নি। সাড়ে আটটা। কিন্তু এই আবাসনের সব ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে অবশ্য কথাবার্তা, টিভি চলার শব্দ ভেসে আসছে। এখানে

BanglaBook.org

কেউ কারোর নয়। এক প্রতিবেশীর সঙ্গে আর এক প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গতা খুব কমই হয়। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে বসবাসকারী এক একটা পরিবার এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

রীতিমতো টলতে টলতে স্বাক্ষর তিনতলায় উঠে এল। তাদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে ডোর বেলে চাপ দিল। দরজা খুললেন মা। স্বাক্ষর কিছুটা হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল। তারপর সোফায় বসে হাঁফাতে লাগল। তাকে দেখে মা ছুটে এসে বললেন—কী হয়েছে খোকা? কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে? স্বাক্ষরের জামা থেকে, তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে তিনি মদের গন্ধ পেলেন। মা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তাঁর ছেলে মদ খেয়ে বাড়িতে ঢুকেছে।

—একী খোকা তুমি মদ খেয়েছ?

উত্তরে স্বাক্ষরের গলা থেকে 'ওয়াক' ধ্বনি বেরিয়ে এল।

—তুমি কি বমি করবে?

স্বাক্ষর ঘাড় নাড়ল। সেই সঙ্গে ছুটে বেসিনের দিকে গেল। হড়হড় করে বমি করতে লাগল স্বাক্ষর। মা তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—ইস্! জীবনে তুমি কোনওদিন এসব ছাইপাঁশ গেলনি তো? কাদের পাল্লায় পড়েছিস রে খোকা! বল আমাকে খুলে বল...।

স্বাক্ষর প্রবলভাবে হাঁফাচ্ছিল। বেসিনের কল খুলে ধুয়ে দিচ্ছিল নোংরা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—মা আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। আমাকে বিছানায় একটু শুইয়ে দাও। ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে আমার...।

BanglaBook.org

মা যত্ন করে স্বাক্ষরকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। আর ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

—মদ খেলি কেন আজ খোকা? এসব খাওয়া কি ভালো?

—আমাকে কিছু জিগ্যেস কোরো না মা। ভুল করে ফেলেছি। ...ঘুমোতে দাও।

—রাতে কিছু খাবি না খোকা?

—নাহ্...।

—তুই কি কোনও ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছিস?

—আমাকে ঘুমোতে দাও মা...।

স্বাক্ষর ঘুমিয়ে পড়ে। মা ছেলের শিয়রের কাছে বসে থাকেন। কোনও এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর মন কেঁপে ওঠে? কী ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছে তাঁর একমাত্র ছেলে? বেশ তো নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকত। গত কয়েকদিন ধরে দেখছেন ছেলে যেন কোনও ব্যাপারে অস্থির হয়ে উঠেছে। গতরাতেই তো। তখন বোধহয় ঘড়িতে একটা বাজে। গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন মা। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টয়লেটে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। মশারি থেকে বাইরে বের হয়ে টয়লেটে যাবার সময় দেখেছিলেন স্বাক্ষরের ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত পর্যন্ত ছেলেটা জেগে আছে? পা টিপে টিপে মা গিয়েছিলেন ওই ঘরের দরজা পর্যন্ত। উঁকি দিয়েছিলেন ঘরের ভেতর। দেখেছিলেন ছেলে তো পড়ছে না! ঘরময় পায়চারি করছে! বিড়বিড় করেছ কী বলছে নিজের মনে। চোখ দুটো লাল। টেবিলে কোনও বই নেই। শুধু

BanglaBook.org

ওর মোবাইলটা পড়ে আছে। ওর সামনে যেতে সাহস করেননি মা। পা টিপে টিপে ফিরে এসেছিলেন। টয়লেট সেরে আবার শুয়ে পড়েছিলেন। মাথায় ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু যেহেতু ঘুমের ওষুধ খান তাই আবার তলিয়ে গিয়েছিলেন ঘুমে। আজ সকালেও স্বাক্ষরকে খুব অন্যমনস্ক লাগছিল। কলেজে যাবার জন্যে সে যখন খেতে বসেছিল, তখনও মায়ের মনে হয়েছিল একবার জিগ্যেস করেন যে কী ব্যাপারে এত ডিসটার্বড সে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন স্বাক্ষর। মা যত্ন নিয়ে মশারি খাটিয়ে দিলেন। ছেলে কিছু মুখে দিল না বলে নিজেও কিছু মুখে দিলেন না। খুব মন খারাপ লাগছিল। ভাবছিলেন এবার বোধহয় ছেলের একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।...আচ্ছা, তাঁর বোকাসোকা ছেলেটা প্রেমে পড়েনি তো? ওর কষ্ট পাওয়ার লক্ষণগুলো প্রায় সেরকমই। ডাক্তারের পরামর্শমতো ঘুমের ওষুধ খেতেই হয়। তাই খেলেন মা। তারপর নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একটু পরে তিনিও ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলেন।

মা অনেক ভোরে ওঠেন। প্রথমে চানঘরে যান। প্রাতঃকৃত্যাদি এবং স্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরে তারপর ঠাকুরঘরে যান। স্বামী যে ঘরে থাকতেন, তিনি পরলোকপ্রাপ্তির পর সেটাই এখন তাঁর ঠাকুরঘর। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঠাকুরঘরে কাটাবার পর মা ঘরোয়া শাড়ি জামা পরে নেন, ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং দুজনে মুখোমুখি বসে চা নেন। আজ তিনি ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, স্বাক্ষর চোখ-মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে নিজেই ডাইনিং-টেবিলে

BanglaBook.org

অপেক্ষা করছে। তাকে অনেক ঝরঝরে লাগছে। মাকে দেখে সে বলল—ভালো সকাল মা...।

—ভালো সকাল বাবা। ঘুম ঠিক হয়েছিল তো?

—হ্যাঁ। চা দাও মা। চা আর বিস্কুট।

—এখুনি দিচ্ছি।

মা চা করতে লাগলেন। গত রাতের মদ্যপানের কথা ইচ্ছে করেই তুলবেন না ঠিক করলেন। পরে একসময় জেনে নিলেই হবে কাদের সঙ্গে স্বাক্ষর গতরাতে মদ্যপান করেছিল। দু-কাপ চা। একটা প্লেটে বিস্কুট। দুজনের হাতে চা-এর কাপ। চুমুক দিয়ে স্বাক্ষর জানাল—আজ কলেজে যাব না মা...।

—ওমা কেন?

—আজ একটু ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যাব। পড়াশোনার ব্যাপার আছে। আর এখন যাব সামনের সেলুনে দাড়ি কামাতে।—গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে স্বাক্ষর বলল।

বাড়িতে দাড়ি কামানো এখনও আয়ত্ত হয়নি স্বাক্ষরের। একদিন অন্তর তাকে দাড়ি কামাতে যেতে হয় গল্ফগ্রিন মোড়ে একটা সেলুনে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় নতুন ব্লেড। আজ যখন সে রাস্তা পার হয়ে সেলুনের দিকে এগোচ্ছে তখন সে লক্ষ করল না যে ২১৫ নং বাস-স্ট্যান্ডের কাছে একজন লোক একটা স্কুটারে বসে যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই লোকটা স্কুটার চালু করল এবং সাঁ করে স্বাক্ষরের সামনে এসে স্কুটার থামিয়ে প্রায় তার পথরোধ করে দাঁড়াল। লোকটা লম্বা। বলিষ্ঠ চেহারা। শক্ত চোয়ালে কাঠিন্য। চোখ দুটো কুতকুতে। পরনে জিনস

BanglaBook.org

এবং হাওয়াই সার্ট। লোকটা হেসে বলল—কী স্বাক্ষরবাবু ভালো আছেন?

—আপনাকে চিনলাম না তো?—অবাক হয়ে বলল স্বাক্ষর।

—চেনার দরকার নেই। এই ফোটোগুলো আপনাকে উপহার দিলাম...। জামার বুকপকেট থেকে একটা বড়সড় খাম লোকটা স্বাক্ষরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। যন্ত্রচালিতের মতন স্বাক্ষর খামটা নিয়েও নিল। লোকটা স্কুটার চালু করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। খামটা হাতে ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বাক্ষর দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ধারে।...

BanglaBook.org

'আমি ভার্জিনিয়া নই...'

আকাশ ঝকঝকে নীল। বড় সুন্দর দিন আজ। নরম রোদ। সূর্যের ওপর মেঘের হালকা একটা পরত। ফলে রোদের তীব্রতা যতটা অনুভূত হবার কথা হচ্ছে না। এখন বোধহয় সকাল সাড়ে দশটা। একপাল ছোট ছোট ছেলে নিজেদের মধ্যে কল্‌কল্‌ করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। স্বাক্ষর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে কিছুটা দূরেই একটা মাধ্যমিক স্কুল। ছেলেগুলো বোধহয় স্কুলে যাচ্ছে। একজন সুন্দরী যুবতী, চোখে রোদচশমা, পরণে সালোয়ার-কামিজ, কাঁধে ব্যাগ, বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। আরও কত মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। জীবন এগিয়ে চলেছে স্বাভাবিক ছন্দে। শুধু স্বাক্ষর ডান হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। কী আছে খামের ভেতর? কী? লোকটা বলে গেল—এই ফোটোগুলো আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম। কী ফোটো ওগুলো? সেলুনে যাওয়া মাথায় উঠল। স্বাক্ষর রাস্তায় দাঁড়িয়েই খামের মুখ খুলে ফোটোগুলো দেখতে লাগল একের পর এক। আর তার মাথা যেন ঘুরে গেল। এ কী সব ফোটো দেখছে সে? পর পর দশটা ফোটোগ্রাফ! তার আর ভার্জিনিয়ার ঘনিষ্ঠ অবস্থার ফোটো! হোটেলের বিছানায় সে নগ্ন হয়ে নগ্ন ভার্জিনিয়ার শরীরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। প্রবল সংরাগে সে চুম্বন করছে ভার্জিনিয়াকে! সে ভার্জিনিয়ার পদযুগলে চুম্বন করছে! ভার্জিনিয়া বিছানায় শুয়ে আছে আর স্বাক্ষর নিজের

BanglaBook.org

অন্তর্বাস খুলতে ব্যস্ত। ইস! কী ভয়ানক বিশ্রি! কী অশ্লীল! কী বীভৎসে অসভ্যতা! কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ফোটোগুলো কে, কখন তুলল? তার মানে সেদিন হোটেলের বিছানায় যখন স্বাক্ষর ভার্জিনিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে প্রেমে ব্যস্ত ছিল, তখন কি কেউ ঘরে লুকিয়ে ছিল ক্যামেরা হাতে? কে লুকিয়ে থাকতে পারে? কোথায় লুকিয়ে ছিল? সেটা এক মুহূর্তের জন্যেও স্বাক্ষরের নজরে পড়ল না? ভার্জিনিয়া কি এটা জানে?...যে তাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তের ছবি কেউ তুলে রাখছে? স্বাক্ষরের হঠাৎ মনে হল, ভার্জিনিয়া এটা জানে না। কোনও ভদ্র ঘরের মেয়ে সচেতনভাবে তার নগ্ন শরীরের ছবি বা ফোটো তুলতে রাজি হবে? বিশেষত ভার্জিনিয়ার মতন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি? কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও তার মনে এল। আজ তিন দিন হল, ভার্জিনিয়ার সঙ্গে সে যোগাযোগ করতে পারছে না কেন? তার মোবাইলের সুইচ বন্ধ কেন? এই লোকটা কে? যে তাকে দশটি মারাত্মক ফোটোগ্রাফের খাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল? আচ্ছা, এটা কি হোটেলের কোনও ষড়যন্ত্র? ওই হোটেলটিতে হয়তো ওরকম ব্যবসাই হয়? এভাবে ছবি তুলে রাখা হয়। তারপর কাস্টমারের বাড়িতে সেই ছবি পাঠিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হয়। এটা সেরকম কোনও ফাঁদ নয় তো?

ভাবতেই শিউরে উঠল স্বাক্ষর। এই ফোটো যদি তার বাড়িতে মা-এর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে মায়ের প্রতিক্রিয়া কী হবে? মায়ের হার্ট এমনিতেই দুর্বল। তার জন্যে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয় মাকে। এছাড়া মায়ের প্রেশারও তো আছে। ছেলের এই কীর্তি দেখে মা

BanglaBook.org

কি দারুণ শকড্ হবে? তার ফল কী হতে পারে?...

এরপরই স্বাক্ষরের মাথায় ধেয়ে এল আর এক চিন্তা। নিশ্চয়ই এরকম ফোটোগ্রাফের প্রিন্ট আরও আছে তাদের হাতে, যারা তাকে দুশ্চিন্তার আর অসুবিধেয় ফেলতে চাইছে। তারা নিশ্চয়ই এ খবরও রাখে যে স্বাক্ষর কোনও কলেজে পড়ায়। এরকম দশটি জঘন্য ফোটোর খাম যদি তারা কলেজের অধ্যক্ষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয় কলেজে স্বাক্ষরের চাকরির ভবিষ্যৎই বা কী হবে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে স্বাক্ষরের মনে হল, তার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। মনে হল, আজ চুল কাটার প্রোগ্রাম বাতিল করা উচিত। এখনই বাড়ি যাওয়া উচিত। একটু ভাবা দরকার। বিষয়টা নিয়ে। আচ্ছা সে যদি নিজেই পুলিশের কাছে গিয়ে সাহায্য চায়। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? তাহলে তো তাকে প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে যে, সে তার গার্ল-ফ্রেন্ড কে নিয়ে একটা হোটেলে কয়েক ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়েছিল। সেটা স্বীকার করা ভাল হবে না খারাপ হবে? আজকাল তো সহজ মেলামেশার যুগ। সে যদি পুলিশের কাছে স্বীকারই করে যে, হ্যাঁ মেয়েটিকে সে ভালবাসে। এবং ভালবাসে বলেই তারা একদিন ওভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে সেই ছবি তাকে পাঠিয়ে থ্রেট করার জন্যে হোটেল কর্তৃপক্ষকে তো পুলিশ জেরা করতেই পারে। তাহলে কি তাই করবে স্বাক্ষর? ভাবতে হবে। আরও ভাবতে হবে। আর সেই ভাবনার জন্যে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া প্রয়োজন।

রাস্তায় ভ্যাবলার মতন দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? সামনের

BanglaBook.org

সিগারেটের গুমটি থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল স্বাক্ষর। ধরাল একটা। তারপর ঘনঘন সিগারেট টানতে টানতে আর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোতে লাগল বাড়ির দিকে। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করল ফোটোর খামটা। এক মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল বুকটা।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে যখন পৌঁছল, তখনও সিগারেট শেষ হয়নি। ডান হাতে দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। স্বাক্ষর ডোর-বেল বাজাল। মা দরজা খুললেন। দেখে অবাক। নিজেই লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এরকম কোনওদিন হয়নি তো? তিনি দরজা খুলে দেখছেন স্বাক্ষরের ঠোঁটে সিগারেট। মা চলে যেতে স্বাক্ষরের টনক নড়ল। তার খেয়াল হল যে সে কতবড় ভুল করে ফেলেছে। কোনওদিন সে মায়ের সামনে স্মোক করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। আসলে আজ ফোটোগুলো দেখার পর থেকেই তার মন এলোমেলো হয়ে গেছে। নানা ধরনের পরিণামের কথা ভাবছে সে। ভয়ে মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে কারণেই তার খেয়ালই ছিল না যে, মা যখন দরজা খুলছেন, তার ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। সিগারেটটা বাড়ির বাইরের নর্দমার জলে ছুড়ে দিল স্বাক্ষর। মা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছেন। মায়ের মুখোমুখি হতে সে চাইছে না এই মুহূর্তে। নিজের ঘরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর খাম থেকে ফোটোগুলো বের করে দেখতে লাগল আবার। ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠল তার সেলফোন।... পাঞ্জাবির পকেটে সেলফোনটা বেজে যাচ্ছে। বিছানায় চিত হয়ে শোয়ার সময় উত্তেজনায় ফোনটা পকেট থেকে বের করা হয়নি। স্বাক্ষর বাঁ-কাত

BanglaBook.org

হয়ে শুল এবং পাঞ্জাবির ডান-পকেট থেকে ফোনটা বের করে আলো-জ্বলা স্ক্রিনের দিকে তাকাল। একটা অচেনা নম্বর। এক মুহূর্ত বুকটা ধক করে উঠল। ভার্জিনিয়া নয় তো? হয়তো ভার্জিনিয়াও একই ধরনের ফোটো পেয়েছে এবং অন্য কোনও ফোন থেকে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে! উঠে বসল স্বাক্ষর।

—হ্যালো?

—মি. সেন কেমন আছেন?—পুরুষের ভরাট কণ্ঠস্বর।

—কে কথা বলছেন?

—যে ফোটোগুলো এইমাত্র দেওয়া হল আপনাকে সেগুলো দেখেছেন?

—আ...আ...প...নি... কে ব...ল..ছে...ন?

—ওই ফোটোগুলো আপনাকে কেন দেওয়া হল বুঝতে পারছেন?

—মানে...

—দেখে তো মনে হয় গুডি গুডি বয়; ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। কিন্তু তলে তলে যে আপনি কী চিজ ওই ফোটোগুলো দেখলেই তা বোঝা যাবে।

—আপনি ওই ফোটোগুলো কাদের দেখাবেন?—আর্ত স্বর স্বাক্ষরের।

—কাদের দেখাব?...কাদের দেখাব? সেটাই তো ভাবছি...

—আপনি কে কথা বলছেন?

—ফোটোগুলো কাদের দেখাব সেটা শুনুন...একটা সেট যাবে আপনার কলেজে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রিন্সিপ্যালের ঠিকানায়,

BanglaBook.org

একটা সেট পৌঁছে যাবে আপনার মায়ের হাতে, সেটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের; আপনি হাজার চেষ্টা করলেও তাতে বাধা দিতে পারবেন না। আর একটা সেট কোথায় পাঠানো হবে জানেন?

—কোথায়?—স্বাক্ষরের গলা তখন ক্ষীণ। প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

—এক বহুল প্রচারিত দৈনিকে। সেখানে হয়ত একটা ছবি ছাপা হবে এবং খবরের শিরোনাম হবে—কবির সঙ্গে অধ্যাপকের পরকীয়া...কী ব্যাপারটা খাবে না পাবলিক?

—প্লিজ আমার এই ক্ষতি করবেন না। আমার মা এইরকম ফোটো দেখলে ভীষণ আঘাত পাবে মনে। মায়ের হার্ট উইক। হয়তো...

—আর কী ক্ষতি হবে আপনার?

—দেখুন কলেজে এই ফোটো পাঠালে মরাল টারপিচিউডের অভিযোগে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। আর...

—আর?

—খবরের কাগজে যদি আমার নামে এরকম খবর বেরিয়ে যায় তাহলে তো আমি লোকজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আর তাছাড়া ভার্জিনিয়াও তো ভদ্রঘরের মেয়ে। ওরও তো মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। আপনি কে? আমরা কি আপনার কোনও ক্ষতি করেছি? তাহলে আপনি আমাদের ক্ষতি করতে চাইছেন কেন?

স্বাক্ষরের এই কথায় সেই পুরুষ কণ্ঠ হা হা হা হাসল। স্বাক্ষরের কানে যেন আলপিন ফোটাচ্ছে সেই হাসি। হাসি থামলে

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর বলল—ভার্জিনিয়া আমার সঙ্গেই আছে। ওর সঙ্গে কথা বলবেন?

—ভার্জিনিয়া আপনার সঙ্গে? —ঠিক শুনছে তো স্বাক্ষর?

—ইয়েস মাই ডিয়ার...এই যে কথা বলুন...

—হ্যালো স্বাক্ষর কেমন আছো?—স্বাক্ষর ফোনে পরিস্কার শুনছে ভার্জিনিয়ার গলা।

—ভার্জিনিয়া তুমি?—তুমি...

—শোনো স্বাক্ষর...আমাদের হাতে সময় খুব কম...কাজের কথাটা বলে নিই।

—কাজের কথা?

—ইয়েস কাজের কথা।

—তাহলে এতদিন ধরে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয়...

—আহ্ আবার কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়...শোনো, যদি নিজের চাকরি বাঁচাতে চাও, সমাজে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও তাহলে তোমাকে আমাদের দিতে হবে পাঁচ লাখ টাকা...ইয়েস ফাইভ ল্যাখ...

—এটা কি ব্ল্যাকমেলিং?

—যদি তাই বল তো তাই। আগামীকাল বিকেলের মধ্যে টাকাটা তোমাকে দিতে হবে।

—আগামীকাল বিকেলের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা? আমি কোথা থেকে পাব ভার্জিনিয়া? অধ্যাপনা করে আমি কত টাকা পাই?

ও প্রান্তে হাসি। তীক্ষ্ণ স্বরে হাসি। ভার্জিনিয়ার হাসি।

—স্বাক্ষর ভেবো না তোমার সম্বন্ধে খোঁজখবর না করে আমরা

BanglaBook.org

কাজে নেমেছি। গল্ফগ্রিন এইচ ডি এফ সি ব্রাঞ্চে তোমার এবং তোমার মায়ের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে আমরা জানি। তোমার আর কী এমন টাকা। কিন্তু তোমার বাবার সেভিংসই তো কুড়ি লাখের বেশি। অনেক ভালো চাকরি করতেন না উনি! উত্তরাধিকারসূত্রে তুমিই তো সেসব টাকার মালিক। অতএব আর বাহানা নয় স্বাক্ষর। এখন বল—ইয়েস অর নো...।

—যদি তোমাদের ডিমান্ড অনুযায়ী টাকাটা না দিই। পুলিশে কমপ্লেন করি?

এই প্রশ্নটা স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আধ মিনিট ধরে সে মুঠোফোনে মহিলার হাসি শুনতে পেল। এবং কোনও ভুল নেই। এই কণ্ঠস্বর ভার্জিনিয়ার। হাসি থামিয়ে সে বলল—পুলিশে কমপ্লেন করবে তুমি? তাতে পুলিশ কী করবে? আমাদের খুঁজবে? কিন্তু ফলটা যদি উলটো হয়? অর্থাৎ পুলিশ ফোটোগুলো নিয়ে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে? আর থানায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিংবা আমরা কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করে দেব। অর্থাৎ আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই তোমার কীর্তিকাহিনির কথা জেনে যাবেন তোমার কলেজের অধ্যক্ষ...

—নাহ, নাহ!—স্বাক্ষর প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।—আমাকে প্লিজ বাঁচাও ভার্জিনিয়া! ডোনট বি সো রুথলেস। আমি তো তোমার সঙ্গে কোনও অন্যায় করিনি। তুমি নিজেই এগিয়ে এসেছিলে। আমাকে হোটেলে ইনভাইট করেছিলে। কিন্তু সেটা যে তোমার অভিনয়, এটা যে একটা ফাঁদ আমি কীভাবে...

—তুমি পাঁচ লাখ টাকা দিচ্ছ কি দিচ্ছ না?

BanglaBook.org

—পাঁচ লাখ টাকা দিলেই কি আমি বদনামের হাত থেকে বাঁচব?

—বাঁচবে।

—তা তো নাও হতে পারে। ফোটোগুলোর কপি তো তোমাদের কাছে থেকেই যাবে। আবার কিছুদিন বাদে তো তুমি আমার থেকে টাকা চাইবে। এতো চলতেই থাকবে।

—তুমি কি ভবিষ্যতের কথা ভাববে না এখন বিপদের হাত থেকে বাঁচবে?

—ভার্জিনিয়া আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। বিশ্বাস কর আমি জীবনে এর আগে কোনও মেয়েকে...তোমাকেই প্রথম...

—পাঁচ লাখ টাকা আগামীকাল সন্ধে সাতটার মধ্যে কোথায় দিতে হবে সেটা কি একবার শুনে নেওয়া যাবে?

—ভার্জিনিয়া পাঁচ লাখ টাকা বড় বেশি। একটু কম কর প্লিজ। হ্যাভ মারসি অন মি...।

—স্বাক্ষর তুমি কিন্তু বড় বেশি কথা বাড়াচ্ছ। আমরা চাইছি না এত কথা বলতে। এবার যা বলব তোমাকে শুনে যেতে হবে।

কয়েক মুর্হূতের নীরবতা। ফোনের মধ্যে সোঁ সোঁ আওয়াজ। স্বাক্ষর বুঝতে পারছিল না, ভার্জিনিয়া তখনও লাইনে আছে কী না। সেজন্যেই সে জিগ্যেস করল—হ্যালো-হ্যালো...

—আগামীকাল সন্ধে সাতটার মধ্যে লিঙ্কো পার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেই রাস্তার মাঝামাঝি একটা বাবলা গাছের সামনে একজন দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি টাকার বান্ডিল একটা প্লাস্টিকের থলিতে নিয়ে আসবে। আর থলিটা তুলে দেবে লোকটার

BanglaBook.org

হাতে। তোমার কাজ শেষ। ও. কে.?

এবার সত্যিই বোধহয় ফোন কেটে গেল। স্বাক্ষর বারবার হ্যালো...হ্যালো বলতে লাগল। কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় করাঘাত। স্বাক্ষর মায়ের উদ্বিগ্ন গলার স্বর শুনতে পেল—খোকা দরজা খোল বাবা। খোকা! কী হয়েছে তোর খোকা!...

আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। স্বাক্ষর নিজের মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল তাড়াতাড়ি। তারপর ঝাঁ করে উঠে ঘরের দরজা খুলে দিল। সামনে মা দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্বেগে মায়ের ফর্সা মুখ কেমন নীল। ছেলের চিবুক ছুঁলেন মা ডান-হাত বাড়িয়ে। স্বাক্ষর অনুভব করল কাঁপছে মায়ের হাত।

—কী হয়েছে খোকা? ঘরের দরজা বন্ধ করে তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি? তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে দারুণ কোনও সর্বনাশ ঘটে গেছে। কী হয়েছে বল? আমার কাছে লুকোস না।

—কিছু হয়নি মা।—মৃদু স্বরে বলল স্বাক্ষর।

—মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না বাবা। তোর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি তুই সাংঘাতিক কোনও বিপদে পড়েছিস...

—বিপদে একটা পড়েছি বটে মা। তবে সেটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। একটু দুশ্চিন্তার এই যা...।—হঠাৎ একটা মিথ্যে কথা স্বাক্ষরের মাথায় ঝাঁ করে চলে এল।

—কী বিপদ খোকা?

BanglaBook.org

—আসলে কী জানো তো? পার্ট টু ইংরেজি ছাত্রছাত্রীদের ফাইন্যাল পরীক্ষার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। সব খাতা দেখে আমি তো জমা দিয়েছিলাম প্রিন্সিপ্যালের কাছে। এখন শুনে নাকি ওঁরা দেখছেন যে দুটো খাতা পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কী রে? দুটো খাতা কোথায় গেল?

—সেটাই তো ভাবনার।...তবে আমার মনে হয়, প্রিন্সিপ্যালের কাছে সব অধ্যাপকই পেপারস জমা দেয়। আমার দেখা দুটো খাতা অন্যান্য পেপারস-এর সঙ্গে কোথাও মিশে গেছে। আগামীকাল কলেজে গিয়ে ভালভাবে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

—তাহলে আর এত চিন্তা করছিস কেন?

—নাহ্, চিন্তা তো করছি না। আমি এখন চান করতে ঢুকব। তারপর তুমি ভাত দেবে। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম। তারপর ছুটব ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। স্বাক্ষর নিজের ঘরে গিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে, একটা মেরুন তোয়ালে জড়িয়ে চানঘরের দিকে যাচ্ছিল। বলাই বাহুল্য, তার শরীরের ভাষায় অতি-উৎসাহের লক্ষণ।

মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—হ্যাঁরে খোকা...

—কী মা?

—তুই তো দাড়ি কামাতে বেরিয়েছিলি? তো দাড়ি কামালি কোথায়? গালে তো দাড়ি আগের মতোই রয়ে গেল...?

স্বাক্ষর একটু থমকে গেল। দুই গালে বকুলফুলের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোল। তারপর বলল—আসলে কী হয়েছে জানো তো মা! সেলুনে যে ছেলেটা আমার দাড়ি কেটে দেয় সে

BanglaBook.org

আজ অ্যাবসেন্ট। তাছাড়া সেলুনে আজ যা ভিড় দেখলাম। বোধহয় দু-ঘণ্টা ওয়েট করতে হত। আজ তো আর কলেজে যাচ্ছি না। আগামীকাল সকালে দাড়ি কামিয়ে নেব...। —এই কথা বলে আর দাঁড়াল না স্বাক্ষর। ঝাঁ করে চানঘরে ঢুকে গেল।

মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে। মা সরলপ্রাণা মহিলা। ছেলের সব কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন। খাওয়া সেরে তিনিও নিজের ঘরে এখন নিদ্রামগ্ন।

বিশ্রাম নেবার মতন মনের অবস্থা স্বাক্ষরের নয়। তার মনে এখন তীব্র ঝড়ের আন্দোলন। সে প্রথমে বিছানার তোষকের তলা থেকে বের করল সেই ভয়ঙ্কর ফোটোগুলো। একটা একটা করে দেখতে লাগল। তার যাবতীয় সুনাম-সম্ভ্রম নষ্ট করবার জন্যে অতগুলো কুৎসিৎ ফোটোর মধ্যে যে কোনও একটা ফোটো যথেষ্ঠ। একটা ফোটো যদি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা মায়ের হাতে পড়ে! কিন্তু নাহ! আর চিন্তা করা নয়। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আলমারির চাবি ঘুরিয়ে সে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, গল্ফগ্রিন শাখার পাশবই বের করল। গত মাসে সে নিজের মাইনে আর মায়ের পেনশন থেকে সংসার খরচের টাকা বাদ দিয়ে কুড়ি হাজার টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছে। পাশ বই আপডেটেড করা আছে। পাশ বইয়ে তার আর মায়ের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে মোট ২৬ লাখ ৭১২ টাকা ৫০ পয়সা জমা আছে। অতএব আর কোনও দ্বিধা নয়। সঙ্কোচ নয়। মা কোনওদিনই পাশ বইয়ে কত টাকা আছে দেখতে চান না। নিজের সম্মান বাঁচাতে, ভার্জিনিয়ার জঘন্য ব্ল্যাকমেলিং-এর হাত থেকে বাঁচতে স্বাক্ষর আগামীকাল সকালে ব্যাঙ্ক

BanglaBook.org

থেকে পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ তুলে নেবে। তারপর আগামীকাল সন্ধে সাতটার মধ্যে নিক্কো পার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেখানে সে ভার্জিনিয়ার জন্যে...।

দুপুর তিনটে নাগাদ মাকে জাগিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। জাতীয় গ্রন্থাগারেই গেল। তবে সেখানে গিয়ে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের ওপর একটা প্রবন্ধের বই নিয়ে রিডিং-রুমে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। একটা শব্দও তার মাথায় ঢুকল না।

পরদিন সকালে ঠিক দশটার সময় ধোপদুরস্ত হয়ে কলেজে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হল স্বাক্ষর। আজ সে সকালেই সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে এসেছে। প্রত্যেকদিন কলেজে যাওয়ার সময় স্বাক্ষরের কাঁধে থাকে একটা অপূর্ব শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। সেই ব্যাগে থাকে প্রয়োজনীয় বইপত্র, নোটবুক ইত্যাদি। কিন্তু আজ সেই ব্যাগ তার কাঁধে নেই। তার বদলে হাতে একটা অ্যাটাচি কেস।

মা একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলেন—অত বড় বাক্স নিয়ে কলেজ যাবি খোকা?

—কতকগুলো ভারি ভারি বই নিয়ে যাচ্ছি মা...

—আজ সেই হারিয়ে যাওয়া খাতাদুটোর খোঁজ করবি তো? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। খাতাদুটো পাওয়া যাবে তো?

—তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না মা। খাতা দুটো প্রিন্সিপ্যালের টেবিলে গাদা বইপত্র আর পেপারসের মধ্যেই ঢুকে আছে। আমি নিজেই গিয়ে খুঁজে নেব।

BanglaBook.org

—তাই যেন হয় ঠাকুর।...সাবধানে যাস খোকা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবি তো?

—ঠিক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। তুমি দেখ...

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোজকার মতন একটা রিকশ নিল স্বাক্ষর। প্রতিদিন যেমন নেয়। রিকশতে বাসস্ট্যান্ড যায়। সেখান থেকে স্পেশ্যাল বাসে শিয়ালদহ। কিন্তু আজ মা জানতেও পারলেন না স্বাক্ষর রিকশাচালককে বলল, স্টেট ব্যাঙ্কের দিকে যেতে।

পাঁচ লাখ টাকা একসঙ্গে অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে হলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের বিশেষ নির্দেশ প্রয়োজন। সুতরাং উইথড্রয়াল স্লিপ হাতে স্বাক্ষরকে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে হল। মাথায় টাক, অমায়িক ভদ্রলোক স্বাক্ষরের পরিচয় জানেন।

বললেন—কী ব্যাপার মশাই? হঠাৎ এত টাকা উইথড্র করছেন? বাড়িতে কোনও বড় অকেশান...?

—নাহ্, ফ্ল্যাটটা রিপেয়ার করার কথা ভাবছি।

—রিপেয়ারের জন্যে পাঁচ লাখ টাকা লাগবে?

—শুধু রিপেয়ার নয়। পুরনো ফার্নিচারের সেট একেবারে বদলে ফেলে নতুন মডেলের সব ফার্নিচার ঢোকাব বাড়িতে।

—বুঝেছি তারপর বোধহয় আপনার বিয়ে লাগবে। এই তো? হা হা হা। ভদ্রলোক হাসলেন।—দেখবেন ইনভিটেশনটা যেন মিস্ না করি।

—ওঃ শিওর। আচ্ছা উঠি, ধন্যবাদ।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। আসুন। আমি স্লিপটা কাউন্টারে সই করে পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকাটা গুনে নেবেন। সাবধানে নিয়ে যাবেন মশাই। দিনকাল খারাপ।

—নিশ্চয়ই, ধন্যবাদ।

ব্যাঙ্ক থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে খুব স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে লাগল স্বাক্ষর। শরীরের ভাষায় কোনওমতেই বোঝানো চলবে না যে তার অ্যাটাচিতে পাঁচ লাখ টাকা আছে। আজ সে কলেজে যাবে না। যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত তাকে কাটাতে হবে কোথাও। তারপর সাতটা নাগাদ নিক্কো পার্কের পাশের গলি...। আজকাল কত সহজে মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এটা ভেবে নিজের কাছে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল স্বাক্ষর। গতকাল থেকে মাকে সে একের পর এক মিথ্যে বলে গেছে। আজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকেও কেমন অবলীলায় মিথ্যে বলল। খানিকটা হেঁটে এসে একটা ট্যাক্সি নিল স্বাক্ষর। কোথায় যেতে হবে জিগ্যেস করায় চালককে সে সংক্ষেপে জানাল—সল্টলেক—স্বভূমি।

অনেক মাথা ঘামিয়ে সে এই জায়গাতেই যাওয়া শ্রেয় মনে করেছে। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে সে দু-তিনবার এই জায়গাটায় বেড়াতে এসেছে। একবার তো পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মানসবাবুও স্বভূমিতেই একটা রেস্তোরাঁতে তাদের কয়েকজনকে ট্রিট দিয়েছিল নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে। স্বাক্ষর দেখেছে জায়গাটা একটা বিশাল এনক্লোজারের মতন। সেখানে আইনস্কের মতন একটি মাল্টিপ্লেক্স আছে। পরপর একাধিক সিনেমা হল। প্রথমে একটা সিনেমা হলে টিকিট কেটে ঢোকো। ভালো না লাগলে অন্য আর

BanglaBook.org

একটাতে। তারপর অন্য একটাতে। এভাবে সময় বেশ কাটিয়ে দেওয়া যায়। যদি কারোর আদৌ সেভাবে সময় কাটাবার বাসনা থাকে। তারপর আবার স্বভূমির মূল ছড়ানো জায়গাটাতে ঢোকো। সেখানে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেশ ওপরের দিকে। খোলা নাটকের মঞ্চ। চারপাশে শ্বেতপাথরের ঝকঝকে অলিন্দ। প্রেমিক-প্রেমিকারা জোড়ায় জোড়ায় বেশ বসে থাকতে পারে। তারপর দক্ষিণ ভারতীয় কিংবা কনটিনেন্টাল রেস্তোরাঁয় ঢুকে যাও। খাও সুখাদ্য এবং কফি। সবচেয়ে বড় কথা, নিরাপত্তাকর্মীবেষ্টিত এরকম এক অভিজাত জায়গায় স্বাক্ষরের অ্যাটাচি ছিনতাই হওয়ার ভয় বড় কম।

দুটো সিনেমা হলে, দুটো সিনেমাই অর্ধেক করে দেখল স্বাক্ষর। মাথায় অবশ্য কোনওটাই তেমন ঢুকল না। চাপা এক উত্তেজনা কাজ করছে তার মনের ভেতর। আজ সন্ধে সাতটার সময় কী হবে? ভার্জিনিয়া কি একা আসবে? নাকি তার সঙ্গে দলবল থাকবে? ব্ল্যাকমেলিং-এর সঙ্গে যখন ও যুক্ত তখন একা নিশ্চয়ই আসবে না। আচ্ছা, যদি এরকম হয়? পাঁচ লাখ টাকায় ভরতি অ্যাটাচিটা ভার্জিনিয়ার হাতে তুলে দেবার মুহূর্তে যদি সে ওই প্রতিভাময়ী কবির পা জড়িয়ে ধরে? এবং বলে যে, ভার্জিনিয়া, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তোমার কবিতাকে সম্মান করি। তোমাকে সম্মান করি। আমি তোমাকে এরকম রূপে দেখতে চাই না ভার্জিনিয়া। টাকাটা তুমি নাও। কিন্তু ওই কুৎসিৎ ফোটোগুলো আমাকে ফেরত দাও। আর আমাকে ভালোবাসা দাও। আমি তোমার এই রূপ ভুলে যেতে চাই।...তাহলে কী হবে? ভার্জিনিয়া কি সত্যিই

BanglaBook.org

তাকে আবার ভালোবাসতে শুরু করবে?

একটা সিনেমা ছিল হলিউডের। টম ক্রুজ নায়ক। প্রচণ্ড ঝাড়পিট চলছিল পরদা জুড়ে। স্বাক্ষরের চোখের ওপর দিয়ে ভয়ংকর সব খুনখারাবির দৃশ্যগুলো মিছিলের মতন চলে যাচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেখার পর তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। তখন সে তিনতলায় আর একটা প্রেক্ষাগৃহে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। সেখানে চলছিল একটা হিন্দি ছবি। বলা যায়, হিন্দি ভাষায় বিদেশি রক-মিউজিকের ছবি। উঃ গানের নামে কী কোলাহল! স্বাক্ষর কিছুটা সময় ঘুমিয়েই পড়েছিল। তারপর একসময় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তখনও সিনেমা চলছে। চমকে স্বাক্ষর দেখে নিল অ্যাটাচিটা তার দু-হাঁটুর মধ্যে ঠিক রাখা আছে কি না। ভালো লাগছিল না পরদায় হই-হট্টগোল, নাচন-কোঁদন। স্বাক্ষর অ্যাটাচি হাতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এল। ঢুকল স্বভূমিতে। সিনেমার টিকিট ছিল বলে আলাদা টিকিট কাটতে হল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখল নাট্যমঞ্চে কী একটা নাটক হচ্ছে। কালো পোশাক পরা দুজন মানুষ নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করছে। একজন ঢোলবাদক সারা মঞ্চ ঘুরে ঘুরে ঢোল বাজিয়ে যাচ্ছে। বেশ ভিড় হয়েছে জায়গাটায়। স্বাক্ষর অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল মজা। তারপর কখন যেন সন্ধে ছটা বেজে গেল। স্বাক্ষর দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁতে ঢুকে একটা মশলা ধোসা আর কফি নিল। সেখান থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামল ৬টা বেজে ৪০ মিনিটে। একটা ট্যাক্সি নিল। চালককে বলল—নিক্কো পার্ক।

এইসময় নিক্কো পার্কের চারপাশটা নির্জন এবং আধো-অন্ধকার।

BanglaBook.org

কারণ, পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে। টিকিট কাউন্টারও বন্ধ। শুধু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট-কার দাঁড়িয়ে আছে। স্বাক্ষর ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাল। তারপর অ্যাটাচিটা ডান-হাতে চেপে ধরে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল পার্কের পাশের রাস্তাটা ধরে। এদিকটা পুরোপুরি অচেনা স্বাক্ষরের। সে এর আগে নিক্কো পার্কের কোনওদিন আসেনি। তার পাশ দিয়ে যে এরকম রাস্তা আছে সেটাও সে জানত না। এই রাস্তাটা কতদূর গেছে? কোথায় গেছে? একা একা তাকে কতক্ষণ হাঁটতে হবে? ভার্জিনিয়ারা কোথায়? কীভাবে সে তাদের দেবে টাকা? রাস্তায় অবশ্য আলো আছে। একটু তফাতে তফাতে ভেপার-ল্যাম্প। কিন্তু জনমানুষ নেই। বরং এক গা-ছমছমে নির্জনতা। এত লম্বা একটা রাস্তা ধরে একা হেঁটে যাচ্ছে স্বাক্ষর। তার হাতে অ্যাটাচি। তার ভেতর থরে থরে সাজানো পাঁচ লাখ টাকার নোট।

গলিটা যে 'এল' শেপের এটা দূর থেকে বুঝতে পারেনি স্বাক্ষর। হঠাৎ সে দেখল, অদূরে—বাঁ-দিক থেকে একটা বড় গাড়ি এসে হাজির হল। দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। যেন স্বাক্ষরেরই পথরোধ করে দাঁড়াল। একটু থমকে গেল স্বাক্ষর। গাড়ি থেকে ঝপ্ করে নামল একজন বেশ লম্বা এবং চওড়া শরীরের লোক। তার পরনে সাদা ট্রাউজার এবং সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। মাথার চুল ঘন এবং কোঁকড়া। স্বাক্ষর কিছু বোঝার আগেই সে কয়েকটা লম্বা স্টেপে এগিয়ে এল এবং পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে পেঁচিয়ে ধরল স্বাক্ষরকে।

—একী এরকম মিসবিহেভ করছেন কেন?—স্বাক্ষর বলল।

BanglaBook.org

লোকটার শরীরে যেন অসুরের শক্তি! সে স্বাক্ষরকে টেনে রাস্তার ধারে এমনভাবে দাঁড় করাল যেন মনে হবে তারা দুজনে কথা বলছে। স্বাক্ষরের পিঠে আসলে ঠেকিয়ে আছে রিভলভারের নল। এবার বিস্ফারিত দু-চোখে স্বাক্ষর দেখল, গাড়ি থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে ভার্জিনিয়া। তার পরনে জিনসের ট্রাউজার আর জিনসের জ্যাকেট। রাউন্ড-নেক গেঞ্জিও আছে। সাদা-রং। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তার চোয়ালের ওঠানাম দেখে মনে হচ্ছে সে চিউইং-গাম চিবোচ্ছে। স্বাক্ষরের একেবারে সামনে এগিয়ে এল সে। কী পীনোন্নত বুকদুটো। কী অপরূপ মুখশ্রী। এই মেয়ে স্বাক্ষরকে ঠকালো?

—ওর হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে নাও। বি কুইক! এখুনি কোনও গাড়ি কিংবা লোকজন এসে যেতে পারে...লোকটা বলল। ভার্জিনিয়া অ্যাটাচিটা স্বাক্ষরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই ছিল না স্বাক্ষরের। কারণ, তার হাত দুটো পেছন থেকে যেন ময়াল সাপের প্যাঁচে ধরে রেখেছে লোকটা।

—ঠিক পাঁচ লাখই আছে তো?—কর্কশ স্বরে জিগ্যেস করল ভার্জিনিয়া।

—পাঁচ লাখ।...আর আমার কোনও ভয় নেই তো?—স্বাক্ষর জিগ্যেস করল। তাকে ছেলেমানুষের মতন লাগছিল।

—আর কীসের ভয়?—ভার্জিনিয়া হেসে বলল। লোকটা এবার স্বাক্ষরকে ছেড়ে দিয়েছে। রিভলভারটাও কোন ফাঁকে পকেটে পুরে নিয়েছে।

—তুমি আমাকে এভাবে ঠকালে কেন ভার্জিনিয়া? আফটার অল

BanglaBook.org

তুমি একজন কবি। একজন কমপিটেন্ট কবি। তোমার টাকার দরকার আমাকে বলতেই পারতে...

ভার্জিনিয়া অ্যাটাচি হাতে হাঁটতে শুরু করেছে গাড়ির দিকে।

—আমি তোমাকে রিয়েলি ভালোবেসেছিলাম ভার্জিনিয়া... ভার্জিনিয়া এবার চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল—আমি ভার্জিনিয়া নই...

তুমি ভার্জিনিয়া নও? তাহলে তুমি কে?

ভার্জিনিয়া এবার চোখের ইশারা করল লোকটাকে। স্বাক্ষরের পিঠ লক্ষ করে লোকটার রিভলভার থেকে গুলি ছুটে এল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার। শব্দ নেই। আবার একটা গুলি। স্বাক্ষর উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত। পৃথিবী ছাড়ার আগে স্বাক্ষর জেনে গেল সে যাকে ভালবেসেছিল, সে ভার্জিনিয়া নয়...।

BanglaBook.org

...ইনসপেকটর রাজীব মিত্র বলছি...

শরীর চর্চার জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল সকালেই। সেটাই স্বাভাবিক। দিনের শুরুতেই যদি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটা সম্পন্ন করে ফেলা যায়, তাহলে আর মনে কোনও অস্বস্তি থাকে না। আর বয়সকে ধরে রাখতে হলে, মস্তিস্কের কোষগুলোকে অতিমাত্রায় সজাগ রাখতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম যে জরুরি এটা রাজীব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। যখন তার ১৪ বছর বয়স তখন থেকেই সে নিয়মিত শরীরচর্চা-অন্ত-প্রাণ। তখন যে পাড়ায় থাকত, সেখানে একটা ভাল জিমন্যাসিয়াম ছিল। সেই জিমখানার সদস্য ছিল রাজীব। তার ভয় ছিল সে বোধহয় বেশি লম্বা হবে না। কারণ তার বাবা ছিলেন মেরে কেটে পাঁচ ফুট পাঁচ। এবং মা বাবার কাঁধের কাছে। সুতরাং কিশোর বয়স থেকেই রাজীবের মনে একটা ভয় কাজ করত যে, সে বোধহয় জিনঘটিত কারণেই বেশি লম্বা হতে পারবে না। তাহলে কী হবে? কারণ মনে মনে রাজীবের স্বপ্ন হল, সে পুলিশ বিভাগে চাকরি করবে। পুলিশদের সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই রাজীব খারাপ কথা শুনে আসছে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ...। পুলিশ ঘুষ খায়। পুলিশ অকারণে সাধারণ মানুষকে অপদস্থ করে। রাজনৈতিক নেতাদের কথায় ওঠে বসে। অপরাধী শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে পুলিশের দহরম-মহরমের সম্পর্ক। এরকম নানা কথাবার্তা। অথচ রাজীব দেখেছে পুলিশকে ছাড়া মানুষের তো চলেও না। বাড়িতে শরীকি বিবাদ মেটাতে গেলে

BanglaBook.org

পুলিশ ডাকতে হয়, চোর-ডাকাত পড়লে পুলিশ ডাকতে হয়, রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্যেও সেই পুলিশ; ঠিকমতো বলতে গেলে জীবনের প্রতি মুহূর্তেই প্রায় সাধারণ মানুষের পুলিশের পরিষেবার প্রয়োজন হয়। এবং সেই ক্লাস টেন-ইলেভেনে পড়ার সময় থেকেই রাজীব মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে পুলিশ বিভাগে চাকরি করবে। আই. পি. এস. হওয়ার মতন মেধা হয়তো তার নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইনসপেকটর তো সে হতে পারবে চেষ্টা করলে। এবং যথাসময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সে সরাসরি ইনসপেকটরের চাকরিই পেয়েছে। অনেক দিন চাকরি হল রাজীবের। প্রায় কুড়ি বছর। কলকাতা পুলিশের অধীনে তার চাকরি। কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদে প্রমোশন পাবে। এখন গত কয়েক বছর সে কলকাতা পুলিশের অপরাধ শাখার অর্থাৎ ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইনসপেকটর।

পুলিশ বিভাগে চাকরি করতে এসে রাজীব উপলব্ধি করেছে, পুলিশের কার্যকলাপ বিষয়ে মানুষের যে চালু ধারণা তার কিছুটা ঠিক এবং কিছুটা ভুল। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ-এর সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি-' র মতন এ ক্ষেত্রেও বলা যায়, সব পুলিশই অসৎ নয়, এবং উৎকোচ নেয় না; কেউ কেউ অসৎ এবং ওই কুকান্ডটি করে। ব্যক্তিগতভাবে রাজীব সব রকম প্রলোভন থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে সারা জীবন। তাঁর আর্দশ ছিল পুলিশের চাকরি করে সে যতটা বাস্তবিক সম্ভব মানুষের উপকারই করবে। এবং সে নিজে অন্তত জানে, সেই আদর্শ বজায় রাখতে পেরেছে।

BanglaBook.org

আর কিশোর বয়স থেকে প্রতিদিন আহার করার মতন নিয়ম করে ব্যায়াম করে বলে রাজীব নিজের এবং অন্যদের সংশয় কাটিয়ে উচ্চতা পেয়েছে এমনই যা যে কোনও বাঙালির পক্ষেই যথেষ্ঠ ঈর্ষণীয়। রাজীবের উচ্চতা ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। নির্মেদ। খাপ-খোলা তলোয়ারের মতন শরীর। এবং সে বেশ সুপুরুষও। প্রতি বছর কলকাতা পুলিশের যে বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে রাজীবের তিন-চারটে প্রাইজ বাঁধা।

তবে কি না ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইনসপেকটর হিসেবে রাজীবের কাজের চাপ এখন প্রচুর। গত তিন-চার বছরে বেশ কিছু দুরূহ তদন্তের সমাধান করে সে মিডিয়ার কাছেও বেশ পরিচিত নাম। ডেপুটি কমিশনার (ক্রাইম) রাজীবকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন এবং তার ওপর কঠিন কঠিন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি পান। ফলে রাজীবের ব্যক্তিগত জীবন সংকটের মুখে। যদিও ৩৩ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে এখনও অবিবাহিত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঝকঝকে পুলিশ-আবাসনে সে দোতলায় যে বড়সড়ো ফ্ল্যাটটিতে থাকে, সেখানে তার সঙ্গী মাত্র একজন ১৫/১৬ বছরের কিশোর। মধু নামে এক কিশোরের মা-বাবা কেউ নেই। এরকম অনাথ এক কিশোরের সন্ধান পেয়ে রাজীব তাকে নিজের ফ্ল্যাটে আশ্রয় দেয় এবং অচিরেই বুঝতে পারে, এর আগে এক সাদামাটা ভাতের হোটেলে কাজ করা এই ছেলেটির রান্নার হাত খাসা। সেই থেকে সে রাজীবের কেয়ারটেকার কাম কুক বললে ভুল বলা হবে না।

কাজের চাপ এমনই বেড়েছে যে, রাজীবের কাজকর্ম, ঘোরাঘুরি

BanglaBook.org

সেরে ফিরতেই রাত এগারোটা বেজে যায়। তারপর বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে, টিভিতে দিনের শেষ খবরটা দেখে, খেয়ে বিছানায় যেতে যেতে রাত একটা হয়ে যায়। এত রাতে শুতে গেলে বেলা আটটা বা ন'টার আগে বিছানা ছাড়া অসম্ভব। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই। কারণ অফিসে বেলা এগারোটায় গেলেও চলে। অভিজ্ঞতা থেকে রাজীব দেখেছে, মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে বেলা যত বাড়তে থাকে; এবং বিশেষত রাত গভীর হলে।

যাই হোক, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজীব গত তিন চার মাস ধরে ঠিক করেছে যে, সে শরীরচর্চা রাতে বাড়ি ফিরেই করবে। তারপর ডিনার সারবে। দেখেছে তাতে ঘুম ভাল হয়। এবং সে কারণেই রাজীব বাড়িতে একটা ট্রেডমিল মেশিন কিনেছে। সেই মেশিনে সে প্রতিদিন রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে পাক্কা আধ ঘণ্টা ১০০ কিলোমিটার গতিতে দৌড়য়। যখন দৌড়নো শেষ হয় তখন ঘামে চকচক করে তার সুন্দর, সুঠাম শরীর। আর এই দৌড়নোর বা ব্যায়াম করার সময়টাতে সে নিজের মোবাইল ফোন গচ্ছিত রাখে মধুর কাছে। কারণ রাত হলেও নিস্তার নেই। ফোন আসতেই থাকে। কিন্তু রাজীবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, রাত এগারোটার পর কোনও থানা থেকে কিংবা স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার ফোনে তাকে না চাইলে, অন্য যে কেউ ফোন করলে মধু তাকে বলে দেবে, সাহেব ঘুমোচ্ছেন।

BanglaBook.org

আজ এখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। ট্রেড-মিলে হাঁটা শেষ করে রাজীব তোয়ালে দিয়ে শরীরের ঘাম মুছছিল, মধু ছুটে এল মোবাইলটা বাগিয়ে ধরে।

—স্যার ফোন আছে...

—কার?

—ডি. সি. সাহেবের।—ডি. সি.-র ওজন মধু জানে।

রাজীব দ্রুত ফোনটা মধুর হাত থেকে নিল। তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলল—স্যার রাজীব হিয়ার...

—অ্যা, ফ্রেশ মার্ডার কেস ফর ইউ! —ভরাট কণ্ঠস্বর ডি. সি.-র।

—পি. ও. স্যার?—রাজীবের সপ্রতিভ প্রশ্ন।

(পাঠককে জানানো উচিত পুলিশের পরিভাষায় পি. ও. বলতে, 'প্লেস অব অকারেন্স' অর্থাৎ ঘটনাস্থল বোঝায়।)

—অনেক রাত হয়েছে। ইউ মাস্ট বি ভেরি টায়ার্ড। তবুও আজ রাতে বোধহয় তোমাকে ইনভেসটিগেশনে যেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে ডিটেলসে জানাবে সল্ট লেক থানার অফিসার-ইন-চার্জ...

—স্যার যত রাতই হোক, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্যার...

—বলে ফেল...

—মার্ডারটা কি সল্টলেক থানার আন্ডারে হয়েছে?

—পারফেক্টলি আনডারস্টুড।

—কিন্তু সল্টলেক থানা তো কলকাতা পুলিশের আন্ডারে নয় স্যার? তাহলে আমরা কেন সে ব্যাপারে...

—তোমার যুক্তিতে কোনও ভুল নেই রাজীব। কেসটা নর্থ টোয়েন্টি ফোর পরগনার পুলিশ সুপারেরই হেডএক। কিন্তু আমি

BanglaBook.org

তোমাকে বলছি, যে মার্ডারড হয়েছে, অ্যা ইয়ং ম্যান অব থার্টি-টু অর থার্টি-থ্রি ইয়ারস, তার জামার বুক-পকেটে একটা কার্ড পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, তার রেসিডেন্স গল্ফগ্রিন। সে কারণে হায়ার অথরিটিজের ধারণা, ঘটনার ঘনঘটা কলকাতা পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাছাড়া জেলার ক্রাইম সেলের কনডিশন তুমি জানো রাজীব। প্র্যাকটিক্যালি দেয়ার ইজ নাথিং ডিপেন্ডেবল ফর সিরিয়াস ইনভেসটিগেশন রিগার্ডিং হোমিসাইড কেসেস। সে কারণে, স্বয়ং ডিজি পুলিশ আমাদের কমিশনার সাহেবকে রিকোয়েস্ট করেছেন এই মার্ডারের ব্যাপারটা কলকাতা ক্রাইম ব্রাঞ্চকে দিয়ে তদন্ত করাতে। কমিশনার আমাকে বললে আমি কি জুরিসডিকশানের কারণ দেখিয়ে না বলতে পারি? আর একটা কথা জেনে রাখো, এসব ক্ষেত্রে ইনএভিটেবলি যা হয়ে থাকে। পুলিশ কমিশনার আমাকে বলেছেন, তোমাকে এই কেসটার তদন্তের ভার দিতে। অতএব...

—অতএব আমাকে এখন কী করতে হবে স্যার?

—তোমাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। সল্টলেক থানার অফিসার ইন চার্জ তোমাকে কল করবে। হি উইল ব্রিফ ইউ রিগার্ডিং দ্য কেস। হি ইজ প্রেটি জুনিয়র টু ইউ। সুতরাং তুমি তোমার ডিনার সেরে নাও এবং ফোনের জন্য ওয়েট কর। ও. কে? গুড নাইট।

ডেপুটি কমিশনার নিজেই যোগাযোগ কেটে দিলেন।

রাজীব মোবাইল টেবিলে রেখে চানঘরের দিকে যাবার সময় মধুর দিকে তাকিয়ে বলল—মধুরে তোর খাবার রেডি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ স্যার।

—কী বানিয়েছিস আজ?

—আলুর পরটা, বেগুনভাজা, পনির মটর আর চিলি-চিকেন স্যার।

—ও, ফাইন ফাইন। মধুরে তুই আমার বাড়িটাকেই দেখছি একটা ছোটখাটো হোটেল বানিয়ে তুলবি। আমি গা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসছি। তুই তাড়াতাড়ি ডিনার সাজা। কিন্তু সব আইটেমই দিবি কম করে।

—পরোটা ক'টা দেব?

—দুটো।

—মাত্র দুটো? আপনি তো চারটে খান স্যার?

—নাহ্, আজ দুটো। অন্য সব তরি-তরকারিও কম কম। এখুনি বোধহয় বের হতে হবে। আর রাত জাগতে হবে। রাত জাগতে হলে বেশি খেতে নেই।

—বুঝেছি স্যার।

চানঘর থেকে বেরিয়ে জিনস ট্রাউজার আর কালো স্পোর্টস গেঞ্জি পরে নিল রাজীব। কোমরে নিজের লাইসেন্সড্ রিভলভারটা নিতে ভুলল না। তারপর ঝটিতি অল্প ডিনার সেরে হাত-মুখ ধুয়ে সোফায় এসে বসেছে, রিন রিন শব্দে তার মোবাইল বেজে উঠল।

—ইনসপেকটর রাজীব মিত্র বলছি...

—গুড ইভনিং স্যার...আমি ও. সি. সল্টলেক পি. এস. বলছি...

—বলুন—আই ওয়জ এক্সপেকটিং ইউ...

BanglaBook.org

—ইয়েস স্যার। নিক্কো পার্কের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। ওখানে একজন মার্ডার হয়েছে।

—বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের এক যুবক?

—তাই অনুমান করছি স্যার।

—ওয়েপন?

—মনে হচ্ছে রিভলভার স্যার। তবে পি. এম. রিপোর্ট...

—বুঝেছি। বডি এখন কোথায়?

—পি. ও.-তে স্যার। আমিও ওখানেই। সঙ্গে ফোর্স আছে।

—ডু ইউ নিড মাই প্রেজেন্স অ্যাট দ্য পি. ও.?

—এলে খুব ভালো হয় স্যার। ডি. সি. ক্রাইম বোধহয় আপনাকে...

—সব জানি আমি। ঠিক আছে আমি আসছি আমার নিজের মোটর বাইকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—ওয়েলকাম স্যার।

ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে গেছে। অর্থাৎ একটা নতুন দিনের শুরু। রাস্তা প্রায় নির্জন। ফুটপাতে দু-একজন গৃহহীন নিদ্রারত। হুশ করে কোনও ট্যাক্সি বা ম্যাটাডোর ভ্যান ছুটে যাচ্ছে। রাজীবও ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে তার মোটরবাইকে। গন্তব্য নিক্কো পার্ক, সল্টলেক। তার এই লম্বাটে, বড়সড়ো মোটরবাইক কলকাতার প্রায় সব ট্রাফিক পুলিশই চেনে।

BanglaBook.org

স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত ডায়েরি

তদন্ত পুরোমাত্রায় শুরু করে দিয়েছে রাজীব। নিহতের নাম—স্বাক্ষর সেন এটা জেনেছে। সে যে বারাসতের একটি কলেজে ইংরেজি পড়াত সেটা জানতেও বেশি সময় লাগেনি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। পিঠে দুটো গুলি লেগেছিল মৃতের। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। একটা গুলি পিঠের মাংসপেশি ভেদ করে হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে বিঁধেছে। ৩৬ বোরের রিভলভারের গুলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় স্বাক্ষরের।

রাজীবের খুব খারাপ লেগেছিল, গল্ফগ্রিনে স্বাক্ষরের বাড়িতে গিয়ে তার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অভিজাত এবং শিক্ষিত এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছিল রাজীব। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এককালে রূপসি ছিলেন দেখলে বোঝা যায়। গায়ের রং এখনও গলানো সোনার মতন। মাথার সব চুল সাদা। কিন্তু কী অপূর্ব ব্যক্তিত্ব! একমাত্র ছেলের প্রাণ গেল বেঘোরে। অত বড় ফ্ল্যাটে তিনি একেবারে একা। তবুও একেবারে ভেঙে পড়েননি। অন্তত সামনাসামনি দেখে রাজীবের তা মনে হল না।

একদিন সকাল দশটা নাগাদ সে সিভিল পোশাকে নিজের মোটরবাইকে একা গিয়ে হাজির হল গল্ফগ্রিনের বাড়িতে। ডোর বেল বাজালে একজন যুবতী দরজা খুলে দিল। দেখে মনে হল এ বাড়ির কাজের মেয়ে।

BanglaBook.org

—মিসেস সেনের সঙ্গে একটু কথা বলব।

—কোথা থেকে আসছেন?

—আমি ইনসপেকটর রাজীব মিত্র।

যুবতী নামটা শুনে থমকাল। এক মুহূর্ত কী ভাবল। রাজীবকে দেখল একবার।

তারপর বলল—আপনি দাঁড়ান। আমি মাকে জিজ্ঞেস করি। এক মিনিট বাদে ফিরে এসেই দরজা খুলে ধরল।

—স্যার আপনি ভেতরে এসে বসুন। মা আসছেন।

ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে রাজীব যে ঘরটাতে বসল, এ বাড়িতে সেটাই যে ড্রয়িং-রুম বা বাঙালির ভাষায় বৈঠকখানা। সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। অচেনা মানুষের বাড়িতে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় সেই মানুষটির অর্থনৈতিক অবস্থান কেমন। যেমন এখন যে ঘরটিতে বসে আছে রাজীব সেটির সাজশয্যা এবং আসবাবপত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এই বাড়ির মালিক বা মালকিন উচ্চবিত্ত। সেটা হওয়ার কারণও আছে। রাজীব কয়েকদিন তদন্তে নেমেই মৃতের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়েছে। আর এ ব্যাপারে তার সোর্স হল অনাদি। অদ্ভুত প্রতিভা ধরে ২৫/২৬ বছরের এই যুবক। তার কাজ হল প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন সংগ্রহ করে রাজীবকে যোগান দেওয়া। অধ্যাপক স্বাক্ষর সেন-এর ব্যাপারেও 'খবর' যোগাড় করতে রাজীব অনাদিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। অনাদির ওপর রাজীবের অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মে গেছে। রাজীবের ধারণা, প্রয়োজন হলে অনাদি পাতাল থেকে খুঁড়েও যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজীবকে যোগান দিতে পারে।

BanglaBook.org

অবশ্য পাতাল বলতে যদি 'আনডার গ্রাউন্ড' বোঝায় তাহলে সেই জায়গা যা নাকি কুখ্যাত অপরাধীদের পীঠস্থান, অনাদির নিজের হাতের তেলোর মতন চেনা। নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে সে এবং অপরাধীদের সঙ্গে মিশেও যেতে পারে। তারপর নানা অভূতপূর্ব কৌশলে সে অপরাধীদের মুখ থেকে নানা খবর যোগাড় করে এবং রাজীবকে যোগান দেয়। গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসার হিসেবে রাজীবের আজ যে সফলতা, তার জন্যে অনাদির কাছে রাজীবের অনেক ঋণ; এটা রাজীব অন্তত মনে মনে স্বীকার করে।

স্বাক্ষরের মা ঢুকলেন। রাজীব উঠে দাঁড়াল।—বসুন—অস্পষ্ট স্বরে বললেন বৃদ্ধা। হাতেও ইশারা করলেন। রাজীব নমস্কার জানাল। এক নজরে রাজীব জরিপ-দৃষ্টিতে মহিলাকে দেখে নিল। শোকে থমথম করছে মুখ। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে হয়তো এখনও অনেক স্বপ্ন দেখতেন বৃদ্ধা; এখন পৃথিবীতে একেবারে একা হয়ে গেলেন; স্বপ্নগুলোও হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাছাড়া একমাত্র ছেলের ওরকম অপঘাতে মৃত্যু? এই বয়সে এটা মেনে নেওয়া যে কত কঠিন তা রাজীব শুধু বোধহয় উপলব্ধি করতেই পারে।

কিন্তু ভদ্রমহিলার আভিজাত্য এতই প্রবল যে, বাইরের লোকের সামনে তিনি কিছুতেই তাঁর ভগ্ন হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশ করতে চান না।

ইতিমধ্যে চা দিয়ে গেল মেয়েটি। চা আর একটা প্লেটে বিস্কুট।

রাজীব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল—একটা কথা বলব ম্যাডাম?

BanglaBook.org

কিছু মনে করবেন না?

—বলুন?

—আমি কিন্তু চা খাই না।

—ও। ...আরতি...আরতি...।

মেয়েটি এসে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল।

—চা-বিস্কুট নিয়ে যাও। উনি চা খান না।

আরতি সব নিয়ে চলে গেল। রাজীব হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটুও সময় নষ্ট না করে ভদ্রমহিলা বললেন আমার তো যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। আপনারা তদন্ত করছেন করুন। যদিও পুলিশের তদন্তে আমার খুব একটা আস্থা নেই। তবুও আপনাদের সঙ্গে আমি কো-অপারেট করব। কারণ সেটা হল আমার সিভিল রেসপনসিবিলিটি।... এখন বলুন কী জানতে চান?

—আপনার ছেলে তো পড়াশোনা-লেখালেখি এসব নিয়ে থাকতেন?

—আপনাদের কাছে আমার ছেলে সম্বন্ধে কী খবর আছে?—প্রশ্ন ভেসে এল। রাজীব থমকে গেল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল।

—আমার কাছে খবর আছে স্বাক্ষরবাবু অ্যাকাডেমিক টাইপ। পড়াশোনা করতে পছন্দ করতেন। কলেজে ওঁর খুব সুনাম ছিল। ছোটখাটো সাহিত্য-পত্রিকায় লেখালেখিও করতেন।

—ঠিকই শুনেছেন। তবে ইদানিং ছেলেকে একটু অন্যরকম লাগত...

—অন্যরকম?

BanglaBook.org

—দেখুন মি. মিত্র আপনাদের কাছে আমার কাজটা কী?

—আপনার কাজ...

—আমার কাজ হল, আপনাদের তদন্তে ফেসিলিটেট করা।

—ইয়েস ম্যাডাম।

—আমি সেটাই করতে চাই।

—ধন্যবাদ ম্যাডাম।

—তাই বলছিলাম, ইদানিং, মানে গত দু-সপ্তাহ ধরে স্বাক্ষরকে একটু রেস্টলেস এবং টেনসড্ মনে হত...

—রেস্টলেস এবং টেনসড্?

—হ্যাঁ।...অনেক রাতে সে বোধহয় কারোর ফোন পেত।

—কোনও মহিলার ফোন?

—আমার মনে হয় সেরকমই। রাতে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুই এটা ঠিক। কিন্তু ঘুম আমার চট করে আসে না। আমি চোখ বুজিয়ে, ঘর অন্ধকার করে, ঘুমের অপেক্ষায় শুয়ে থাকতাম। আর তখন পাশের ঘরে স্বাক্ষর ফোনে কথা বলত। অনেকক্ষণ কথা বলত। বেশ নরম গলায় কথা বলত। আর তখনই তার মুখে আমি একটা নাম শুনেছি—ভার্জিনিয়া...!

—ভার্জিনিয়া?

—হ্যাঁ। ভার্জিনিয়া।

—আপনি কোনওদিন জানতে চাননি ভার্জিনিয়া কে?

—আমার ছেলে খুব লাজুক প্রকৃতির ছিল। স্বভাবটাও খুব নরম ছিল। আমি এটা জানতে চেয়ে ওকে আর লজ্জায় ফেলতে চাইনি। তাছাড়া...মা একটু থামলেন।

BanglaBook.org

—তাছাড়া?

—এখন আর বলতে কোনও বাধা নেই আপনাকে।...আমি অনেক বলা সত্ত্বেও ছেলে বিয়ে করতে চাইছিল না। কেন কে জানে? তাই আমি চেয়েছিলাম যদি ও নিজে থেকে কোনও মেয়েকে পছন্দ করে তো করুক না।...পরে আমাকে যখন বলবে তখন আমি মাথা ঘামাব। আমার ধারণা, আমার ছেলে অত রাতে ভার্জিনিয়া নামে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেটাই কি সত্যি? নাকি সে নিজের অজান্তে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল?

—সেটাই তো আমাদের খুঁজে দেখতে হবে ম্যাডাম...

—দেখুন। আমার সরল, নিষ্পাপ ছেলেটাকে কারা ওভাবে খুন করল তাদের আপনারা ধরুন। তাতে আমার লাভ কিছু হবে না। আমি ছেলেকে আর ফিরে পাব না। কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ুক, এটা আমি চাই। তাদের ক্ষমা করবেন না।...আমি আর কথা বলতে পারছি না। ভীষণ মাথা ধরেছে। আরতি আরতি...

চৌকাঠের কাছে এসে মেয়েটি দাঁড়াল। মহিলাও সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাজীব তাড়াতাড়ি বলল—একটা অনুমতি নেবার ছিল ম্যাডাম...

—বলুন?

—আমি স্বাক্ষরবাবুর ঘরটা একটু নিজের মতন করে দেখতে চাই...

—বলুন না সার্চ করবেন? করুন।...আমার ঘরও করতে পারেন।

BanglaBook.org

—তার দরকার হবে না।

—আরতি ওঁকে দাদার ঘরে নিয়ে যাও।

রাজীব ভদ্রতাবশত উঠে দাঁড়িয়েছিল। মহিলা দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—একটা কথা...

—বলুন ম্যাডাম?

—ঘটনার দিন সকালে আমার ছেলেকে খুব আপসেট আর টেনসড্ লাগছিল। আর ও প্রতিদিন শান্তিনিকেতনী ঝোলা-ব্যাগ কাঁধে কলেজে যেত। সেদিন গিয়েছিল অ্যাটাচি হাতে। এই দুটো ব্যাপার আমাকে খুব খট্‌কা দিয়েছিল। রাজীব বুকপকেট থেকে ছোট্ট নোটবই বের করে দুটো পয়েন্ট টুকে নিল। পরে কাজে লাগতে পারে।

আরতি বলে মেয়েটা রাজীবকে স্বাক্ষরের ঘরে নিয়ে এল। এই ঘরেই পরপর আলমারি আর স্টিলের র‍্যাকে সাজানো তার অজস্র বই পত্র। ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে একটা দামি সিঙ্গল খাটের বিছানা। ঘরের এককোণে একটা টেবিল-চেয়ার। সেখানে কিছু কাগজপত্র পেপারওয়েট চাপা। আরতি চলে গেছে। স্বাক্ষর ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছে। কী খুঁজছে সে? আচ্ছা ওর মোবাইল-ফোনটা কোথায় গেল? সেদিন যে কলেজে বেরিয়েছিল স্বাক্ষর নিশ্চয়ই ফোনটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিল। ফোনটা মৃতদেহের সামনে পাওয়া যায়নি। হাতের অ্যাটাচিটাও পাওয়া যায়নি। তার মানে যারা ওকে খুন করেছে দুটোই তাদের হস্তগত! অ্যাটাচিতে কী ছিল? শান্তিনিকেতনী ব্যাগের বদলে কেন অ্যাটাচি? মোবাইল ফোনটা যদি পাওয়া যেত সেটা হত একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের উৎস। কারণ কল-

BanglaBook.org

লিস্ট পরীক্ষা করলেই বোঝা যেত গত কয়েকদিনে মৃত ব্যক্তি কাদের কাদের সঙ্গে ফোনে বেশি কথা বলেছে? তাহলে কী খোঁজা যায় কি? এমন একটা কিছু যা থেকে স্বাক্ষরের মনের গতিপ্রকৃতি বোঝা যায়? কী হতে পারে সেটা?

...বইয়ের র‍্যাকে একটার পর একটা বই হাতড়ে যাচ্ছে রাজীব। কোনও বইয়ের মধ্যে কোনও কাগজের টুকরো, কোনও চিঠির অংশ যদি পাওয়া যায়। কিন্তু সেরকম কিছু তো চোখেই পড়ছে না। খুঁজতে খুঁজতে ঘেমে গেল রাজীব। এত বই! কত বয়স হবে ছেলেটার? তার মতনই বয়স? এই বয়সে এত বই পড়ে ফেলেছে? এবার টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াতে শুরু করেছে রাজীব। একটা লেখার প্যাড। সেটা ওলটাতেই চোখে পড়ল ভার্জিনিয়া...ভার্জিনিয়া... ভার্জিনিয়া...তিনবার লেখা। যেন ভার্জিনিয়ার স্তব করা হয়েছে। কে এই ভার্জিনিয়া? কী তার পরিচয়? এই ভার্জিনিয়া রহস্য ভেদ করলেই কি স্বাক্ষর-হত্যা-রহস্যের সমাধান হবে? প্যাডের পাতায় আর কিছু তেমন লেখা নেই। একটা পৃষ্ঠায় হিসেব। বাজার থেকে কী কী আনতে হবে। কিছু মাল-মশলার তালিকা। একটা জায়গায় লেখা আছে স্লাইস চিজ আনতে হবে। তার পাশেই ব্র্যাকেটে— 'নাহ, চিজ আনব না। চিজ খাওয়া ঠিক নয়। ওতে ফ্যাট বাড়ে। শরীরটাকে ঝরঝরে রাখতে হবে।'

ছোট পড়াশোনার টেবিলে ডানপাশে দুটো ড্রয়ার, বাঁ পাশে দুটো। ডানপাশের সব থেকে ওপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলতেই চোখে পড়ল একটা ডায়েরি। মাঝারি সাইজের রেক্সিনে বাঁধানো। এটাই কি এতক্ষণ খুঁজছিল রাজীব? তার আঙুলগুলো বাজপাখির ঠোঁট

BanglaBook.org

হয়ে গেল। ছোঁ মেরে ডায়েরিটা সে তুলে নিল। দ্রুত উলটেপাল্টে দেখল। হ্যাঁ এটাই সে খুঁজছিল। এটা ব্যক্তিগত ডায়েরি স্বাক্ষরের। এটা পড়ে ওর মনের গতিপ্রকৃতি যদি কিছু বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ডায়েরিটা কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়। ঠিকমতো বলতে গেলে এটা seize করতে হয়। তাহলে seizer list দিতে হবে স্বাক্ষরের মাকে। অত ঝামেলার দরকার কী? জিনস ট্রাউজারের পাশপকেটে কি ডায়েরিটা ধরে যাবে না? হ্যাঁ ধরে তো গেল। যদিও একটু উঁচু হয়ে রইল। তাতে কী হয়েছে? রাজীবের পরনে আছে সাদা বুশ শার্ট। ঝুলিয়ে পরেছে। তাতে পকেটের উঁচু হয়ে থাকা অংশটা অত বোঝা যাচ্ছে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে পার্লারে এল রাজীব। সব চুপচাপ। সারা বাড়ি কীরকম বিসদৃশভাবে নিশ্চুপ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাজের মেয়েটি কোথায় গেল? রাজীব হাঁক দিল মৃদুভাবে—কেউ আছেন? মেয়েটি বেরিয়ে এল।

—কিছু বলবেন?

—আমার কাজ হয়ে গেছে। আমি চললাম।

মেয়েটি চুপ করে আছে।

—ওঁকে কিছু বলতে হবে আর?—রাজীব স্বাক্ষরের মাকে ইঙ্গিত করল।

—উনি শুয়ে আছেন। বিরক্ত করতে বারণ করেছেন।

—ও. কে.। এই আমার কার্ড রইল। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে বলবেন। রাজীব আর পেছনে তাকাল না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। বাড়ির সামনে তার বাইক দাঁড়িয়ে আছে। বাইকের

BanglaBook.org

খোপে সে ট্রাউজারের পকেট থেকে ডায়েরিটা বের করে ঢুকিয়ে দিল। তারপর বেগে চালিয়ে দিল গাড়ি। গন্তব্য অফিস। এখন বেলা প্রায় বারোটা। কিন্তু আকাশে রোদের তীব্রতা তেমন নেই। সকাল থেকেই মেঘলা করে আছে। হালকা বাতাস বইছে। জুলাই মাস। কিন্তু এখনও বর্ষার দেখা নেই। গত রাতেই টিভি-তে একঝলক দেখছিল, আবহাওয়া দপ্তর বলছে বঙ্গোপসাগরে নাকি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আজকের কলকাতার আবহাওয়া কি তারই প্রতিফলন?

নিজের অফিসে এল রাজীব। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই পি. এ. খবর দিল—স্যার ডি. সি. সাহেব ফোন করেছিলেন...

—তাই নাকি? ধরুন ওঁকে।

পি. এ. লাইনটা প্রথমে এনগেজড্ পেল। বড় অফিসারদের ফোন সহজে পাওয়া যায় না। আর দিনের এই সময়টা তো তাঁরা সত্যিই মহাব্যস্ত। যাই হোক, মিনিট পনেরো নাগাড়ে চেষ্টার পর ডি. সি.-র ফোন ফাঁকা পাওয়া গেল। পি. এ. বলল—স্যার সাহেব লাইনে আছেন...

রাজীব রিসিভারটা নিয়ে বলল—গুড আফটারনুন স্যার এনি ইনসট্রাকসন?

—ইনভেসটিগেশন শুরু হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—কী মনে হচ্ছে?

—একেবারে প্রাইমারি স্টেজ স্যার...

—বুঝেছি। তবে মিডিয়া ঠিক খবর পেয়ে গেছে।

BanglaBook.org

—সে তো স্যার পাবেই। এই শহরের মিডিয়া প্রো-অ্যাকটিভ।

—আমাকে জিগ্যেস করছে এই খুনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক আছে কীনা?

—আপনি কী বললেন স্যার?

—আমি বললাম, কিচ্ছু বলছি না। ম্যাটার ইজ সাবজেক্ট টু ইনভেসটিগেশন। রাজীব চুপ করে আছে।

ডিসি বললেন—ও. কে. রাজীব। তুমি কাজ কর। তেমন কোনও ডেভলপমেন্ট থাকলে আমাকে জানাবে।

—ইয়েস স্যার। গুড ডে...।

রাজীব পি. এ. ডেকে জিগ্যেস করল যে এখন অফিসে তার জন্যে কোনও ভিজিটর অপেক্ষা করছে কী না।

পি. এ. বলল—নাহ্ স্যার কেউ নেই। বাইরে তো টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে...

—বৃষ্টি?

—হ্যাঁ স্যার। আকাশে মেঘও জমছে। মনে হয় আজ ঢালবে।

—তাহলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মিলে যাচ্ছে বলুন?

—হ্যাঁ স্যার। পুরো নিম্নচাপের আবহাওয়া।

—আচ্ছা পুলকেশবাবু আমি এখন একটু মন দিয়ে কাজ করব। খুব আরজেন্ট না হলে কাউকে আমার ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

—ঠিক আছে স্যার। আপনার লানচ?

—সকালে স্নান-খাওয়া সেরে বেরিয়েছি।

BanglaBook.org

পুলকেশবাবু চলে গেলে রাজীব নিজের চামড়ার ব্যাগ থেকে স্বাক্ষরের বাড়ির ড্রয়ার থেকে পাওয়া ডায়েরিটা বের করল। তার মন বলছে এই ডায়েরিতে এমন কিছু লেখা আছে যা এই খুনের রহস্য সমাধানে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। ডায়েরিটা পড়ার জন্যে তার মন উচাটন এই মুহূর্তে।

টেবিলে ডায়েরিটা রেখে প্রথম পৃষ্ঠা খুলল রাজীব। বড় বড় করে নাম লেখা—স্বাক্ষর সেন। তারিখ-১/১/২০১০ তার মানে এই বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকেই ডায়েরিটা 'ওপেন' করেছে স্বাক্ষর। কিন্তু নিয়মিত যে তার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তা তো নয়। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লেখা আছে। হার্ডলি দশ পৃষ্ঠা। কিন্তু একী পড়ছে সে? এই দশ পৃষ্ঠা জুড়েই তো শুধু ভার্জিনিয়া নামে একজন কবির গুণগান।...হ্যাঁ পড়লেই বোঝা যায়, ভার্জিনিয়া দত্ত একজন কবি। এবং স্বাক্ষরের মতে সে একজন অমিত শক্তিধর কবি। এই কবি 'দেশ' পত্রিকা ও অন্যান্য নানা নামী পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখে থাকে। কিন্তু বেশ কয়েক দিনের ডায়েরিতে স্বাক্ষর আক্ষেপ প্রকাশ করেছে যে, একের পর এক এত কবিতা রচনা করলেও ও তা প্রকাশিত হলেও ভার্জিনিয়া দত্ত এখনও কোনও কবিতার বই প্রকাশ করেনি কেন।...একদিনের ডায়েরিতে স্বাক্ষর লিখে রেখেছে যে, সে ভার্জিনিয়ার কবিতার ওপর একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবে, এবং প্রবন্ধ ছাপতে দেবে 'উলুখড়' পত্রিকায়। 'উলুখড়' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তার এই বিষয়ে কথাও হয়েছে।

এরপর প্রায় একমাস স্বাক্ষর ডায়েরি লেখেননি। তারপর জুন মাসের লেখাগুলো দেখে রাজীব নড়েচড়ে বসল। এটা জুলাই মাসের

BanglaBook.org

প্রথম সপ্তাহ। জুন মাসের কয়েকদিন ডায়েরির পৃষ্ঠায় দু-তিন লাইনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলো দেখে মনে হচ্ছে ভার্জিনিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল এবং একটু ঘনিষ্ঠতাও যেন হয়েছিল।...

১৭ জুন, ২০১০ স্বাক্ষর লিখেছে ঃ আজ গভীর রাতে ফোনে ভার্জিনিয়া নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফেটে উপড়ে আসবে। ওর কবিতার ওপর আমার লেখা প্রবন্ধ পড়ে কি ও আমার প্রেমে পড়ে গেছে? আমিও তো একা, নিঃসঙ্গ। ভার্জিনিয়ার মতন একজন কবির যদি সঙ্গ পাই...। ...ওই তারিখে তাহলে বারিস্তা কাফেতে আমাদের দেখা হবে?...

রাজীব নোট করল—তারিখটা লেখা নেই। কোন বারিস্তা কাফেতে দেখা হয়েছে সেটারও কোনও উল্লেখ নেই।

আবার...২৫ জুন, ২০১০—কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ! একজন নারী যে এত আনন্দ দিতে পারে কোনওদিন ভাবিনি।...

রাজীব এটুকু পড়ে চোখ বুজল। ভাবতে লাগল। শুধু এই কথাগুলো লেখা আছে। আর ডিটেলসে কিছু লেখা নেই। তার মানে কি ওই মেয়েটির সঙ্গে স্বাক্ষরের দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল? কলিং-বেল বাজিয়ে পি. এ.-কে ডাকল রাজীব। পুলকেশবাবু এলে তাকে অনুরোধ করল এক কাপ দুধ ছাড়া চিনি ছাড়া কফি পাঠিয়ে দিতে। কফি এল। চুমুক দিয়ে বেশ সতেজ অনুভব করল রাজীব। তারপর আবার ডায়েরির পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগল। কিন্তু একী? আর তো

BanglaBook.org

তেমন কিছু লেখা নেই? শুধু পরপর কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে একই বাক্য বারবার লেখা। যেন নিজের বুকের আর্তি কালি দিয়ে লেপে রেখেছে স্বাক্ষর ডায়েরির পৃষ্ঠায়। আর সে লাইনটা হল—

ভার্জিনিয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন?
ভার্জিনিয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন?
ভার্জিনিয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন?
ভার্জিনিয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন?

আর শেষ ডায়েরি লিখেছে স্বাক্ষর ২৮ জুন। একটাই কথা ঃ 'আমি কি তবে প্রতারিত হলাম?'...এরপর আর কোনও লেখা নেই। ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলো শূন্য। রাজীব মনে মনে হিসেব করল...এর কয়েকদিন পর...জুলাই মাসের ২ তারিখ সন্ধের সময় স্বাক্ষর খুন হয়েছে। পি. এম. রিপোর্ট বলছে—খুনের সময় সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। ডায়েরি বন্ধ করে নিজের ব্যাগে রাখল রাজীব। এই খুনের ব্যাপারে এটা একটা বড় এভিডেন্স হতে পারে। কিন্তু এখন ভার্জিনিয়া কে সেটা জানতে তাকে বন্ধু হিন্দোলকে ফোন করতে হবে। এরকমই ভাবছে রাজীব, সেই মুহূর্তে পুলকেশবাবু এসে উল্লসিত স্বরে বলল—স্যার বেশ জোর বৃষ্টি নেমেছে।

BanglaBook.org

আসল ভার্জিনিয়া দত্ত

এই শহরে যে ক'জন স্প্যানিশ ভাষা জানে, হিন্দোল ভট্টাচার্য তাদের মধ্যে অন্যতম। লাতিন আমেরিকার নানা ভাষা শেখানো হয় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে হিন্দোল স্প্যানিশ ভাষা শেখাচ্ছেন প্রায় পনের বছর ধরে। এ ছাড়াও সাহিত্যে তাঁর অনেক কাজ আছে। স্পেন এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের (যারা স্প্যানিশ ভাষায় লেখে ও কথা বলে) গল্প-কবিতা-উপন্যাস হিন্দোল নিয়মিত অনুবাদ করেন এবং তার জন্যে লেখক-মহলে তাঁর আলাদা খ্যাতি আছে। রাজীব মিত্র-র মতন একজন সামান্য পুলিশ ইনসপেকটরের সঙ্গে হিন্দোল ভট্টাচার্যের আলাপ কীভাবে হল? প্রয়োজনের কারণেই হয়ে গেছে। হিন্দোল এক বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। মা-বাবা নেই। শুধু এক বোন। যখন রাজীবের সঙ্গে হিন্দোলের আলাপ তখন সেই বোনের বয়স বেশি ছিল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করত। এখন বোধহয় অধ্যাপনা করে। সংসারীও হয়েছে। সে খবর রাজীব রাখে না। আজ থেকে সাত-আট বছর আগে রাজীব তখন যাদবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। একদিন হিন্দোল ভট্টাচার্য এসেছিলেন রাজীবের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে। তাঁর বোনকে বিশ্ববিদ্যালয় যাতায়াতের পথে নাকি কিছু যুবক প্রতিদিন খুব বিরক্ত করছে। ব্যাপারটা খুব চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তখনই হিন্দোল ভট্টাচার্যের কার্ড দেখে, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা পরিচয় পেয়ে রাজীব মুগ্ধ হয়েছিল। নিজে ততটা শিক্ষিত হতে

BanglaBook.org

না পারলেও শিক্ষিত, বিদগ্ধ মানুষজনদের রাজীব প্রকৃতই শ্রদ্ধা করে।

যারা হিন্দোলের বোনকে রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করত, তাদের রাজীব থানায় ধরে এনেছিল এবং মেয়েটির পা ধরে ক্ষমা চাইয়েছিল। হিন্দোল এতে খুব খুশি হয়েছিলেন। একদিন রাজীবকে নিজের বিজয়গড়ের ছিমছাম ফ্ল্যাটে ডেকে চা খাইয়েছিলেন। নিজের অনূদিত কয়েকটা বই উপহার দিয়েছিলেন। রাজীব হিন্দোলকে বলেছিল—স্যার আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আপনার কার্ড আমার কাছে রইল। আপনাদের মতন জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আমাদের অনেক লাভ...।

হিন্দোল বলেছিলেন—রাখবেন। আমি খুব খুশি আপনার কাজে। বুঝতেই তো পারছেন অন্যান্য অনেক মানুষের মতন পুলিশের কাজকর্মের প্রতিও আমার বেশ রিজার্ভেশন আছে। তবে আপনি দেখলাম বেশ বোল্ড এবং প্রো-অ্যাকটিভ। আপনি কেরিয়ারে উন্নতি করবেন।

এই সাত বছরের মধ্যে একেবারে যে রাজীব নিশ্চুপ হয়ে গেছে তা নয়। মাঝে মাঝেই ফোনে খোঁজ-খবর নিয়েছে হিন্দোল ভট্টাচার্যের। তবে হিন্দোল এখন বেশ বয়স্ক। অবসর নিতে তাঁর আর কয়েক বছর মাত্র বাকি আছে। তিনি এখন একাই জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকেন। কারণ তাঁর বোন সম্প্রতি কী একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে গেছে।

রাজীব তার সংগ্রহ থেকে হিন্দোল ভট্টাচার্যের কার্ডটি বের করল। মোবাইল নম্বর এতে দেওয়া আছে। নিশ্চয়ই তা পরিবর্তিত

BanglaBook.org

হয়নি। বাইরে সত্যিই জোর বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ঘন কালো তা অফিস-চেম্বারে বসেই বেশ বুঝতে পারছে রাজীব। এখন বেলা দুটো। হিন্দোল ভট্টাচার্যকে ফোন করার পক্ষে ব্যাপারটা কি অসময় নয়? যদি উনি এখন ক্লাসে থাকেন? তবুও রাজীবের যেন তর সইছিল না। তার মনের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছিল। ভার্জিনিয়া কে? কী তার পরিচয়? এসব জানতে হবে। এখুনিই। এই জানার মধ্যেই কি রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে?

হিন্দোলের মোবাইলে ডায়াল করেছে রাজীব। রিং-টোন বাজছে। বেশ সুন্দর একটা গান। অতুলপ্রসাদের।...একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে দিলাম নয়নজলে...তারপরই একটু ক্ষীণস্বরে—হ্যালো?

—স্যার আমি রাজীব বলছি।

—রাজীব?...আর একটু ডিটেলসে বলুন ভাই।

—আমি কি হিন্দোল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলছি?

—বলছেন।

—স্যার আমি ইনসপেকটর রাজীব মিত্র কথা বলছি।

—ও হে হো... ইয়েস ইয়েস ইনসপেকটর। বলুন কেমন আছেন?

—ভালো আছি স্যার। আমি কি আপনাকে অসময়ে ফোন করেছি?

—আরে নাহ! আমি এখন আমার আস্তানায়। আজ আমার অফ-ডে। তবে শরীরটাও জুত নেই।

BanglaBook.org

—কী হয়েছে স্যার?

—এই একটু সর্দিকাশি। আবার বর্ষা নামল। বৃষ্টি-বাদল হলেই তো আমার মুশকিল। সিওরলি আই উইল ক্যাচ কোল্ড...। যা হোক থাক এসব আটপৌরে কথা। বলুন কী জন্যে ফোন করেছেন? কোনও উপকারে লাগতে পারি? আজ পর্যন্ত তো আপনার কোনও উপকারে লাগলাম না। কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে যা করেছিলেন...

—স্যার প্লীজ ডোন্ট মেনশান ইট...ইট ওয়জ মাই ডিউটি...

—তবুও...এখন আপনি কোথায় আছেন যেন?

—ক্রাইম ব্রাঞ্চে স্যার। ডি. সি. ক্রাইম-এর আন্ডারে...।

—বাহ্ বাহ্ ভেরি নাইস! কলকাতায় যে হারে ক্রইম বাড়ছে, আপনাদের মতন টাফ অফিসারদেরই দরকার।

রাজীব বুঝল, কথায় কথা বাড়বে। বয়স্ক মানুষ। কথা বলার আনন্দে কথা বলে যাবেন। এবার আসল বিষয়ে আসা দরকার। রাজীব বলল—স্যার একটা সিরিয়াস ইনভেসটিগেশনের মধ্যে আছি। সেই ব্যাপারে আপনার কাছে একটা বিষয়ে জানার ছিল...

—আমার কাছে? ...কী ব্যাপার বলুন?

—আচ্ছা, ভার্জিনিয়া দত্ত নামে কোনও কবিকে আপনি চেনেন?

—ভার্জিনিয়া দত্ত...ভার্জিনিয়া দত্ত...নামটা একটু শোনা শোনা লাগছে। তা আজকাল কলকাতা শহরে কবিরাও কি ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটিতে জড়িয়ে পড়ছে নাকি?

—হতে পারে স্যার। কিছুই অসম্ভব নয়।

—কিন্তু ভার্জিনিয়া দত্ত...খুব কি পরিচিত?

—আমি স্যার কিছুই জানি না। শুধু এই নামটা আমার কাছে

BanglaBook.org

এসেছে এবং আমি জানি মহিলা কবিতা লেখে। তার কবিতা নাকি 'দেশ' পত্রিকার পাতাতেও ছাপা হয়।

—বটে? তাহলে তো একটু খোঁজ নিতে হয়...

—যদি একটু খোঁজ নিয়ে বলেন স্যার আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ওভাবে বলবেন না। এটা এমন কোনও শক্ত কাজ নয়। আমার অনেক প্রবীণ ও নবীন কবি-বন্ধু আছে, তাদের সঙ্গে কথা বললেই ওর খোঁজ পাওয়া যাবে।

—তাহলে আমি কখন অপানাকে ফোন করব স্যার?

—আপনাকে ফোন করতে হবে না। আমি আপনাকে ফোন করব। ভার্জিনিয়া দত্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে। সন্ধে নাগাদ আপনি আমার ফোন পাবেন।

—ও. কে. স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ।

রাজীব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পুলকেশবাবু ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোক খর্বকায়। গোলগাল। সবসময়েই জীবনানন্দ হয়ে আছেন। অর্থাৎ জীবনের আনন্দে গদগদ হয়ে আছেন। তার হাসি হাসি মুখ দেখে রাজীব বলল—কী বার্তা পুলকেশবাবু?

—বৃষ্টি ধরে গেছে স্যার। হাসতে হাসতে জানাল পুলকেশ। এতে হাসির কী আছে ভেবে পেল না রাজীব। পরের উক্তিটায় অবশ্য রসের সন্ধান পেল।

—স্যার বাদলার দিন। আমাদের অফিসের পাশে ঋষি ময়রার দোকানের তেলেভাজা যে অতি উপাদেয় লাগবে এটা নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

আপনি বিশ্বাস করেন। রাজীবও হাসিহাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল।

—দুটো বেগুনি, দুটো আলুর চপ আর একটু আদা দেওয়া চা পাঠিয়ে দিই স্যার?

—ওরে বাবা অত তেলেভাজা? নো—একেবারেই নাহ্...

—তাহলে একটা বেগুনি আর একটা চপ। তারপর চা। জিভের স্বাদ পালটে যাবে স্যার।

—পাঠান। ছাড়বেন না যখন।

—আর স্যার অনাদি এসে বসে আছে।

—অনাদি এসেছে? পাঠিয়ে দিন ওকে। আর ওর জন্যেও চা-তেলেভাজা পাঠিয়ে দিন। এখন আমার ঘরে কেউ ঢুকবে না। ওর সঙ্গে আমার কনফিডেনশিয়াল আলোচনা আছে।

—বুঝেছি স্যার।

পুলকেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর অনাদি ঘরে ঢুকে স্যালুট ঠুকল।

রাজীব বলল—বসো। ইনফরমেশন আছে?

—আছে স্যার।

—হুম।

ইতিমধ্যে আর্দালি দুজনের জন্যে চা-তেলেভাজা রেখে গেল। রাজীব বলল—খাও। খেতে খেতে কথা হবে।

অনাদি বলল—বৃষ্টিটা খুব জোর হয়েছে স্যার। গড়িয়াহাট, যাদবপুর সব জলে ডুবে গেছে।

রাজীব বলল—স্বাক্ষর যেদিন খুন হয় সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম কোথায় গিয়েছিল জানতে পেরেছ অনাদি?...

BanglaBook.org

—হ্যাঁ স্যার কিছু খবর জোগাড় করেছি।

—কী খবর অনাদি?

—স্যার কীভাবে আমি জেনেছি সেটা আপনাকে বলছি না। তবে সেদিন স্বাক্ষরবাবু সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারাসাত কলেজে যাননি।

রাজীব হাত তুলে অনাদিকে থামিয়ে দেয়। হেসে সে বলে—অনাদি চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে যেও না। তোমার খবরের সোর্স কী আমি এটা জানতে চাইনি। আমি শুধু জানতে চেয়েছি খবর কী পেয়েছ। আর শুনে রাখো, সোর্সগুলো বুঝে নিতেও আমার অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি নিজে দেখেছি স্বাক্ষরের বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। অতটা রাস্তা সে প্রতিদিন নিশ্চয়ই হেঁটে যেত না। রিকশ কিংবা অটোতে যাওয়া সম্ভব। রিকশতেই যেত নিশ্চয়ই। কারণ, ওদের বাড়ির সামনে সারি সারি রিকশ দাঁড়িয়ে থাকতে আমি দেখেছি। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও আমি যখন যেখানে যাই, আমার চোখ সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে নেয়। তুমিও নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করেছ। এবং রিকশচালকদের পরপর ইনটারভিউ করে তুমি নিশ্চয়ই এই তথ্যটাই পেয়েছে যে, ভদ্রলোক সেদিন রিকশ ধরে রোজকার মতন বাসস্ট্যান্ডে বাস ধরতে যায়নি। অন্য কোথাও গিয়েছিল। এখন বলো—কোথায় গিয়েছিল?

অনাদি মাথা চুলকে বলল—সত্যি স্যার আপনার বুদ্ধির কাছে আমরা চুনো-পুঁটি। আমার কথাটা ওভাবে বলাই অন্যায় হয়েছে। কিছু মনে করবেন না স্যার।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন বলো—বাছাধন সেদিন বাড়ি

BanglaBook.org

থেকে বের হয়ে রিকশ ধরে কোথায় গিয়েছিল?

—কাছাকাছি স্টেট ব্যাঙ্কে স্যার। যেখানে ওঁর এবং ওঁর মায়ের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে।

—বটে? —রাজীব নড়ে-চড়ে বসল। —তো ব্যাঙ্কে কী জন্যে গিয়েছিল জানা গেছে?

—সেদিন সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচ লাখ টাকা তুলেছিলেন ভদ্রলোক।

—পাঁচ লাখ টাকা? বলো কী হে?

—হ্যাঁ স্যার।

—তারপর?

—তারপর উনি একটা ট্যাক্সি নেন।

—ট্যাক্সি করে কোথায় যায়?

—সেটা স্যার হদিস করতে পারিনি। অনাদি আবার মাথা চুলকোয়।—তবে আর একটা তথ্য দিতে পারি। সেটা আপনার তদন্তের কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

—কী তথ্য?

—ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন একটা অ্যাটাচি হাতে...

—মানে? অন্যদিন কি অ্যাটাচি হাতে থাকত না?

—রিকশচালকই আমাকে জানিয়েছে যে, বাবু প্রতিদিন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে কলেজে যেতেন। ওই একটা রিকশতেই উনি প্রায়ই যেতেন। কিন্তু সেদিন ওঁর হাতে অ্যাটাচি ছিল।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছ পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলবে এবং সেটা ক্যারি করবে বলেই অ্যাটাচি নিয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

—সেরকমই মনে হচ্ছে স্যার।

—কিন্তু ডেডবডির পাশে তো অ্যাটাচি-ফ্যাটাচি কিছু পাওয়া যায়নি। তবুও একবার সল্টলেক থানার ও.সি.-র সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

—আমি কি এবার আসব স্যার?

—হ্যাঁ তুমি এসো।

—আমাকে আবার কাজ দেবেন তো স্যার?

—হ্যাঁ। যখন প্রয়োজন পড়বে ডাকব।

অনাদি বেরিয়ে গেল।

রাজীব পুলকেশকে ডাকল। সল্টলেক থানার ও.সি.-কে ফোনে ধরতে বলল। কিছুক্ষণ বাদে পুলকেশ এসে বলল যে লাইনে ও.সি. নিজেই আছে। রাজীব জিগ্যেস করল, স্বাক্ষর সেনের মৃতদেহের পাশে কোনও অ্যাটাচি পাওয়া গিয়েছিল কীনা। উত্তর পেল-না। সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। কপালে কুঞ্চন রাজীবের। পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে স্বাক্ষর কোথায় গিয়েছিল? কেনই বা সে খুন হল? তবে কী ব্যাপারটার মধ্যে ব্ল্যাকমেলিং জড়িয়ে আছে? কে ব্ল্যাকমেলিং করছিল স্বাক্ষরকে? কেন? যদি তাই হয় তাহলে স্বাক্ষরকে খুন হতে হল কেন? যাকে ব্ল্যাকমেল করা হয় সে তো দুধেল গাই। তাকে মেরে ফেলে কী লাভ? তাহলে স্বাক্ষরকে মরতে হল কেন?

এবার রাজীব একটু নিজের ফ্ল্যাটে যাবে। অফিস থেকে তার ফ্ল্যাট বেশি দূর নয়। রাজীবের জন্যে একটা সরকারি জিপ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু সদলবলে বিশেষ তদন্তের কাজ ছাড়া রাজীব সেই গাড়ি ব্যবহার করে না। নিজের মোটরবাইকেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ

BanglaBook.org

করে। এই মোটরবাইকটা যেন তার একটা হলোগ্রাম। পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে নীচুশ্রেণির কর্মচারী পর্যন্ত সবাই রাজীবকে তার বাইকে দেখলেই চিনতে পারে। ট্রাফিক পুলিশেরা রাজীবকে যেতে দেখলে বলাবলি করে—ওই ইনসপেকটর রাজীব মিত্র যাচ্ছে।

ফ্ল্যাটে এসে রাজীব সামান্য টিফিন করে নিল। একটু ছানা, কমলালেবুর রস এক গ্লাস আর দুটো খেজুর। আগে রাজীব ভাবত, খেজুর খেলে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি পায়। পরে সে একজন ডায়েটিসিয়ানের কাছ থেকে জেনেছে যে, খেজুর হাড় শক্ত করে, শরীরে এনার্জি আনে।

টিফিন সেরে, আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে রাজীব আবার অফিসে গিয়ে বসল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মোবাইল বেজে উঠল। সে দেখল মোবাইলের পর্দায় হিন্দোল ভট্টাচার্যের নম্বর ভেসে উঠেছে।

—হ্যাঁ স্যার রাজীব বলছি। বলুন?

—মি. মিত্র আমি ভার্জিনিয়া দত্তের পরিচয় পেয়েছি।

—পেয়েছেন স্যার?—রাজীবের হৃদপিণ্ড ধক্ করে উঠল।

—হ্যাঁ। ভার্জিনিয়ার বয়স ত্রিশের মধ্যে। সাউথ কলকাতার একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। হ্যাঁ ঠিকই খবর আপনার। ও কবিতা লেখে। 'দেশ' পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় ওর কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হয়। আচ্ছা কী ব্যাপার বলুন তো? আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভার্জিনিয়ার যা পরিচয় দিল তাতে তো ওকে খারাপ মনে হল না। খুবই সফিসটিকেটেড, এডুকেটেড একজন মহিলা। শি হ্যাজ অলরেডি আর্নড সাম ফেম অ্যাজ এ্যা

BanglaBook.org

পোয়েট অর পোয়েটেস, হোয়াটএভার ইউ সে। ওকে হঠাৎ আপনি, মানে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। দেয়ার ইজ সামথিং রং। অর মে বি সাম কমিউনিকেশন গ্যাপ...।

—স্যার আপনি ভদ্রমহিলার বাড়ির ঠিকানাটা দেবেন?

—বাড়ির ঠিকানা?...হ্যাঁ তা দিতে পারি। কিন্তু মি. মিত্র একটা রিকোয়েস্ট ছিল...

—বলুন স্যার...

—আমার মনে হচ্ছে ভার্জিনিয়া নামটাকে কেউ এক্সপ্লয়েট করছে। ওকে স্কেপগোট করে কেউ বা কারা কোনও ক্রাইম করছে। ভার্জিনিয়া শুড নট বি হ্যারাসড। ও অত্যন্ত ভালো মেয়ে।

—স্যার আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। আয়াম কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি তদন্ত করতে গিয়ে যদি দেখা যায় ভার্জিনিয়া দত্ত নির্দোষ, আমি ওঁকে কোনওভাবেই হ্যারাস করব না। আপনি কাইন্ডলি ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা দিন।

—বাড়ির ঠিকানা?...আচ্ছা নিন। ২১বি, ফার্ন রোড, গড়িয়াহাট, কলকাতা ঃ ১৯।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনি একেবারে চিন্তা করবেন না। প্লিজ হ্যাভ ফেথ অন মি।

—ও. কে. মি. মিত্র। গুড নাইট।

—গুড নাইট স্যার।

BanglaBook.org

'স্বাক্ষর সেনের সঙ্গে আমার কোনওকালে পরিচয় ছিল না'

গড়িয়াহাটের মোড় থেকে একটু ভেতরে ঢুকে ডানদিকের ফুটপাতে আলেয়া সিনেমা। তার পাশ দিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তা। দুপাশে ছিমছাম বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়িই দোতলা-তিনতলা। এখন সন্ধে সাতটা। রাজীব তার বাহন নিয়ে ঢুকে পড়েছে রাস্তাটার ভেতরে। এটাই ফার্ন রোড। অভিজাত, উচ্চবিত্ত মানুষদের বাস এখানে। আলোয় উজ্জ্বল রাস্তা। এই রাস্তার প্রতি কর্পোরেশনের দাক্ষিণ্য দেখা যাচ্ছে বেশ ভালোই। নানারকমের ফাস্টফুডের দোকান। ভাজাভুজির গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। প্রত্যেকটা দোকানের সামনেই রঙিন পোশাকে যুবক-যুবতী, ছোট ছেলে কিংবা মেয়ের হাত ধরে মায়েদের ভিড়। এরকম সন্ধেবেলা কোনও মহিলাকে তার বাড়ি গিয়ে পুলিশের জেরা করা কি সময়োপযোগী বা ভদ্রতা হবে? এক মুহূর্ত মনে এসেছিল রাজীবের। তার পরই মনে হ'ল, দেখাই যাক না। মহিলার প্রতিক্রিয়া কী হয়। এরকমও হতে পারে উনি এখন বাড়িতে নেই। সেক্ষেত্রে রাজীব নিজেই একটা কার্ড রেখে আসবে বাড়ির লোকের কাছে। যাতে তার অফিসের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দেওয়া আছে। ভার্জিনিয়া তাকে ফোন করলেই তাকে নিজের অফিসে তলব করবে রাজীব।

দু-একজনকে জিগ্যেস করতেই ২১বি, বাড়িটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। ফ্ল্যাট নয়। পুরোনো দিনের বাড়িই। দোতলা। এখনও

BanglaBook.org

এই অঞ্চলটা তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে আছে। প্রমোটাররা এখনও এখানে থাবা বসাতে পারেনি। বাড়ির দোতলায় ঝুল-বারান্দা। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ বোধহয় সরোদ শুনছে। ভার্জিনিয়া কবি। সেই কি সরোদ শুনছে? রাজীব ডোভার লেন মিউজিক সোসাইটির সদস্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে তারও আগ্রহ আছে। শুনে মনে হচ্ছে আমজাদ আলি খান বাজাচ্ছেন। সবুজ রং-এর দুটো বড় দরজা। আজকালকার ফ্ল্যাটে এরকম দরজা দেখা যায় না। একপাশে দেয়ালে চৌকো শ্বেতপাথরে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা—মি. বি. বি. দত্ত, অ্যাডভোকেট। তাহলে কি ভার্জিনিয়া অ্যাডভোকেটের মেয়ে? দরজার পাশে ডোরবেল। আঙুলের চাপ দিল রাজীব। কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। কোনও সাড়া নেই। শুধু সরোদ থেমে গেল। আবার আঙুলের চাপ। এবার কিছুক্ষণ বাদে দরজা ফাঁক হল। মাঝবয়সী একজন পুরুষ। পরনে পাজামা। ডোরাকাটা হাফশার্ট। গোঁফ। মাথার চুল পাতলা। সম্ভবত এ বাড়ির কাজের লোক? এসব অঞ্চলের বাড়িতে এরকম চল আছে। অনেকদিন ধরে একজন কাজের লোক হয়তো বাড়ির মানুষদের সঙ্গেই বসবাস করছে পরিবারেরই একজন হয়ে।

—কাকে চান?—প্রশ্ন ভেসে এল।

—ভার্জিনিয়া দত্ত বাড়িতে আছেন?

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—থানা থেকে।

—অ্যাঁ?—লোকটা যেন বিষম চমক খেল।

—উনি আছেন কি?

BanglaBook.org

—আছেন। কিন্তু থানা থেকে...ওঁকে কী দরকার?

—সেটা ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই নয় বলব।

—আপনি একটু দাঁড়ান।...আমি ছোড়দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাজীব দাঁড়িয়ে রইল। এরকম ব্যবহার প্রত্যাশিত। পুলিশকে কেউ কি সহজে বাড়িতে ঢুকতে দেয়? নেহাত ঠেকায় না পড়লে...খানিক বাদেই একজন যুবকের আবির্ভাব। বড়জোর ২৩/২৪ বছর বয়স। হ্যান্ডসাম। ফরসা। ছিপছিপে। লম্বা। চোখে চশমা। একমাথা কোঁকড়া চুল।

—কী দরকার বলুন তো? আপনি কে?

—আমি ইনসপেকটর রাজীব মিত্র...ফ্রম ক্রাইম ব্রাঞ্চ, কলকাতা পুলিশ। ছেলেটা স্পষ্টতই নার্ভাস হয়ে পড়ল। একবার ঢোঁক গিলল যেন। বলল—তা দিদিকে খুঁজছেন কেন? দিদির সঙ্গে ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের কী সম্পর্ক?

রাজীব এবার ধৈর্য হারাল। তাছাড়া এসব পরিস্থিতিতে একটু মেজাজ না দেখালে ঘি উঠবে না বোধহয়। কারণ এরা নিজেদের সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ ভাবে; তার ওপর বাড়িটা অ্যাডভোকেটের; অতএব নাক উঁচু ভাব একটু থাকতেই পারে।

রাজীব কণ্ঠস্বর কঠিন করে বলল—দেখুন ভাই আমি একজন ইনসপেকটর। তখন থেকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছি। ভেতরে এসে বসতে বলার ভদ্রতাটুকুও আপনারা দেখাননি। ঠিক আছে আপনার দিদির সঙ্গে আমি এখন কথা বলতে চাই না। আমি আমার কার্ড দিয়ে যাচ্ছি। আগামীকাল সকাল এগারোটার মধ্যে উনি আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। যদি তা না করেন,

BanglaBook.org

তাহলে বেলা বারোটা নাগাদ আমি পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে ওঁকে তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

রাজীবের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও উচ্চারণের স্পষ্টতা যুবকের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলল—নাহ্ স্যার আপনি ওভাবে রেগে যাবেন না। আপনি আসুন। বসুন। দিদিকে আমি ডাকছি। রাজীব মনে মনে হাসল।

দরজা পুরো খুলে গেল। রজীব ভেতরে ঢুকল। সামনে ডানদিকে একটা ঘর। সেদিকে নির্দেশ করল যুবক। রাজীব ঘরটিতে ঢুকল। এ বাড়ির বৈঠকখানা। এবং বৈঠকখানার ভেতর ঢুকে চারদিকে তাকালেই বোঝা যায় এ বাড়ির আভিজাত্য। ঘরের মাঝখানে চারপাশ জুড়ে দামি সোফাসেট। মাঝখানে বৃত্তাকার কার্পেট। মাথার ওপর ঝাড়বাতি। দেয়ালে পরপর সেট করা আলমারি। ভেতরে বই, বই, বই। আর এক কোণে শো-কেস। কাচের ভেতরে নানা ধরনের পুতুল, শো-পিস। ঘরের আর এক কোণে মাঝারি সাইজের পেতলের এক মৎস্যকন্যা। অপূর্ব কাজ তাকিয়ে দেখতে হয়। যুবক বলল—আপনি বসুন। দিদি আসছে। একটু চা।

—ধন্যবাদ। চা আমার চলে না। কফিও না।

যুবক চলে গেল। রাজীব বসে আছে। সমস্ত বাড়ি জুড়ে এক নৈঃশব্দ। সে কি তার আসার কারণে। নাকি এ বাড়িতে লোকজন কম। সিঁড়িতে চটির মৃদু ফট্‌ফট্ শব্দ। ঘরে যে ঢুকল তাকে দেখে ভদ্রতাবশত রাজীব উঠে দাঁড়াল। এই ভদ্রতা সে অচেনা মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্ষা করে। এই মহিলাই তাহলে ভার্জিনিয়া? মহিলা কেন যুবতীই বলা যায়। ওই ছেলেটির থেকে দু-এক বছরের হয়তো বড়।

BanglaBook.org

কিন্তু কী অপরূপ মুখশ্রী। ছোট্ট কপাল, টিকোলো নাক, ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি, স্টেপকাট চুল, মরালী-গ্রীবা, মনীষায় যেন ঝকঝক করছে যুবতীর মুখ! পরনে জিনস ট্রাউজার, জিনস্ সার্ট, পায়ে ঘাস-রং চটি।

রাজীব বলল—নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। আমি ইনসপেকটর রাজীব মিত্র।

যুবতী হাতজোড় করে বলল—নমস্কার। শুভসন্ধ্যা। আমি ভার্জিনিয়া দত্ত। আপনি বসুন।

রাজীব বসল নরম গদির সোফায়। ভার্জিনিয়া বিপরীত দিকের সোফায়।

—আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার বলুন তো? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ভার্জিনিয়ার ভাই ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজীব বলল—কিছু মনে করবেন না। আমি শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।

—ও. কে। সুহাস তুই দোতলায় চলে যা। পড়াশোনা কর। আমরা কথা বলছি। সুহাস রাজীবের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—হ্যাঁ কী বলছিলেন? মি. মিত্র?

—আপনি কবিতা লেখেন?

—এসব তো আপনি জানেন।

—মানে?

—আমি কবিতা লিখি আপনি জানেন, আমি একটা স্কুলে পড়াই তাও আপনি জানেন। জানেন না?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমি যে জানি সেটা আপনি কী ভাবে জানলেন?

—প্রফেসর হিন্দোল ভট্টাচার্যের কাছে আপনি আমার খোঁজ নিয়েছিলেন। উনি আমাকে চেনেন না। উনি খোঁজ নিয়েছেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর কাছে।

—অর্ধেন্দু চক্রবর্তী?

—একজন নামী কবি। খুব রেসপেকটেবল মানুষ। অর্ধেন্দুদা আমার সম্বন্ধে জানিয়েছেন প্রফেসর ভট্টাচার্যকে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমি হঠাৎ ভি.আই.পি হয়ে গেলাম কিভাবে?...যে আপনাদের মতন পুলিশ অফিসারেরা আমার খোঁজ করছেন? পুলিশদের অ্যানুয়াল ফাংশানে এবার কবিতাপাঠের আসর রাখছেন নাকি? সেখানে আমাকে কবিতা পড়তে হবে?

ভার্জিনিয়ার শেষ কথাগুলোয় বিদ্রুপ ঝরে পড়ে। রাজীব বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

খুব ঠান্ডা স্বরে জিগ্যেস করে—স্বাক্ষর সেন নামে কাউকে আপনি চেনেন?

—স্বাক্ষর সেন?...স্বাক্ষর...দাঁড়ান দাঁড়ান।—ভার্জিনিয়া কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলে—আমাকে দু-মিনিট সময় দেবেন? আমি দোতলায় নিজের ঘরে যাব?

—অফ কোর্স।

ভার্জিনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার চটির শব্দ শুনে বোঝা যায়, সে দ্রুত দোতলায় উঠছে।...একটু পরেই নেমে আসে। হাতে একটা পত্রিকা। ভার্জিনিয়া সেটি বাড়িয়ে দেয় রাজীবের দিকে।

BanglaBook.org

—এই নিন। দেখুন...

রাজীব পত্রিকাটা হাতে নেয়। বিচিত্র নাম—'উলুখড়'। অনেক লিটল ম্যাগাজিনের এরকম নাম হয়। নামকরণেই এই সব পত্রিকা বুঝিয়ে দেয় যে বাজারি পত্রিকার থেকে তারা ভিন্ন। কিন্তু এই পত্রিকাটা নিয়ে রাজীব কী করবে?

—এতে কী আছে?

—এতে আমার কবিতা বিষয়ে একটা প্রবন্ধ আছে। বেশ দীর্ঘ প্রবন্ধ। আর সেই প্রবন্ধের লেখক কে জানেন?

—কে?

—স্বাক্ষর সেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। স্বাক্ষর সেন-এর সঙ্গে আমার যোগসূত্র এটুকুই। এই দেখুন—৭৫ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছিল। আজ থেকে তিনমাস আগে। এই দেখুন...

ভার্জিনিয়া পত্রিকাটার নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে রাজীবের হাতে দেয়। রাজীব পড়তে থাকে প্রবন্ধটি। প্রবন্ধের নাম—ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতা ঃ আঙ্গিক ও চিত্রকল্পের সমাহার। লেখক: স্বাক্ষর সেন। বেশ দীর্ঘ প্রবন্ধ। অন্তত ১২/১৩ পৃষ্ঠার তো হবেই।

—আপনি কি ভদ্রলোককে চিনতেন? রাজীব প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়।

—স্বাক্ষর সেনকে? কখনই না। ওঁর লেখা আগে পড়িনি। এই প্রথম দেখেছিলাম। তবে সত্যি বলতে কী আমি ভদ্রলোকের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম। কারণ জানেন তো, আমি কিন্তু খুব বেশিদিন কবিতা লিখছি না। বলা যায় বছর তিন আমি কবিতা

BanglaBook.org

লেখা শুরু করেছি। তবে কলকাতা এবং মফস্‌সল থেকে যত ভালো কবিতা-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমি কবিতা লিখে থাকি। এখন আর আমাকে কবিতা পাঠাতে হয় না নিজে থেকে। এখন কবিতা পাঠাবার জন্যে আমি কত যে পত্রিকা থেকে আমন্ত্রণ পাই। সে যাই হোক, আমার কোনও কবিতার বই এখনও প্রকাশিত হয়নি। কোনও প্রকাশকও এগিয়ে আসেনি আমার বই ছাপার জন্যে। তবুও শুধুমাত্র পত্রিকাতে খুঁজে খুঁজে আমার কবিতা পড়ে ভদ্রলোক যে আমাকে কবি হিসেবে এতটা মর্য্যাদা দিয়েছেন, এভাবে আমার appreciation করেছেন, এর জন্যে ভদ্রলোককে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

—এখনও জানাননি।

—নাহ। আমি তো ওঁকে চিনি না। কোথায় থাকেন, কী করেন কিছুই জানি না। উলুখড় পত্রিকার সম্পাদক অরণি বসু-কে আমি একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম স্বাক্ষর সেনের পরিচয়। অরণিদা বলেছিলেন, তিনিও লেখক সম্বন্ধে কিছু জানেন না; কারণ ওই লেখাটি তাঁর বাড়িতে ক্যুরিয়ারের মারফত এসেছিল এবং তাতে যোগাযোগের ঠিকানা লেখা ছিল, বারাসত গভমেন্ট কলেজ, ডাকবাংলো মোড়, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা। তাতে মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক ওই কলেজে পড়ালেও পড়াতে পারেন। অরণিদা বলেছিলেন, উনি আমাকে ভদ্রলোকের মোবাইল নং যোগাড় করে দেবেন। দিলেনও দুদিন আগে। কিন্তু দুদিন ধরে আমি শুধু সেই নাম্বারে যতবার ফোন করছি, উত্তর পাচ্ছি—দিস নাম্বার ডাজ নট একসিসট।

BanglaBook.org

—স্বাক্ষর সেন তিনদিন আগে খুন হয়েছেন মিস দত্ত! বোধহয় ঘরের মধ্যে বোমা পড়লেও ভার্জিনিয়া অতটা চমকাত না, রাজীবের এই ঘোষণায় যতটা চমকাল।

—কী বললেন? উনি খুন হয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ।

—কে খুন করল? কেন খুন করল?

—সে ব্যাপারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছি আর আপনার কাছে এসেছি।

—আমি ওঁর খুনের ব্যাপারে কী জানব? আমার সঙ্গে তো ওঁর পরিচয়ই ছিল না।

—পরিচয় ছিল না?

—অফ কোর্স ছিল না। এ ব্যাপারে আপনি সন্দেহ করছেন নাকি?

—কিন্তু স্বাক্ষরবাবুর ঘর সার্চ করে একটা পার্সোনাল ডায়েরি পাওয়া গেছে। সেই ডায়েরির পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ভার্জিনিয়া দত্তের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল। শুধু পরিচয় নয়, বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এরকম ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে।

—কী বলছেন আপনি?

—ডায়েরিটা কোর্টে আমার exhibit হবে। সেটা নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না। কিন্তু relevant পৃষ্ঠাগুলোর photocopy আমি করে এনেছি। আপনি ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।

রাজীবের হাতে একটা চামড়ার ফোলিও-ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগ থেকে সে একতাড়া কাগজ বের করে ভার্জিনিয়ার হাতে তুলে দিল।

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়া কাগজগুলো পড়ছে। পড়া শেষ করে সে দু-হাতে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ বসে রইল।

রাজীব বলল—কী হল? মিস দত্ত? আর ইউ ফিলিং ব্যাড?

একইভাবে বসে আছে ভার্জিনিয়া। রাজীব কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত। দরজার কাছে গিয়ে বলল—কেউ আছেন? ভার্জিনিয়ার ভাই, সেই যুবক, বোধহয় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের ঘরের আলোচনা শোনার চেষ্টা করছিল। সে দ্রুত তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল—কী হয়েছে? দিদির কী হয়েছে?

রাজীব বলল—ওঁকে এক গ্লাস জল এনে দিতে পারেন?

যুবক কয়েক মিনিটের মধ্যে জলের গ্লাস হাতে ঘরে ঢুকল।

রাজীব বলল—জলটা খেয়ে নিন মিস দত্ত।

ভার্জিনিয়া চোখ তুলল। তার চোখে জলের রেখা। কয়েক চুমুক জল খেল সে, তারপর রাজীবের দিকে হরিণশিশুর মতন করুণ দুই চোখ তুলে বলল—বিশ্বাস করুন মি. মিত্র আমাকে বিশ্বাস করুন—ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কোনওরকম পরিচয় ছিল না। আমি কোনওদিন তাকে চোখেই দেখিনি। কীভাবে এটা সম্ভব? তাহলে কি এর মধ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র আছে?

—ষড়যন্ত্র মানে?

—স্বাক্ষর সেন তো আমাকে চিনত না। আমার কবিতার সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল শুধু। ধরুন কোনও মেয়ে, আমার ধারণা সে একা নয় তার পেছনে কোনও ক্রিমিন্যাল গ্যাং আছে, সে স্বাক্ষরের সঙ্গে আলাপ করল নিজেকে ভার্জিনিয়া দত্ত পরিচয় দিয়ে, ঘনিষ্ঠ হল। উদ্দেশ্য একটাই। ধীরে ধীরে ব্ল্যাকমেল করা।

BanglaBook.org

তারপর কোনও কারণে অতিষ্ট হয়ে স্বাক্ষর একদিন বেঁকে বসল। সে আর টাকা দিতে রাজি নয়। উপরন্তু পুলিশের কাছে যাবে বলে শাসানি দিল। আর তখনই সে খুন হল।

—আপনার অনুমান অনেকটাই ঠিক হতে পারে।—রাজীব বলল। খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর আবার বলল—তবে এত বড় শহরে কে বা কারা সেই ব্ল্যাকমেলিং এবং স্বাক্ষর-হত্যার সঙ্গে জড়িত এটা খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য; যেখানে সূত্র তেমন নেই। তবে আপনাকে ভয় পেতে হবে না। স্বাক্ষর সেন যাকে ভার্জিনিয়া ভেবেছিল সে যে আপনি নয়, সেটা আমি বুঝেছি। এখন আপাতত ডায়েরির ফোটোকপিগুলো আমি আপনার কাছ থেকে ফেরত নেব। কারণ ওগুলো সবই আমার সাক্ষ্যপ্রমাণে কাজে লাগবে। দ্বিতীয়ত, আপনার কবিতার ওপর যে প্রবন্ধ স্বাক্ষর সেন লিখেছিলেন, তার একটা ফোটোকপিও আমার লাগবে। কারণ ওটিও আমার মূল্যবান exhibit হতে পারে।

—ওটা লাগবে? তাহলে তো লেখাটা ফোটোকপি করতে হবে?

—কাছাকাছি জেরক্সের দোকান নেই?

—হ্যাঁ আছে। ভাইকে বলছি। সুগত?

—হ্যাঁ দিদি।

—তুই চট করে এই লেখাটা—এই ১৪ পৃষ্ঠা জেরক্সের দোকান থেকে ফোটোকপি করে আনত? পয়সা আছে না আমি দেব?

—আছে দিদি। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।

সুগত পত্রিকাটা হাতে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভার্জিনিয়া রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল—ইনস্‌পেকটর সাহেব আপনাকে একটা কথা

BanglaBook.org

জিগ্যেস করব?

—করুন?

—আমি রাস্তাঘাটে একা একা চলাফেরা করি। আমার কোনও ভয় নেই তো?

—কোনও কিছুই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। তবে আপনার ওপর আমি ভিজিল্যান্সের ব্যবস্থা করব।

—ভিজিল্যান্স?

—হ্যাঁ নজরদারি। আমার বিশ্বস্ত লোক আপনার কাছাকাছি থাকবে। সাদা পোশাকে। আপনি চিনতে বা বুঝতেও পারবেন না। যদি কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখে সেই আপনাকে বাঁচাবে।

—অনেক ধন্যবাদ। তবুও জানেন তো মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা খারাপ ব্যাপারের মধ্যে আমার নামটা এভাবে জড়িয়ে গেছে।

—আপনি কবিতা লেখেন। ক্রিয়েটিভ। এসব ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামালে লেখা হবে না। আমার সন্দেহের আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানে আপনি নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।

সুগত ঢুকল ফোটোকপি নিয়ে। একটা খাম এগিয়ে দিল সে রাজীবের দিকে। রাজীব খাম এবং অন্যান্য কাগজগুলো চামড়ার ফোলিও ব্যাগে রাখল। তারপর সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল—চলি—গুড নাইট।

—বলছি যে, যদি প্রয়োজন হয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?

—নিশ্চয়ই কার্ড তো দেওয়া রইল। আয়াম অলওয়েজ অ্যাট

BanglaBook.org

ইওর সার্ভিস, ম্যাডাম...।

বাইকে ফিরতে ফিরতে রাজীবের কপালে চিন্তার ভাঁজ। যদিও সতর্ক চোখ রাস্তা ও ট্রাফিক সিগন্যালের দিকে। আসল ভার্জিনিয়া দত্ত কে তা তো জানা গেল; কিন্তু নকল ভার্জিনিয়া দত্ত কে? মেঘের আড়ালে কে খেলা করে বেড়াচ্ছে? আর কত খেলা তার বাকি আছে? এবার তিরটা সে কোন কৌণিক বিন্দু থেকে ছুঁড়বে? আর অফিস নয়। সোজা নিজের ফ্ল্যাট।

বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে রাজীব শর্টস এবং রাউন্ড নেক গেঞ্জি পরে নিল। আজ অনেক আগে সে বাড়ি ফিরেছে। ট্রেডমিলে হাঁটবে এক ঘণ্টা। তার আগে মধুকে ডেকে এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কফি এল। সিডি প্লেয়ারে গীতা ঘটকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি চালিয়ে দিল রাজীব। তার অন্যতম প্রিয় শিল্পী। একেবারে অন্যরকম গায়কী।...আমার মল্লিকাবনে, যখন প্রথম ফুটেছে কলি, আমার মল্লিকাবনে...তন্ময় হয়ে গান শুনছিল রাজীব। মধু ছুটে এল মোবাইল হাতে।

—স্যার ফোন...

—কার?

—মনে হচ্ছে ডি.সি. সাহেবের। রাজীব তাড়াতাড়ি ফোনটা নিয়ে বলল—হ্যালো?

—তদন্ত চলছে?—গম্ভীর স্বর ডি.সি.র।

—গুড ইভনিং স্যার। চলছে।

—প্রোগ্রেস?

—কেসটা জটিল। সময় লাগছে স্যার।

BanglaBook.org

—আজ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন। একজন কবিকে নাকি জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা মানে, কলকাতার কবি-ইনটেলেকচুয়ালস, পোয়েটস সবাই চাইছে কেসটার ঠিকমতো তদন্ত হোক। দি অফেনডার শুভ বি ব্রট টু বুক অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল। পুলিশ কমিশনার তাই চাইছেন। আমিও তাই চাইছি।

—বুঝেছি স্যার। আয়াম পুটিং মাই বেস্ট এফর্টস...

—ও.কে. বেস্ট অব লাক।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

ফোন কেটে গেল। রাজীবের চোখ জ্বলে উঠল। ডেপুটি কমিশনার (ক্রাইম) রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তার দিকে। আর কোনও কেস নিয়ে এর আগে এতবার তাকে বলতেও হয়নি। আই মাস্ট সলভ দ্য মিস্ট্রি...আই মাস্ট...রাজীব বিড়বিড় করল। গান তখনও হয়ে যাচ্ছিল—এসেছিলে তবু আসো নাই...। রাজীব সিডি প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিল। তারপর ট্রেডমিল-মেশিনের গতি বাড়িয়ে দিল ১০০ কিমি। প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে লাগল...।

BanglaBook.org

'আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে উশ্রী?'

দুপুরবেলা। হেমন্তর খাওয়া শেষ। আজকাল হেমন্ত বিছানা থেকে প্রায় উঠতে পারে না বললেই চলে। তার শরীরের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। কেমোথেরাপি চলছে। তবে ডাক্তার উশ্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আর তিনটি কেমোথেরাপি চলবে। এতে যতটা উন্নতি হয় রুগির। তবে এই তিনটির বেশি থেরাপি হেমন্ত নিতে পারবে না।

উশ্রী জিগ্যেস করেছিল—তাহলে কি আর কিছুই করার নেই ডাক্তারবাবু?

—একমাত্র উপায় আমি তো আপনাকে বলেছি। মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া। লিভারে তো ছড়িয়েছে ক্যানসার। এবার ধীরে ধীরে কিডনিকেও ধরে নেবে। ওখানে নিয়ে গেলে এমন কোনও বড় অপারেশন ওঁরা করতে পারে যাতে এই ছড়িয়ে যাওয়া ব্যাপারটা আটকানো যায়। লিভারের ক্ষতগুলোও যদি একটু রিপেয়ার করা যায়। তবে তাতে পেশেন্ট বড় জোর আরও দু-বছর বেঁচে থাকলেন। সেটাই বা কম কী? বলুন মিসেস...এছাড়া...

—এছাড়া?

—কোনও মিরাকেলও ঘটে যেতে পারে যাতে আপনার স্বামী হয়তো আরও কিছুদিন বেঁচে যেতে পারেন।

—সত্যি সেটা হতে পারে ডক্টর?

—দেখুন কী যে হতে পারে আর কী হতে পারে না—এসব

BanglaBook.org

বলা খুব মুশকিল। মেডিক্যাল সায়েন্সের বাইরেও তো একটা অদৃশ্য হাত কাজ করে...

—অদৃশ্য হাত?

—ইয়েস দ্য হ্যান্ড অব গড...। তা না হলে আপনি তো পড়েছেন খবরের কাগজে কোথাও ভূমিকম্প হল, গোটা শহর ধ্বংস হয়ে গেল, তিন দিন বাদে আমূল ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বের হল শিশুর দেহ। অবিকৃত, অবিকল ঘুমিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে কত মৃতদেহ। কিন্তু তার শরীরের কোথাও মৃত্যু নখ বসাতে পারেনি। অতএব বিশ্বাস রাখতে হবে উশ্রী দেবী। বিশ্বাসটাই হল বড় কথা। আর এদিকে আছে হার্ড রিয়েলিটি। টাকার যোগান। অন্তত আট লাখ টাকা হাতে নিয়ে স্বামীকে নিয়ে চলে যান মুম্বাই। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখুন।

ডাক্তারের সেই কথাগুলো মনে গেঁথে গেছে উশ্রীর। আর নিজেরও কেমন ধারণা হয়ে গেছে যে, একটা মিরাকেল ঘটবে। হেমন্তকে সে ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে। আরও কয়েক বছর এই পৃথিবীর জল-হাওয়া নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে হেমন্ত। হ্যাঁ, পা-র-বে-ই।

হেমন্তকে আজকাল নিজের হাতে খাইয়ে দেয় উশ্রী। তার মনের সব ভালোবাসা উজাড় করে সে সুকান্তর যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করে। বড় বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে হেমন্তকে। কেমোর পর কেমো নিতে নিতে তার শরীর আর ধকল সহ্য করতে পারছে না। অত সুন্দর এক-মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল উঠে গিয়ে মাথা প্রায় নেড়া। শরীরের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে গেছে। ওজন কমে গেছে অনেক।

BanglaBook.org

হাত-পা হয়ে গেছে সরু সরু কাঠির মতন। সকালের দিকে আর রাতের দিকে পেটে কিছু গেলেই বমি করে ফেলে হেমন্ত। উশ্রী যে একা সব সামলায় তা নয়। কাজের মেয়েটিও সর্বক্ষণের জন্যে বাড়িতে থাকে। উশ্রী এখন আর হা-হুতাশ করে না। নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয় না। সে এখন তার সমস্যাকীর্ণ জীবনকে সহজভাবে নিতে শিখেছে। সমস্যার মুখোমুখি হতে শিখেছে সে। স্বাক্ষরের অ্যাটাচিতে পাঁচ লাখ টাকাই ছিল। উশ্রীর ভাগে এসেছে তিন লাখ টাকা। স্যান্ডার্স কিছুতেই ছাড়ল না। দু-লাখ টাকা সে প্রায় কেড়ে নিল। অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল উশ্রী। দেখ, আমার অবস্থাটা বোঝ। চার লাখ টাকা আমার থাক। তুমি এক লাখ নাও। আর একটা এরকম ক্রাইম করলেই আমি প্রয়োজনীয় টাকাটা তুলে নিতে পারব। তারপরই হেমন্তকে নিয়ে মুম্বাই। তুমিও আমাকে অ্যাকমপ্যানি করবে আশা করি...

—সে দেখা যাবে। কিন্তু দু-লাখ টাকাই আমার চাই উশ্রী। তার এক পয়সা কম নয়। কারণ তুমি ভুলে যাচ্ছো, যেভাবে তোমার হাতে আজ টাকাটা এসেছে, তার পরিকল্পনা, ছক সব আমার। তোমার মেয়ে-বুদ্ধিতে এসব আসত না। আমাকে দু-লাখ টাকা না দিলে সেটা হবে তোমার পক্ষে ব্রিচ অব ট্রাস্ট। আর তার ফল তুমি নিশ্চয়ই জান?

এরপর তার বীভৎস হাসিটা শুধু হেসেছিল স্যান্ডার্স। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উশ্রীর উপায় বা কী?

এখন দুপুরবেলা হেমন্ত চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। উশ্রী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ উশ্রী দেখল, হেমন্তর দু-চোখের

BanglaBook.org

কোন বেয়ে জল গড়িয়ে নামছে।

—তুমি কাঁদছ হেমন্ত? কেন কাঁদছ কেন? এই তো আমি তোমার পাশে আছি।—উশ্রী পরম আবেগে নিজের ঠোঁট হেমন্তর খস্‌খসে কপালে আলতো রাখে। হেমন্ত অতি কষ্টে নিজের ডান হাত দিয়ে স্ত্রীর চিবুক স্পর্শ করে। তার সর্ব অঙ্গে ব্যথা।

—বলো কী বলতে চাও? রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছ জানি। মনের কোনও কষ্ট আছে? বলো—খুলে বলো...

—উশ্রী আমি বুঝতে পারছি আমার জীবনীশক্তি ক্রমশ কমে আসছে। আমি আর বেশিদিন বোধহয় বাঁচব না।

—তুমি প্লীজ এরকম কথা মুখে এনো না! তাহলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। মনে জোর আনো হেমন্ত। আমি মনে মনে শপথ নিয়েছি, তোমাকে সারিয়ে তুলবই।

—সত্যিই আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে উশ্রী?

—পারব পারব পারব...

—বিশ্বাস কর আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। এই পৃথিবী কত সুন্দর। তুমি কত সুন্দর। এখনও এই পৃথিবীর কিছুই দেখা হয়নি আমার। তোমাকে তেমন করে ভালোবাসাই হয়নি। তাই না?

—না হয়নি। সত্যিই হয়নি।—উশ্রী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। সত্যিকারের বিশুদ্ধ এক আবেগ তাকেও যেন নাড়িয়ে দেয়। তারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে সুকান্তর শীর্ণ শরীরটা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে। তারপর ফিসফিস করে বলে—তোমার ভালোবাসার জন্যে আমার বুকটা

BanglaBook.org

শুকিয়ে আছে হেমন্ত। আমি উন্মুখ হয়ে আছি কবে তুমি শরীরে একটু শক্তি পাবে। আমার নারীজীবনকে সার্থক করে তুলবে তুমি...।

—কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে কেমোথেরাপির এই যন্ত্রণা যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না উশ্রী। আমার মনে হচ্ছে, এই কেমোই আমার জীবনশক্তিকে কমিয়ে দিচ্ছে।

—ওগো নাহ্। আর মাত্র তিনটে কেমো নিতে হবে তোমাকে। ওগুলো শেষ হলেই আমি তোমাকে মুম্বাইতে নিয়ে যাবো।

—মুম্বাইতে? কেন?

—জানো না? ওখানে ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটাল আছে। ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের সবথেকে ভালো জায়গা। ওখানকার ডাক্তাররা তোমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

—কিন্তু সে তো অনেক খরচের ব্যাপার?

—সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। টাকার সংস্থান আমি করব।

—তুমি করবে? কত টাকা লাগবে তুমি জানো?

—সাত-আট লাখ টাকা লাগবে।

—এত টাকা কোথায় পাবে?

—তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক জোগাড় করব।

—জানি না।...তুমি কী বলছ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—তুমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো সোনা...

—ঘুম আসবে না উশ্রী। শরীরে ভীষণ গরম বোধ হয়। মনে হয় যেন একটা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে শুয়ে আছি।...নাহ্ এখন ঘুম আসবে না। শত চেষ্টা করলেও না। তার থেকে আমি কিছু

BanglaBook.org

একটা পড়ি।

—কী পড়বে?

—কবিতার অন্দর-বাহির নামে একটা পত্রিকা আছে দ্যাখো আমার টেবিলে। ওটা দাও।

—কী আছে ওতে? ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতা? এই প্রশ্নটা জিগ্যেস করার সময় উশ্রীর গলার স্বর কীরকম তীক্ষ্ণ শোনায়।

হেমন্ত হাসে।—ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতা তোমারও ভালো লাগে বুঝি?

—আমি অত কবিতা বুঝি না। তবে ওই মহিলার কবিতা যে তোমার অতি আদরের ধন সেটা বুঝি।

হেমন্ত হাসে। নিঃশব্দে।

বলে—মেয়েটা নিশ্চয়ই ভালো লেখে। তা না হলে অনেকে ওর কবিতা নিয়ে এত প্রবন্ধই বা লিখছে কেন?

—আবার কে প্রবন্ধ লিখল?

—যে পত্রিকাটার নাম বললাম সেটা আনো—লেখাটা দেখাচ্ছি। প্রবন্ধকারের নামটা আমার মনে নেই।

মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠেছে উশ্রী। সে টেবিলের কাছে গিয়ে ডাঁই-করা পত্রিকার মধ্যে খুঁজতে লাগল। ইস! কাজের লোকটা আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে। উশ্রীরও দেখার সময় হয় না। টেবিলে ধুলোর আস্তরণ। পত্রিকার ডাঁইতেও ধুলো। খুঁজতে খুঁজতে উশ্রী পেয়ে যায় পত্রিকাটা। 'কবিতার অন্দর বাহির'। প্রচ্ছদের ওপর একটা বীভৎস ডাইনোসরসের ছবি। সত্যিই এসব বোঝে না উশ্রী। লিটল ম্যাগাজিনের এইসব হাল-হকিকৎ।

BanglaBook.org

—নিয়ে এসো পত্রিকাটা—হেমন্ত ক্ষীণ স্বরে বলে।

উশ্রী পত্রিকাটা নিয়ে এল। হেমন্ত পাতা ওলটাতে লাগল। উশ্রীর মুখ কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমশ। হেমন্ত তা দেখতে পাচ্ছে না।

—এই যে পেয়েছি!—হেমন্তর উল্লসিত গলা,—এই যে প্রবন্ধটা! এই দেখ!—হেমন্ত প্রবন্ধটা উশ্রীর চোখের সামনে মেলে ধরে। উশ্রী পড়ে বাংলা কবিতায় নতুন স্বর ঃ ভার্জিনিয়া দত্ত। লেখক—অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়। লেখকের নামটা বারবার পড়ে উশ্রী। অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়। অগ্নিবীণ...অগ্নিবীণ...অগ্নিবীণ...।

—এই প্রবন্ধটাও খুব ভালো। খুব analytical। একবার পড়েছি। আবার পড়ি প্রবন্ধটা।

—তাহলে আমি এখন যাই হেমন্ত।

—তুমি কি আজও বিকেলে বের হবে উশ্রী?

—হ্যাঁ গো বের হব। তোমাকে বলেছি না আমি বিকেল আর সন্ধ্যায় দুটো টিউশনি করি। তাই রোজ বের হতে হয়।

—তোমার রোজ খাটুনি যাচ্ছে খুব উশ্রী তাই না?

—নাহ্, খাটুনি আর কী? আজ ফেরার সময় তোমার জন্যে ফল নিয়ে আসব। এখন আসি?

—হ্যাঁ যাও।—হেমন্ত প্রবন্ধে মনোযোগী হয়ে পড়ছে।

BanglaBook.org

এক অভিজাত হোটেলের কক্ষ। বাতানুকুল। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে আছে স্যান্ডার্স এবং উশ্রী। মাঝখানে ছোট টেবিল। দুটো পানীয়ের গ্লাস। এক প্লেট ফিশ-ফিংগার। স্যান্ডার্স-এর পরনে

মেরুন-রঙ স্পোর্টস গেঞ্জি এবং টাইট জিনস ট্রাউজার। মাথার চুল বরাবরই ছোট করে ছেঁটে রাখে সে। দরজার কপাটের মতন দুই বুক। চওড়া কাঁধ। পেশিবহুল দুই হাত। পায়ে স্নিকার। অত্যন্ত পুরুষালী চেহারা স্যান্ডার্সের। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার শরীরে প্রচুর শক্তি। এক নজরে তাকে দেখে একজন স্পোর্টসম্যান বলেও মনে হতে পারে। এক চুমুকে গ্লাস শূন্য করে স্যান্ডার্স বলল—উশ্রী আজ এত স্লো যাচ্ছ কেন? এখনও এক পেগও শেষ করলে না?

—মাথাটা বড় ধরেছে...উশ্রীর কপালে হাত দিয়ে বলল। রগের দুপাশ আঙুল দিয়ে টিপে ধরেছে।

—কেন? কীসের এত দুশ্চিন্তা তোমার?

—তুমি জানোনা আমার কীসের দুশ্চিন্তা? বাড়িতে একজন পড়ে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে...ওহ্ আমি আর বলতে পারছি না...

স্যান্ডার্স স্থান পরিবর্তন করে। এ-পাশের সোফায় এসে উশ্রীর পাশে বসে। উশ্রীর কাঁধে আলতো একটা হাত রাখে। কীরকম কুঁকড়ে যায় উশ্রী।

—প্লিজ উশ্রী—এটা খেয়ে নাও।—অর্ধশূন্য মদের গ্লাস উশ্রীর ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে স্যান্ডার্স। উশ্রী যেন সেই অনুরোধ এড়াতে পারে না। সেও এক চুমুকে গ্লাস শূন্য করে দেয়। তারপর একটা ফিশ-ফিংগার মুখে দেয়। সুগন্ধী রুমাল বের করে হাতের ব্যাগ থেকে। ঠোঁট দুটো মুছে নেয়।

—বলো তোমার কী এত দুশ্চিন্তা?

BanglaBook.org

—আমাদের নেক্সট টার্গেট-এর কথা ভাবতে হবে স্যান্ডার্স। আর অপেক্ষা করা যাবে না। আর পাঁচ লাখ টাকা আমার দরকার। আট লাখ টাকা হলেই আমি হেমন্তকে নিয়ে মুম্বাই যাব।

—তুমি একা যাবে কেন? আমিও যাব তোমার সঙ্গে!

—তুমি যাবে?

—নিশ্চয়ই। কী ভাবো তুমি আমাকে? তোমার বিপদে আমি তোমার পাশে থাকব না? তুমি একা অসুস্থ হেমন্তকে নিয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে গিয়ে সুবিধা করতে পারবে? আমি তোমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এই স্যান্ডার্স পৃথিবীতে এমন কিছু কাজ নেই যা পারে না।

—তুমি সত্যি যাবে আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ ডার্লিং যাব।—উশ্রীর মুখ নিজের দিকে টেনে এনে একটা চুমু খায় স্যান্ডার্স। তার একটা স্তনের ওপর মৃদু হাত রাখে। শিউরে ওঠে উশ্রী।

—আজ ওসব না...লক্ষীটি। হেমন্তকে খুব অসুস্থ দেখে এসেছি। বারবার ওর ক্লান্ত মুখটা মনে পড়ছে।

—ঠিক আছে ডার্লিং। আর এক পেগ হোক...। স্যান্ডার্স বোতলটা তুলে নেয়। লাল মদের বোতল। আবার দুটো গ্লাসে পরিমাণমতো মদ ঢালে। সোডা মেশায়। ফ্লাস্ক থেকে বরফখণ্ড ফেলে দুটো গ্লাসে। চকিতে একবার উঠে গিয়ে সুইচবোর্ডের একটা সুইচে চাপ দেয়। ম্যানেজারের কাছে সঙ্কেত যায়। নেভি-ব্লু পোশাক পরনে একজন বাটলার দরজায় নক করে।

—কাম ইন্—স্যান্ডার্স বলে।

BanglaBook.org

লোকটা ভেতরে এলে স্যান্ডার্স আদেশের গলায় বলে—চার পিস্ চিকেন শিককাবাব আর গ্রিন স্যালাড এক প্লেট। খুব তাড়াতাড়ি।

—জী স্যার।

লোকটা চলে যায়। এই ঘর, ঘর না, এটাকে পারলার বলা উচিত; এখানে হালকা নীল আলো জ্বলছে। আর মিষ্টি সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে বদ্ধ পারলারের বায়ুমন্ডলে। এই পারলারের পরই শোবার ঘর। সেখানে দুজনের শোবার জন্যে দুধের মতন সাদা এক বিছানা অপেক্ষায়।

স্যান্ডার্স বলল—হ্যাভ ড্রিঙ্কস উশ্রী...এসো আমরা পরবর্তী টার্গেটের পরিকল্পনা করি।

উশ্রী হঠাৎ যেন অত্যন্ত সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। নিজের গ্লাসে ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে। স্যান্ডার্স ভেতরে ভেতরে উল্লসিত বোধ করছে। ইতিমধ্যে লোকটা খাবার দিয়ে গেছে। একটা শিককাবাবে কামড় দিয়ে বালিকার মতন উচ্ছ্বসিত স্বরে উশ্রী বলল—ওহ ফ্যানটাসটিক টেস্ট! তোমাকে ধন্যবাদ স্যান্ডার্স।

—তোমাকে বলেছিলাম না বিষণ্ন হয়ে থেক না। এনজয়-এনজয় লাইফ উশ্রী। পেছনের দিকে আর তাকিও না। এখন আর পেছনের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। সামনের দিকে তাকাতে হবে। তোমার হেমন্তকে বাঁচাতে হবে। আর তার জন্যে দরকার টাকা টাকা টাকা...

—স্যান্ডার্স তোমাকে একটা সুখবর দেব...

—সুখবর?

BanglaBook.org

—এতদিন ভেবে ভেবে মরছিলাম নেক্সট স্টেপ কী হবে আমাদের। আমরা এগোতে চাইছি। কিন্তু এগোতে পারছি না। এত ধীরে ধীরে এগোলে কীভাবে আমি বাঁচাব আমার হেমন্তকে?

—তুমি চিতি সাপ দেখেছ উশ্রী?

—চিতি সাপ?

—হ্যাঁ দেখেছি। একবার...

—কোথায় দেখেছ?

—আমরা যে বাড়িটা কিনেছিলাম ওটা খুব একটা নতুন বাড়ি নয় জানো তো? —পেগে চুমুক দিল উশ্রী। শিককাবাবে কামড় দিল। সবুজ স্যালাড নিল। স্যান্ডার্সও তাই। আবার বলতে শুরু করল উশ্রী—একটু পুরোনো বাড়ি হলেও এবং একতলা হলেও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল বাড়িটা। তাই অনেক বলে হেমন্তকে আমি রাজি করিয়েছিলাম বাড়িটা কিনতে। ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল। নিজের যা কিছু জমানো টাকা তাও প্রায় সবটাই দিতে হয়েছিল হেমন্তকে...

—যাহ শালা। এ যে ধান ভানতে শিবের গীত...এতে চিতি সাপ এল কোথায়? উশ্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে স্যান্ডার্স বলল। আবার তার একটা স্তনে হাত রাখল। উশ্রী আজ গাঢ় সবুজ একটা শাড়ি পরেছে। শাড়ির আঁচলে অপরূপ কারুকাজ। সাদা ব্লাউজ। শাড়ির আঁচল সরিয়ে দিয়েছে স্যান্ডার্স।

—আহ, আমার সোনামনি! আমার দুটো ছোট্ট বুলবুলি কেমন আছে দেখি...

—ওহ্ অসভ্যতা করার সময় এখনও হয়নি। আগে কথাটা

BanglaBook.org

শোনো...

—বলো...স্যান্ডার্স উশ্রীর ডানদিকের স্তনে নিজের গাল ছুঁইয়ে রেখে ফিসফিসিয়ে বলে।

—বাড়িটার বাথরুমের পেছনদিকে একটু ঝোপঝাড় মতন ছিল। সেখান থেকেই বোধহয় সাপটা এসেছিল বাথরুমের জানলা বেয়ে। ওই একদিনই এসেছিল। আর কোনওদিন বাড়িতে সাপ-টাপ দেখিনি...

—কী দেখলে বাথরুমের দেয়ালে সাপ?

—নাহ, জানলায়...। আমি বাথরুমে ঢুকেছি। তখন সন্ধেবেলা। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল। লম্বা দড়ির মতন কী একটা চিকচিক করছে জানলার ওপর। একটু ভালো করে দেখতেই চমকে উঠলাম! একটা সাপ। কীরকম মেটে মেটে গায়ের রং, আর গোল চাকা চাকা চামড়ার ওপর। শিউরে উঠেছিলাম ভয়ে! সাপ কি শুনতে পায় স্যান্ডার্স!

—কী জানি। নানা লোক নানা কথা বলে।—এক হাতের মুঠোয় উশ্রীর একটা স্তন।

আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর তাতেই সাপটা কিলবিল করে নড়ে উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে দেওয়াল বেয়ে নামতে লাগল। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। সবাই অফিসে। আমি হাউমাউ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। দেখি সামনে যাদব মুরমু বলে একটা লোক।

—সে আবার কে?—স্যান্ডার্স উশ্রীর ব্লাউজের একটা বোতাম

BanglaBook.org

খুলে ফেলেছে। তার আঙুল ব্রা-এর ওপর ধীরে ধীরে ঘুরছে। যেমন মৌমাছি ফুলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

—মুরমু কাছাকাছি থাকে। ওর একটা ইলেকট্রিক গুডসের দোকান আছে। আমার ওই অবস্থা দেখে মুরমু জিগ্যেস করেছিল —কী হইচে বউদি? সাপ! সাপ। আমি বলেছিলাম।...সাঁপ... কোথায়?

মুরমু ছুটেছিল ওর দোকানের দিকে। একটা সরু লোহার শিক জোগাড় করে এনেছিল। তারপর বলেছিল—চলুন বউদি। কোথায় সাঁপ? আমি উহার মাজা ভেঙে দিব...। তারপর মুরমু সাপটাকে মেরে পুড়িয়ে ফেলেছিল। আর কী বলেছিল জানো?

—কী?—ব্লাউজের দ্বিতীয় বোতাম খুলে ফেলেছে স্যান্ডার্স।

—বলেছিল—চিতি সাপ মানুষকে কামড়াইলে মানুষ তাড়াতাড়ি মরে না। ধীরে ধীরে মরে। প্রথমে শরীরে পচন ধরে। জ্বালা ধরে। তারপর ক্রমে ক্রমে মানুষডা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মৃত্যু অনিবার্য।...এরকম বলেছিল মুরমু। কথাগুলে আমার এখনও মনে আছে।

—আমি তো তাই বলছি ম্যাডাম...

—কী বলছ তুমি?

—ধর তুমিই সেই চিতি সাপ। তোমার শিকারকে ধরলে। কখন যে বিষের ছোবলটি দিলে সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তারও মৃত্যু অনিবার্য।

—ইস্ নিজেকে সাপ বলে ভাবতে কী বিশ্রী লাগছে! —উশ্রী নিজের পেগ এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলে। তার কপালে ঘাম

BanglaBook.org

জমেছে। নাকের সামনেটা লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। নেশা বেশ জমে উঠেছে উশ্রীর।

—সব মেয়েই কোন না কোন অর্থে সাপ...স্যান্ডার্স বলে। এই মন্তব্যে রাগে না উশ্রী। খিলখিল হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে—যদি তাই হই, তাহলে একদিন তোমাকেও ছোবল দেব স্যান্ডি এটা মনে রেখো।

—দিও। তোমার বিষ নিয়ে আমি নীলকণ্ঠ হব।—স্যান্ডার্স একফাঁকে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। উশ্রী কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে সোফায়। তাকে ধীরে ধীরে নগ্ন করতে থাকে স্যান্ডার্স। উশ্রী স্যান্ডার্সের গলা জড়িয়ে তার কপালের কাটা দাগে একটা চুমো খায়। কেঁপে কেঁপে বলে—স্যান্ডি-স্যান্ডি আমায় বলো না গো আমি কোনও পাপ করছি না তো?

—পাপ-পুণ্যের ধারণা তো মানুষই তৈরি করেছে।

—তবুও বলো।—স্যান্ডি উশ্রীর ব্লাউজ খুলে নিয়েছে। উশ্রী নিজেই ব্রা-এর হুক খুলে দেয়। মুহূর্তে চোখের সামনে লাফিয়ে ওঠে যেন বিশালাকার দুই বৈদুর্যমণি। ওহ্! কী আলোকচ্ছটা তাদের! ফর্সা নিটোল, বর্তুল দুই মাংসপিণ্ড! নীচের দিকে দুটো ভিমরুল যেন সেঁটে বসে আছে। স্যান্ডার্স মুখ ডুবিয়ে দেয় সেখানে। একটি স্তনবৃন্ত মুখের মধ্যে পুরে দেয়। উশ্রী ফিসফিসিয়ে বলে—বিছানায় চল আমার সব খুলে দাও। আমাদের নেক্সট টার্গেটের কথা তোমাকে বলব। স্যান্ডার্স হ্যাঁচকা টানে উশ্রীকে পাঁজাকোলা করে দুই হাতে তুলে নেয়। তারপর ভেতরের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দেয়। শাড়িটা টেনে খুলে দেয়। সায়ার দড়ির গিঁট টানাটানি করতে গিয়ে জট পাকিয়ে

BanglaBook.org

যায়। উশ্রী হেসে বলে—তুমি না এখনও মানুষ হলে না? মেয়েদের সায়ার গিঁটে খুলতে শেখোনি। তারপর সে নিজেই সায়া খুলে ছুড়ে দেয় মেঝেতে। ভীষণ বাতানুকূল ঘরটা। তবুও উশ্রী ঘামছে। তার শরীরে ঘাম। স্তনবৃন্তে ঘাম। চিবুকে ঘাম। যোনিপ্রদেশে ঘাম। স্যান্ডার্স নিজেকে উলঙ্গ করে তীব্র সংরাগে ঝাঁপিয়ে পড়ে উশ্রীর ভাস্কর্যের মতন শরীরটার ওপর। ঘরের মধ্যে যেন একটা সমুদ্র ঢুকে পড়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ফুলে ওঠা, সোঁ সোঁ শব্দ, আছড়ে পড়া...উশ্রী ফিসফিসিয়ে বলে—আমি উপোসী স্যান্ডার্স। আয়াম স্টার্ভড। হেমন্ত কতদিন অসুস্থ। আমি শুধু অর্ধমৃত একজন মানুষকে ঘেঁটে চলেছি। আমি অপরাধ করেছি। মানুষের রক্তে তোমার আমার দুজনেরই হাত রক্তাক্ত...

স্যান্ডার্স হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—ফরগেট-ফরগেট অল দোস বুলশীট! এনজয়-এনজয় মি ইনসাইড ইউ...।

—আহ আহ আহ আহ! যন্ত্রণা ও আনন্দের মিশ্রিত শীৎকারে সারা ঘর ভরে যায়।

আধঘণ্টা বাদে। আবার দুজনে পোষাকে মুড়ে নিয়েছে শরীর। ঘরের বাইরে পারলারে এসে বসেছে। উশ্রী ঘড়ি দেখে। প্রায় রাত আটটা বাজে।

—এবার উঠতে হবে স্যান্ডার্স।

—হ্যাঁ। তার আগে কফি খাই। তারপর প্ল্যানটা বল...

—হ্যাঁ প্ল্যানটা...

স্যান্ডার্স কলিং বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডাকে। শূন্য পেগ, এঁটো প্লেট নিয়ে যেতে বলে। দু-কাপ কফির অর্ডার দেয়। এই হোটেলের

BanglaBook.org

সার্ভিস অত্যন্ত ভালো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফি চলে আসে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে স্যান্ডার্স সিগারেট ধরায়। উশ্রীকেও অফার করে। উশ্রীও সিগারেট ধরায়।

—বলো, তোমার প্ল্যান? স্যান্ডার্স উন্মুখ।

—আবার সেই কবি ভার্জিনিয়া দত্ত...

—মানে?

—আজ দুপুরে সুকান্ত একটা পত্রিকা পড়তে চাইল। ও কবে কিনে রেখেছিল ওসব পত্রিকা। যখন সুস্থ ছিল, তখন গাদা-গুচ্ছের পত্রিকা কিনে এনে ঘর বোঝাই করত তো...

—আসল পয়েন্টে এসো...

—পত্রিকাটা পড়তে চাইল। আমি টেবিলের ডাঁই থেকে এনে দিলাম। সেই পত্রিকায় একটা লেখা পড়ছিল। কী লেখা জানো?

—কী লেখা?

—সেই কোন্ এক ছুঁড়ি ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতার ওপর আর একজন লিখেছে।

—কি লিখেছে?

—সেই প্রাবন্ধিকেরও এক বিচিত্র নাম। লেখক মাত্রেরই কী বিদঘুটে নাম হয়?

—কী নাম?

—অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়।

—ওরে ব্বাবা! উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে...

—প্রায় সেরকমই।

—তাহলে আর কী? লেগে পড়ো। আবার ভার্জিনিয়া দত্ত হয়ে

BanglaBook.org

যাও আর অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়কে পাকড়াও কর, তারপর চিতি সাপের ছোবল...

—কিন্তু ওই অগ্নি বিষয়ে তো আমি কিছুই জানি না?

—মানে? কোনও কনট্যাক্ট নাম্বার নেই?

—নাহ। পত্রিকাটা পড়তে পড়তে হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি যখন বের হচ্ছি, তখন ও ঘুমিয়ে, পত্রিকাটা পাশে পড়ে আছে। পত্রিকাটা তন্নতন্ন করে ওলটাই। কোথাও লেখকদের কোনও ফোন-নাম্বার বা পরিচিতি দেওয়া নেই। শুধু একটা ফোন-নাম্বার দেওয়া আছে।

—কার?

—সম্পাদকের।

—সেটা এনেছ?

—হ্যাঁ এই যে—উশ্রী এক-টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দেয়। স্যান্ডার্স পড়ে। কাগজে লেখা—সম্রাট দত্ত। যোগাযোগ ৯৪৭৭২৮৩৯৯১।

—পত্রিকার সম্পাদকের নাম সম্রাট দত্ত?

—হ্যাঁ।

—এটা ওর সেল নং?

—হ্যাঁ।

—এখনই ফোন করে দেখছি।—স্যান্ডার্স নিজের মোবাইলে নম্বরটা ডায়াল করে। প্রথমে এনগেজড। খানিক বাদে আবার চেষ্টা। আবার এনগেজড।

—শালা সম্রাটের পরিষদবর্গের অভাব নেই দেখছি। ফোন শুধু এনগেজড!

BanglaBook.org

—ট্রাই কর বারবার। এইবার সম্পাদকের ফোন ফাঁকা পাওয়া যায়। স্পষ্ট রিং হচ্ছে।

—হ্যালো?—ও-প্রান্ত থেকে...

—আমি কি সম্পাদক সম্রাট দত্ত-র সঙ্গে কথা বলছি?—গলার স্বর যতটা পারা যায় মোলায়েম করে জিগ্যেস করে স্যান্ডার্স।

—বলছেন। আপনি কে জানতে পারি?

—আমার নাম সন্তোষ বিশ্বাস। আমিও একটা কাগজ করি। কবিতার।

—ও। তা কী নাম কাগজের?

—ঘূর্ণি লাট্টু।

—বাহ বেশ আধুনিক নাম। পোস্ট মডার্ন বলা যায়। কিন্তু আমি নাম শুনিনি কেন কাগজটার?

—খুব ছোট কাগজ তো স্যার। নিজের পয়সায় মাত্র দুশো ছাপাই। তাও অনিয়মিত। বছরে হার্ডলি দুটো বা তিনটে সংখ্যা।

—বুঝেছি। লিটল ম্যাগাজিনকে এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে দাদা। কেউ অক্সিজেন দেবে না। নিজেকেই অক্সিজেন যোগাতে হবে।

—ঠিক বলেছেন দাদা।...এবার দরকারটার কথা বলে ফেলি?

—বলুন।

—আপনাদের গত বইমেলা সংখ্যায় কবি ভার্জিনিয়া দত্ত বিষয়ে একটা প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধের লেখক-অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়।

—একেবারে ঠিক বলছেন।

—লেখাটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে। অগ্নিবীণবাবুকে দিয়ে আমরাও কিছু লেখাতে চাই। আচ্ছা উনি কী করেন?

BanglaBook.org

—উনি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক।...বাগুইহাটি ব্রাঞ্চ।

—ও বাবা সে তো অনেক দূর...

—আপনি কোথায় থাকেন।?

—হাওড়ার শালকিয়ায়।

—হুঁ। একটু দূর হয়ে যাবে বটে। তা হলে ওঁর সেল নম্বরটা নিন না? মোবাইলে যা কথা বলার বলুন?

—দেবেন নম্বরটা?

—নিশ্চয়ই। কেন দেব না?

—আচ্ছা, অগ্নিবীণবাবু কি ভার্জিনিয়া দত্তকে চেনেন?

—মনে হয় না। এই কবি—ভার্জিনিয়া—অদ্ভুত ধরণের। শুনেছি ভীষন ইগো। কোনও পত্রিকা অফিসে যান না। পাবলিশারের ছায়া মাড়ান না। শুধু কবিতা ডাক বা কুরিয়ার মারফত নানা পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দেন। কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে না। আজকালকার যুগে এরকম প্রচারবিমুখ কবি দেখা যায় না। অগ্নিবীণ তো আমাদের পত্রিকার উপদেষ্টামন্ডলীতে আছে। আমার অনেকদিনের বন্ধু। ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আমার মনে হয় না ও এ কবিকে চেনে। নানান পত্র-পত্রিকায় ওই কবির কবিতা পড়ে ও প্রবন্ধটা লিখেছে। তবে ভার্জিনিয়া খুব প্রমিসিং পোয়েট। আরও কেউ কেউ ওর সম্বন্ধে লিখেছে। যেমন স্বাক্ষর সেন...

—আপনি দয়া করে অগ্নিবীণবাবুর মোবাইল নম্বরটা দেবেন?

—হ্যাঁ এই যে নিন।

কাগজ নেই। একটা ন্যাপকিন বাড়িয়ে দিল উশ্রী। পকেট থেকে

BanglaBook.org

বল-পয়েন্ট পেন বের করে ও-প্রান্ত থেকে সম্পাদকের বলা ফোন-নম্বরটা তাতে লিখে নিল স্যান্ডার্স। উশ্রীর হাতে দিয়ে বলল—এর পর থেকে কাজটা তোমার?

—কী করতে হবে আমাকে?

—কী করতে হবে জানো না?

—আবার সেই একই অভিনয়।

—লোকটা কীরকম সেটা তো জানতে হবে। স্বাক্ষরের মতন বোকাসোকা নাও তো হতে পারে।

—সেটা জানা তোমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। যেরকম লোকই হোক, কোনও মেয়ের অফার চট্ করে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। তুমি জানবে প্রতিটা পুরুষ বিয়ের দু-বছর পর থেকে মনে মনে অন্য মেয়েকে চায়; অন্য মেয়েকে শারীরিকভাবে পেতে চায়; কেন না বউ জিনিসটা দু-বছরের বেশি কারোর কাছে নতুন থাকে না।

—শুধু ছেলেদের কথা বলছ, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তো তা হতে পারে?

—অফ কোর্স। মেয়েদের কাছেও স্বামীরা কয়েক বছর ঘরসংসার করলেই পুরনো হয়ে যায়। তারাও মনে মনে অন্য পুরুষের সংসর্গ চায়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে বিশেষত বাঙালি সমাজে পরকীয়া প্রায় ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটির মতো নিষিদ্ধ। তাই তাদের মুখ বুজে থাকতে হয়।

—শুধু বদমাইশি জানো না, তত্ত্বকথাও জানো দেখছি।—উশ্রী হেসে বলে।

BanglaBook.org

—সবই জানতে হয় গুরু।—স্যান্ডার্স আবার উশ্রীকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খায়।

—আমার শরীরটাকে একেবারে অশুচি করে দিলে...

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—উত্তরে স্যান্ডার্স শুধু হাসে। এর শোধ আমি একদিন তুলব—কড়ায় গন্ডায়...মনে মনে বলে উশ্রী। স্যান্ডার্স কিছুই বুঝতে পারে না।

এখন তারা রিসেপশনে। উশ্রী বিল পেমেন্ট করে। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসে দুজনে। কলকাতা কস্মোলিনী তিলোত্তমা। উশ্রী একটা ট্যাক্সিতে ওঠে। স্যান্ডার্স হাত নেড়ে নিজের মোটরবাইকে উঠে পড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ইনভেসটিগেশনের জন্যে তোমাকে যেতে হবে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে...'

রবিবারের সুন্দর সকাল। সত্যিই সুন্দর। আকাশ ঝকঝকে নীল। তুলো তুলো মেঘের পুঞ্জ এখানে ওখানে ভাসমান। বাতাসে যেন ছুটির দিনের বার্তা। রাস্তায় লোকজন চলেছে হেলে-দুলে। কারোর অফিস-কাছারিতে যাওয়ার কোনও ব্যস্ততা নেই। বাস-ছোট গাড়ি-অটো-রিকশ-সাইকেল সবাই যে যার গন্তব্যে চলেছে ধীর লয়ে, কেউ কারোর সঙ্গে গা ঘষাঘষি না করে, মাংসের দোকানের সামনে লাইন, চায়ের দোকানের বেঞ্চে চায়ের গ্লাস হাতে আড্ডাবাজদের গুলতানি, মিষ্টির দোকানের সামনে বিশাল কড়াইয়ে ঘিয়ে ভাসছে সিঙাড়া, বাতাসে তার খুশবুতে জিভে জল, কিছু ক্রেতার জটলা সেখানে; জীবন যেন পরিহাসপূর্ণ, আনন্দময়, কোথাও কোনও মালিন্য নেই।

শুধু একা ইনসপেকটর রাজীব মিত্রর আজ ছুটির দিনেও যেন বিশ্রাম নেই। জিনস-ট্রাউজার আর ঘি-রং হাফ-সার্ট সে নিজের মোটরবাইকে, শিরস্ত্রাণ মস্তকে চলেছে যাদবপুরের দিকে। ঠিক সকাল নটার সময় তার পৌঁছোবার কথা প্রফেসর হিন্দোল ভট্টাচার্যের বাড়িতে।

৮বি বাস-স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেখান ঢুকে কয়েকটা বাড়ি পরই প্রফেসর ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাঁর বাড়ির নম্বর ৭/৩। রাজীব বরাবরই কাজে এবং আচরণে পেশাদার। যদিও সে বাড়িটিতে প্রথম আসছে, তবুও ওটি খুঁজে পেতে কিছুই সময়

BanglaBook.org

লাগল না। কারণ, রাস্তার ধারেই সুদৃশ্য, ছিমছাম বাড়িটি। দোতলা বাড়ি। সামনে গেট। নেমপ্লেট। তাতে নাম দেখে রাজীবের বাড়ি চিনতে অসুবিধে হল না। কাঁটায় কাঁটায় নটা। রাজীব বাড়ির সামনে ছোট্ট ঘাসজমিতে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখল। আর কী আশ্চর্য! প্রফেসর হিন্দোলও যেন রাজীবের অপেক্ষাতেই দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

—গুড মর্নিং স্যার!—রাজীব তাঁকে দেখতে পেয়ে নীচে থেকেই অভিবাদন জানাল।

—গুড মর্নিং। ওয়েলকাম মি. মিত্র। ওরে শম্ভু দরজাটা খুলে দে।

শম্ভু নামের মাঝবয়সি, ধুতি ও সার্ট পরনে যে লোকটি দরজা খুলে ধরল, সে যে এ-বাড়ির কাজের লোক, এবং হয়তো-বা চিরকুমার প্রফেসর হিন্দোলের দিন-রাতের সঙ্গী সেটা রাজীব আঁচ করেছে। পায়ে জুতো নিয়েই কি সে ঘরে ঢুকে যাবে? লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। কেন না সে রাজীবের মনের কথা পড়ে ফেলল চট করে। বলল—জুতো পায়ে চলে যান স্যার দোতলায়। ওখানেই স্যার বসে আছেন আপনার জন্যে।

দোতলার ঘরটিকে প্রাইভেট ড্রয়িংরুম বলা চলে। দামি সোফাসেট ও নানা আকৃতির কৌচে ঘরটি সাজানো। আর একজন খাঁটি অধ্যাপকের ঘর যেমন হয়; সারিবদ্ধ আলমারি, আলমারির ভেতরে বই। দেয়ালে বেশ কয়েকটি পেইন্টিং। তার মধ্যে দুটো রাজীব দেখে চিনতে পারল। একটা পিকাসোর আঁকা-গুয়েনিকা। পৃথিবী—বিখ্যাত বধূ। আর দুটো পেইন্টিং বিদেশি শিল্পীর। অবাক হয়ে

BanglaBook.org

তাকিয়ে দেখার মতন। কিন্তু রাজীব জানে না কোন শিল্পীর আঁকা।

—বাহ্, আপনি পাংচুয়ালিটিতে একেবারে পাক্কা ইউরোপিয়ান। প্রফেসর হিন্দোল বললেন।

উত্তরে রাজীব হাসল।

—ব্রেকফাস্ট কী করবেন বলুন?

—স্যার আমি তো ব্রেকফাস্ট করেই এসেছি।—হেসে রাজীব বলল।

—তা বললে তো হবে না। আমি ব্রেকফাস্ট করিনি আপনি আসবেন বলে। আজ আপনার আমার হাত থেকে নিস্তার নেই।—প্রফেসর হাসলেন। রাজীব বলল—আই সারেন্ডার টু ইউ স্যার।—আসলে সে প্রফেসর হিন্দোলের আতিথেয়তার ব্যাপারটা আঁচ করেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে। ব্রেকফাস্টের জন্যে পেটে তার জায়গা আছে।

প্রাতরাশের আয়োজন বেশ অন্যরকম। বলা যায় একেবারে দেশি, বাঙালি আয়োজন। একটা নতুন বেতের ধামায় মুড়ি, একটা প্লেটে বেশ কিছু সিঙাড়া, আর একটা প্লেটে বেশ কিছু খাস্তা কচুরি, আর একটা প্লেটে রসে টইটম্বুর জিলিপি আর একটা চকচকে স্টিলের মাঝারি প্লেটে আলু ও কড়াইশুঁটির তরকারি। রাজীব একটু আশ্চর্য হয়েই খাদ্যবস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সে এরকম আয়োজন আশা করেনি। প্রফেসর মুচকি হাসছেন—কী অবাক হয়ে গেছেন তো? ব্রেকফাস্ট বলতে তো আমরা সাহেবি খানাতেই অভ্যস্ত তাই নয় কী? বাটার-টোস্ট, এগপোচ, কলা, মিষ্টি, কিংবা দুধ-কর্ণফ্লেকস, ফল, চিজ-স্টিক, স্যুপ—এসব খাবারই তো আমরা

BanglaBook.org

অফার করি বাড়িতে কাউকে নেমতন্ন করলে। কিন্তু মুড়ি, সিঙাড়া, আলু-চচ্চড়ি এরকম প্রাতরাশ কেউ নেমতন্ন করে খাইয়েছে আপনাকে?

—নাহ্ স্যার খাওয়ায়নি।

—কিন্তু আইটেমগুলো কি আপনার পছন্দ নয়?

—স্যার, সত্যি কথা বলব?...আমি একটু ফিটনেস-ফ্যানাটিক আছি। ভাজাভুজি কমই খাই। পারলে অ্যাভয়েড করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী ছোটবেলা থেকেই আমার অতি প্রিয় খাদ্য হল, সিঙাড়া, কচুরি। আর মুড়ির সঙ্গে সিঙাড়া, কচুরি, জিলিপি, আর ওই তরকারি—সত্যিই স্যার আপনার তুলনা হয় না। একদিন একটু অনিয়ম করলে আমার শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না। আমি খেতে শুরু করে দিচ্ছি।

—খান। খান। খুব ভালো লাগল। আমাদের বাঙালিয়ানা আর কোথায় আছে? বাটার-টোস্ট আর এগপোচ খাওয়াও তো আমরা সাহেবদের থেকেই শিখেছি। তবুও একদিন মুড়ি-জিলিপি খেয়ে একটু বাঙালিত্ব বজায় রাখি—কী বলেন?

—যথার্থ বলেছেন স্যার।

প্রাতরাশ-পর্ব শেষ। এবার শম্ভু চা নিয়ে এল। দুধ ছাড়া, অল্প চিনি, লিকার। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসর হিন্দোল সিগারেট ধরালেন। রাজীবের দিকে প্যাকেটটা বাড়ালেন। রাজীব মাথা নেড়ে না জানাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হিন্দোল বললেন—মি. মিত্র, আপনি বলেছিলেন কিছু আলোচনা করবেন?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ স্যার। আমি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আই অ্যাম গ্রোপিং ইন দ্য ডার্ক...।

—কী ব্যাপার?

—এই স্বাক্ষর সেন মার্ডার কেস-এ।

—এখনও কেউ ধরা পড়েনি?

—নাহ্। কাকে ধরব? এখন যদি আইনের রাস্তায় চলতে হয় তাহলে ভার্জিনিয়া দত্তকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

—ভার্জিনিয়াকে অ্যারেস্ট করবেন? কেন?

—কারণ, স্বাক্ষরের ঘরে বইপত্তর সার্চ করে আমি একটা ডায়েরির সন্ধান পেয়েছি। সেই ডায়েরি পড়লে বোঝা যায়, স্বাক্ষরের সঙ্গে ভার্জিনিয়ার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কী...বলব আপনাকে স্যার?

—হ্যাঁ বলুন...বলুন...

—ওদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক ছিল এমন ইঙ্গিতও যেন ডায়েরি থেকে পাচ্ছি।

—অসম্ভব...অসম্ভব।—দুপাশে মাথা নাড়ালেন হিন্দোল।

—সেটা ভার্জিনিয়া দত্তের বাড়িতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী...মি. মিত্র?

—ভার্জিনিয়া দত্তর নামটা এল কেন স্বাক্ষরের ডায়েরিতে?

হিন্দোলের কপালে চিন্তার রেখা। আগের সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। সেটির আগুনেই তিনি পরের সিগারেটটি ধরিয়ে নিলেন। তারপর রাজীবের দিকে তাকিয়ে বললেন—স্বাক্ষর সেন সম্বন্ধে আর

BanglaBook.org

কোনও তথ্য পেয়েছেন?

—আর কোনও তথ্য?

—হ্যাঁ। এমন কিছু যা শুনলে একটু অস্বাভাবিক মনে হবে। রাজীবের মস্তিষ্কে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মতন অনাদির কথাগুলো মনে পড়ে।

—হ্যাঁ। স্বাক্ষর যেদিন খুন হয় সেদিন সকালে সে একটা কাজ করেছিল...

—কী কাজ?

—সে সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কলেজ যাবে বলে। ও বারাসাত কলেজে ইংরেজি পড়াত।

—বেশ। বলে যান...

—প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে রিকশ নিয়ে ও বাসস্ট্যান্ডে যেত। কিন্তু সেদিন রিকশ নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে যায়নি।

—কোথায় গিয়েছিল?

—লোকাল স্টেট ব্যাঙ্কে। যেখানে ওদের অ্যাকাউন্ট আছে।

—ব্যাঙ্কে? কেন?

—স্বাক্ষর সেদিন নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচ লাখ টাকা উইথড্র করেছিল।

—ওই মাই গড! পাঁচ লাখ? তারপর?

—একটা অ্যাটাচি ছিল তার হাতে। অনুমান করা যায়, সে পাঁচ লাখ টাকা অ্যাটাচিতে ভরে নিয়েছিল। তারপর সে সল্টলেক যায়। আর খুন হয় নিক্কো পার্কের পাশের গলিতে।

—অ্যাটাচিটা কি পাওয়া গিয়েছিল?

BanglaBook.org

—নাহ্, অ্যাটাচি পাওয়া যায়নি। ধরে নেওয়া যায়, পাঁচ লাখ টাকা ভরতি অ্যাটাচি খুনিরাই গায়েব করে দিয়েছিল।...

—দাঁড়ান-দাঁড়ান।—হিন্দোল রাজীবকে থামিয়ে দেন;—কী বললেন এই খুনের সঙ্গে টাকার সম্পর্কও আছে?

—হ্যাঁ। আছে তো? যারা খুন করেছে স্বাক্ষরকে তারা শুধু তাকে খুনই করেনি, পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়েছে তার কাছ থেকে।

—কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন?

—কী?

—স্বাক্ষর নিজেই কিন্তু থোক টাকা নিয়ে নিক্কোপার্কের ওই গলিতে গিয়েছিল...

—তার থেকে কী প্রমাণ হয় স্যার?

—আপনি তদন্ত করছেন। বহু তদন্ত করেছেন। আপনি বলুন কী প্রমাণ হয়?

—স্বাক্ষর টাকাটা নিয়ে ওই জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছিল?

—ইয়েস। কেউ বা কারা তাকে বাধ্য করেছিল এ ব্যাপারে।

—তার মানে ব্ল্যাকমেলিং...?

—ব্ল্যাকমেলিং তো বটেই। তার সঙ্গে আর একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে...

—কোন ব্যাপারটা স্যার?

—সেই স্বাক্ষর সেনকেই ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল এবং খুন করা হল; যে কিনা একটা পত্রিকায় ভার্জিনিয়া দত্ত-এর কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিল...

—হ্যাঁ। এবং দেখা যাচ্ছে ভার্জিনিয়া দত্তের সঙ্গে স্বাক্ষরের

BanglaBook.org

ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল...

—ওটা ভুলে যান। ব্যাপারটা একটু অন্যদিক থেকে ভাবুন। আচ্ছা এরকম হতে পারে না যে, কোনও মহিলা নিজেকে ভার্জিনিয়া বলে পরিচয় দিয়ে স্বাক্ষরের সঙ্গে মেলামেশা করছিল? ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে এটা একটা অপরাধ। একে বলে—

—ইমপারসোনেশন...রাজীব বলে।

—রাইট। আপনি তো জানবেনই। এটা সম্ভব। এই কারণেই সম্ভব যে, স্বাক্ষর আর রিয়েল ভার্জিনিয়ার মধ্যে সত্যিই কোন পরিচয় ছিল না।

—বুঝলাম। কিন্তু স্যার একটা ব্যাপারে আমি কনফিউজড...

—কী ব্যাপারে?

—সেই মহিলাই যদি প্রধান অপরাধী হয়, তাহলে তাকে ধরার কোনও সূত্র তো আমি পাচ্ছি না। এই অপরাধের ধরনটাই আলাদা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোনদিক থেকে এগোব। তাই আপনার কাছে এসেছি সাজেশন চাইতে...।

—আমি কী সাজেশান দেব? আমি কি গোয়েন্দা? সামান্য কলেজের মাস্টার। তবে গোয়েন্দাকাহিনি আমার প্রিয়। আমি শার্লক হোমস, ব্যোমকেশ আর ফেলুদার ভক্ত। হেসে বললেন হিন্দোল।

—আমার বিশ্বাস আপনিই আমাকে সাজেশান দিতে পারবেন।

—আমার ধারণা, ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা আরও হবে, খুনও হতে পারে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

BanglaBook.org

—সেটা কী ভাবে ট্র্যাক ডাউন করব আমি?

—আমার ধারণা, ভার্জিনিয়া সম্বন্ধে আরও দু-একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেই প্রবন্ধ কারা লিখেছে সেটা আপনাকে জানতে হবে।

—কী ভাবে জানব? আর জেনেই বা কী হবে?

—সেই প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কেউ কেউ নকল ভার্জিনিয়া দত্তের নেক্সট টার্গেট হতে পারে।

—কিন্তু সেই সব প্রবন্ধ কোথায়, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমি কী ভাবে তা জানব স্যার? আমি তো অত খবরও রাখি না...

—আমি আপনাকে হেল্প করছি। একটা লাইব্রেরি আছে। লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি। ওই লাইব্রেরিতে গেলে আপনি খোঁজ পেয়ে যাবেন ভার্জিনিয়া দত্তের ওপর আর কে কে প্রবন্ধ লিখেছে।

—সেই লাইব্রেরি কোথায় স্যার?

—কলেজ স্ট্রিটের টেমার লেন-এ। আর সেই লাইব্রেরি চালাচ্ছে যে গত পনেরো বছর ধরে তার নাম সন্দীপ দত্ত। লিটল ম্যাগাজিনের ব্যাপারে সন্দীপ হল একটা চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। কোন লেখা, কোন পত্রিকায়, কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ও আপনাকে বলে দিতে পারবে সাল-তারিখ সমেত।

—তাই নাকি? তাহলে তো সেখানেই আমাকে যেতে হয়।

—হ্যাঁ যাবেন। কিন্তু তার আগে সন্দীপকে আমি একটা ফোন করে দিচ্ছি। পুলিশ-টুলিশ শুনলে ও আবার ঘাবড়ে না যায়। বোঝেনই তো এরা সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে থাকে, পুলিশ-আমলা এদের সযত্নে এড়িয়ে চলে।

BanglaBook.org

হিন্দোল নিজের মোবাইলে কোনও একটা নম্বর ডায়াল করতে থাকলেন। তারপর ফোনটা কানে দিয়ে বললেন—হ্যালো—কে সন্দীপ বলছ?...

—শোনো, তোমার লাইব্রেরিতে আজ কিংবা আগামীকালের মধ্যে বিকেল ৪টে ৫টা নাগাদ মি. রাজীব মিত্র যাবেন আমার রেফারেন্স নিয়ে। উনি কিন্তু যে সে লোক নন। কলকাতা পুলিশের ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের একজন ইনসপেকটর।...না না তোমার অত চমকে যাওয়ার কিছু নেই। উনি খুবই ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তি। উনি একটা প্রবন্ধ খুঁজছেন। সেটা সম্ভবত প্রকাশিত। কোন লিটল ম্যাগাজিনে কোন সংখ্যায় প্রকাশিত সেটা তুমিই একমাত্র বলতে পারবে। তুমি ওঁকে হেল্প কোরো কেমন? আচ্ছা ভালো থেকো।

হিন্দোল হাসলেন। রাজীব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—অনেক সাহায্য করলেন স্যার আমাকে। আপনি পুলিশের বন্ধু। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

—আপনার মতন মানুষ পুলিশ দপ্তরে আছে বলেই এতটা হেল্প করলাম। এমনিতে আই ডোন্ট লাইক দ্য পোলিশ। পুলিশ তাদের মানবিক মুখ যেন ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে।

—নাহ স্যার। হ্যাব ফেথ। এটা টেমপোরারি ফেজ। পুলিশ আবার তাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরে পাবে।

—হাঃ হাঃ হাঃ—বেস্ট উইশেষ টু মিত্র...

—গুড ডে স্যার।

BanglaBook.org

'আপনার প্রবন্ধ আমার কবিতাকে অনুপ্রাণিত করেছে'

অগ্নিবীণের মোবাইলে একটা ফোন আসছে আর কেটে যাচ্ছে। এখন সকাল সাড়ে দশটা। সোমবার। তাদের ব্যাঙ্কে একটা কী দুটো কাউন্টার হলে চলছিল না। গ্রাহকের সংখ্যা এবং চাপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। তার ফলে ম্যানেজার এখন পরপর পাঁচটি কাউন্টার খোলার আদেশ দিয়েছেন। সেই আদেশ পালিত হয়েছে। ফলে দিনের পিক্-পিরিয়ডে গ্রাহকদের কুণ্ডলীপাকানো চাপ-চাপ ভিড়টা পাঁচটা কাউন্টারে ছড়িয়ে গেছে। প্রতি কাউন্টারেই টাকা ডিপোজিট নেওয়া হয়, টাকা উইথড্র করা যায় এবং পাসবুক আপডেটেড করাও যায়। অগ্নিবীণ এরকমই একটা কাউন্টারের দায়িত্বে। সোমবারে গ্রাহকদের ভিড়টা একটু বেশি হয়। কাউন্টারে বসলে কোনওদিকে মন না দিয়ে কাজ করতেই হবে। অগ্নিবীণও তাই করছিল। কিন্তু ডিসটার্ব করছে মোবাইলটা। বারবার কেউ ফোন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেই অগ্নিবীণ 'হ্যালো' বলছে ফোনটা কেটে যাচ্ছে। ফোনটা কী বন্ধ রাখবে? তা কীভাবে হয়? মামনি এখন স্কুলে। তার কাছেও একটা মোবাইল। সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। তার কতরকম দরকার হতে পারে। আর সেটা হলেই সে বাবাকে ফোন করে। বাবা-অন্ত প্রাণ মামনি। কী আর করবে মা তো আর নেই। মানে, মা থেকেও নেই। আজ ছ'মাস হল, স্ত্রী সৌমিলি-র সঙ্গে অগ্নিবীণ-এর বিচ্ছেদ আদালত-গ্রাহ্য হয়ে গেছে। সৌমিলি অনেক চেষ্টা করেছিল, একমাত্র মেয়ে মামণিকে নিজের

BanglaBook.org

কাছে রাখতে। সিঙ্গল বেঞ্চে হেরে গিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চেও মেয়ের ব্যাপারে জিততে পারেনি। অগ্নিবীণের কাছে এটা দাঁত-কামড়াকামড়ি লড়াই ছিল। অনেক কস্টলি অ্যাডভোকেট লাগিয়েছিল সে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট মা-মণি নিজেই জানিয়েছিল যে, সে বাবার কাছে থাকবে; মায়ের কাছে নয়।

আর সেটা বলার কারণও আছে। টি.ভি. সিরিয়ালে একের পর এক কাজ পাওয়ার নেশায় সৌমিলি স্বামী এবং সংসারকে শুধু নয়; নিজের মেয়েকেও দারুণভাবে অবহেলা করছিল। কত রাত গেছে। সৌমিলি বাড়ি ফেরেনি। মোবাইলে অগ্নিকে জানিয়েছে যে, তার স্টুডিয়োয় নাকি সারারাত শুটিং আছে; সে বাড়ি ফিরতে পারবে না। মামণিকে পাশে নিয়ে অগ্নিবীণ শুয়ে পড়েছে। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজে জেগে থেকেছে। জেগে থেকেছে আর ভেবেছে। ভেবেছে আর যন্ত্রণা পেয়েছে। সে তো জানতই যে, সৌমিলি তাকে মিথ্যে বলেছে। অ্যামবিশানের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে সৌমিলি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। টেলি-ছবির পরিচালক কিংবা প্রযোজককে খুশি করতেই সে বাড়ি ফিরছে না। এরকমভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পরই অগ্নিবীণ বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিল। সৌমিলির দিক থেকে সেই মামলা লড়ার কোনও তাগিদ ছিল না। বিচ্ছেদ খুব সহজেই পেয়ে গিয়েছিল অগ্নিবীণ। কিন্তু মেয়ের স্বত্বের ব্যাপারে আলাদা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা সৌমিলি খুব সিরিয়াসলি লড়তে চেয়েছিল। অবশ্য মায়ের উদ্যোগে জল ঢেলে দিয়েছিল মেয়ে নিজেই।

BanglaBook.org

অগ্নিবীণের কাউন্টার-এর সামনে অন্তত দশজন পাবলিকের লাইন। একজনের টাকা জমা নিয়ে পাসবুকে এনট্রি করে আপডেটেড করছিল অগ্নিবীণ। সেইসময় আবার ফোনটা এল। অগ্নিবীণ আড়চোখে দেখল সেই নম্বরটাই যা বারবার স্ক্রিনে ভেসে উঠছে এবং কথা বলতে গেলেই যোগাযোগ কেটে যাচ্ছে। অগ্নিবীণের মোবাইলের রিং-টোন হল গায়ত্রী মন্ত্র-অনুরাধা পাড়োয়ালের কণ্ঠে। সেটা বেজেই যাচ্ছিল। লাইনে অপেক্ষারত কেউ কেউ মুচকি হাসছে। বিরক্তিকর! পাসবুকটা দ্রুত আপডেট করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে সে মোবাইলটা রিসিভ করল—হ্যালো?—এবার আর কাটল না।

—আমি কি অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছি?—মহিলা-কণ্ঠ।

—বলছেন।

—আমি ভার্জিনিয়া দত্ত...

—অ্যাঁ?—অগ্নিবীণ একটা চমক খেল।

—প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব লেখাটার জন্যে। তারপর আপনার সঙ্গে আরও কথা বলতে চাই...

ইতিমধ্যে কাউন্টারের সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি। নানারকম মন্তব্য। অগ্নিবীণ চট্ করে বুঝে ফেলল, কথা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সে নীচু স্বরে বলল—দেখুন আমি এখন কাজ করছি। সামনে প্রচুর পাবলিক। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলি?

—কখন বলবেন বলুন?

—২টো থেকে ৩টে—টিফিন-আওয়ার্স।

BanglaBook.org

—ও.কে.—ফোন কেটে গেল।

মোবাইল টেবিলে রেখে অগ্নিবীণ ব্যাজার মুখে আবার কাজে লাগল। এক বৃদ্ধা পাঁচ হাজার টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করতে এসেছেন। পাঁচশো টাকার নোট এনেছেন বটে; কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটা খুবই ময়লা। অগ্নিবীণ প্রথমে নোটগুলো রিসিভ করবে না বলে হুমকি দিল; তারপর নোটগুলো জাল কিনা সেটা মেশিনে পরীক্ষা করে টাকা জমা করে নিল। আসলে সে পাবলিককে একটু 'হ্যারাস' করতে চাইছিল। শালারা ভেবেছে কী? এক মিনিট পার্সোনাল কথা বলা যাবে না? হই-চই শুরু করে দিতে হবে?

কাজ করতে করতে কখন ২টো বেজে গেল। টিফিন-আওয়ার্স। এবার নিশ্চয়ই ফোনটা আসবে। খিদেও পাচ্ছে। ব্যাঙ্কের এই ক্যান্টিনটা বেশ নানারকম খাবারের ব্যবস্থা রাখে। চাউমিন, চিকেন রোল, বার্গার, আর লুচি-তরকারি, মিষ্টি এসব তো আছেই। সহকর্মী কুন্তল কাউন্টার থেকে একটা প্লেটে লুচি-তরকারি-মিষ্টি নিয়ে ফিরছিল। অগ্নিবীণকে দেখে বলল—কীরে মুখটা ওরকম বাংলার পাঁচের মতন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ক্যান্টিনে ঢুকেও হ্যামলেটের মতন ভাববি—টু ইট অর নট টু ইট...। সত্যি আঁতলামি মাইরি কাকে বলে?

অগ্নি বলল—সত্যিই ভাবছি। কী খাওয়া যায় বলতো?

—পেটের অবস্থা কেমন?

—ভালো। কেন?

—তাহলে। দুটো চিকেন রোল মেরে দে। গরম ভেজে নিয়ে এল। যা খুশবু ছাড়ছে না!

তা তুই সেটা না নিয়ে ওই গেরস্থ খাবার...

BanglaBook.org

কী করব আজ যে বেস্পতিবার। তিন মাস হল বাবা গত হয়েছে না? আজ একাদশী। আজ বউ বলে দিয়েছে নিরামিষ।

—জরু কা গোলাম।

—হ্যাঁ তোর মতো ডিভোর্সির সার্টিফিকেট তো জোগাড় করতে পারলম না। ওতে মেয়েদের কাছে প্রেস্টিজ বাড়ে। কুন্তল খাবারের প্লেট হাতে টেবিলে গিয়ে বসল। অগ্নিবীণ গম্ভীর হয়ে গেছে। কথাটা কুন্তল ব্যাঙ্গ করেই বলেছে। অনেকেই আজকাল বলে। নাহ, এভাবে আর চলছে না। সৌমিলি তাকে ভীষণ দাগা দিয়ে গেছে। একজন নারী দরকার তার জীবনে। একা একা এভাবে থাকা যায় না। নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। আর মামণিও বড় হচ্ছে। যদিও বাড়িতে সবসময়ের জন্যে খুব বয়স্ক একজন মহিলা কাজের লোক আছে। সে আগে থেকেই ছিল। মামণিকে খুব যত্নও করে। তবুও তার হাতে মেয়ে বড় হবে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে...যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক স্থাপন করে অগ্নিবীণ, সে, সেই মহিলা মামণিকে কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে?...নাহ চিকেন-রোলই খাওয়া যাক। কুপন কাটতে এগিয়ে যাচ্ছিল অগ্নিবীণ কাউন্টারের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠল তার মোবাইল। বুকে ঝোলানোই ছিল যন্ত্রটা। তাড়াতাড়ি কলটা রিসিভ করল সে।

—হ্যালো?

—অগ্নিবীণ?—নারীকণ্ঠ।

—হ্যাঁ। আপনি?

—আপনি কোথায়? কীরকম গোলমাল হচ্ছে যেন...

—অফিস-ক্যান্টিনে। আপনি কি...

—হ্যাঁ। ভার্জিনিয়া দত্ত। যার কবিতা নিয়ে আপনি প্রবন্ধ

BanglaBook.org

লিখেছেন—

—কবিতার অন্দর ও বাহির পত্রিকায়।

—হ্যাঁ।...কিছুক্ষণ চুপ। অগ্নিবীণ ভাবল লাইনটা বোধহয় কেটে গেল।

—হ্যালো...হ্যালো...হ্যলো?

—হ্যাঁ বলুন। বড় গোলমাল হচ্ছে। আপনার কথা আমি ভালো শুনতে পাচ্ছি না। একটু ফাঁকা জায়গায় আসতে পারেন না? নাকি পরে ফোন করব? আপনি আগে খেয়ে নিন।

—নাহ্।...আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি প্লিজ একটু লাইনটা হোল্ড করুন। অগ্নিবীণ দ্রুত ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর চলে এল ব্যাঙ্কের বাইরে। ব্যাঙ্কের পাশেই একটা পেট্রোল-পাম্প। বিশাল চত্বর। একপাশটা ফাঁকা। সেখানে চলে এল অগ্নিবীণ।

—হ্যাঁ বলুন ভার্জিনিয়া...

—এবার আপনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আপনার গলাটা ভীষণ গম্ভীর।

—তাই নাকি? আর আপনার গলাটা ভীষণ চার্মিং। এই প্রশংসায় ফোনের মধ্যে হাসির শব্দ। সেই হাসিটাও সুদূর ঝরনার ধ্বনির মতন শোনাল অগ্নিবীনের কানে।

—একটা কথা জিগ্যেস করব?—ভার্জিনিয়ার কণ্ঠস্বর।

—করুণ?

—আপনি আমার কবিতা সম্বন্ধে যেসব কথা লিখেছেন সেসব আপনি বিশ্বাস করেন?

—না বিশ্বাস করলে লিখব কেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন?

BanglaBook.org

—এমনি জিগ্যেস করছি। আজকাল কাউকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

—এরকম বলছেন কেন?

—বলছি তার কারণ আছে।

—কী কারণ?

—ফোনে অত কথা বলা যাবে না। ফোনে শুধু এটুকুই বলা যাবে যে, আপনার প্রবন্ধ আমার কবিতাকে সম্মানিত করেছে। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আপনি জানেন, আপনার প্রবন্ধ পড়ার পর আমি অনেক কবিতা লিখে ফেলেছি? তার মধ্যে দুটো দীর্ঘ কবিতা। একটা বইয়ের ম্যানাসক্রিপট্‌ও আমি তৈরি করে ফেলেছি। একজন প্রকাশকও আমার জুটে গেছে।

—তাই নাকি? তাহলে আপনার কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে তো তাই। কিন্তু তার আগে...

—তার আগে?

—আমার ম্যানাসক্রিপটা আপনাকে একবার দেখিয়ে দিতে চাই। আপনি আমার কবিতা এত বোঝেন...হেল্প করবেন আমাকে?

—নিশ্চয়ই করব। ইট উইল বি মাই প্লেজার।

—তাহলে কোথাও কি আমাদের দেখা হতে পারে?

—হতে পারে। বলুন কোথায়?

—আপনি থাকেন কোথায়?

—সল্টলেক। আপনি।

—টালিগঞ্জের দিকে। একেবারে বিপরীত দিক। মাঝামাঝি কোনও জায়গা বলব?

—বলুন।

BanglaBook.org

—যোধপুর পার্কের ঠিক অপোজিটে 'তন্দুর হাট' বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে। ওখানে আমরা মিট করি আগামীকাল সন্ধে ছ'টা।

—আজ হবে না? আজ কিন্তু আমি ফ্রি...অগ্নিবীন বলে বসল।

—নাহ্। আজ আমার একটা কাজ আছে ওই সময়। স্যরি।

—ও.কে.। আগামীকাল সন্ধে ছটা। তন্দুর-হাট। কিন্তু আমি আপনাকে চিনব কীভাবে?

—মেরুন টপ আর সাদা জিনস ট্রাউজার পরা একজন মেয়েকে ওই রেস্তোরাঁর সামনে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না?

—হ্যাঁ পারব।...আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব?

—করুন...

—আমার ফোন-নাম্বার আপনি পেলেন কোথায়?

—আপনাদের পত্রিকার সম্পাদক সম্রাট দত্তের সেলফোন নাম্বার পত্রিকায় লেখা ছিল। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেছি আপনি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। আপনার সেল ফোন নাম্বারটাও নিয়েছি।

—ও আই সি...

—এবার ছাড়ি তাহলে। আগামীকাল দেখা হবে।

—হ্যাঁ দেখা হবে। ভালো থাকবেন। ভালো লিখবেন।

আবার হাসির ঝরনা। তারপর—আপনিও ভালো থাকবেন।

ফোন কেটে গেল। একমুহূর্ত অগ্নিবীণের সবকিছু কীরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তারপর সে ঘড়ির দিকে তাকাল। ৩টে বেজে দশ মিনিট। টিফিন-আওয়ার্স শেষ। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের দিকে হাঁটা দিল...।

BanglaBook.org

'মি. মিত্র আপনার আসল কাজ হল অগ্নিবীণ-এর ওপর নজর রাখা'

কলেজ স্ট্রিটে হরলালকার দোকান পার হয়ে বাঁ-দিকে যে সরু রাস্তাটা চলে গেছে ওটাই টেমার লেন। কিছুটা ঢুকে, দু-একজনকে জিগ্যেস করতেই সন্দীপ দত্তের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল। আসলে সন্দীপ দত্তের বাড়ির ভেতরেই লাইব্রেরি। ঠিক বিকেল চারটে। আর এই সময়েই আসার কথা ইনসপেকটর রাজীব মিত্রর-র। পুরোনো দিনের দোতলা বাড়ি। লম্বা, মোটা কাঠের দরজা। ডোরবেলে চাপ দিতেই যে ব্যক্তি দরজা খুলে দিল তার মাঝারি উচ্চতা, বেশ স্থূলকায়, গৌরবর্ণ মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, বয়সে প্রৌঢ় বলা চলে।

রাজীব জিগ্যেস করল—সন্দীপ দত্ত?

—হ্যাঁ আমিই। আপনি নিশ্চয়ই ইনসপেকটর রাজীব মিত্র?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নমস্কার। ভেতরে আসুন।

—ধন্যবাদ। লাইব্রেরি কি...?

—হ্যাঁ। এটা আমার বাড়ি। একতলায় পরিবার থাকে। দোতলায় দুটো ঘর নিয়ে লাইব্রেরি করেছি।

—ও আচ্ছা।

—আসুন। সিঁড়ি দিয়ে চলে আসুন।

পুরোনো বাড়ি। সিঁড়ি একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন। কীরকম সোঁদা গন্ধ। বাইরের বাতাস বেশি ঢোকে না বলে হয়তো। কিংবা বাড়ির কলি

BanglaBook.org

ফেরানো হয়নি সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

দোতলায় উঠে একটা বড় ঘরে হাজির হল রাজীব। লাগোয়া আর একটা ঘর। সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ঘরের উঁচু সিলিং। কড়ি-বরগা। পুরোনো দিনের বাড়িতে যেমন হয়। সারা ঘরের দেয়ালে কাঠের সারি ব্র্যাকেট। তাতে পরপর পত্রিকা সাজানো। ঘরের মাঝখানেও একটা লম্বা টেবিল। তার ওপর কাচের ঢাকা। কাচের নীচে পত্রিকা সাজানো। রাজীব পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানেও এরকমই ব্যবস্থা।

—সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে আপনি এই লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন?

—উদ্যোগটা নিজের। কিন্তু অজস্র মানুষের সাহায্য, সহায়তা আছে। যাঁরা ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাঁরা আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার ঠিকানায় পত্রিকার কপি নিয়মিত পাঠান যাতে আমি আমার গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করতে পারি। একটু চা বলি?

—নাহ্। ধন্যবাদ। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমি যে ব্যাপারে এসেছি...

—কোন ব্যাপারে বলুন তো? পুলিশের তদন্তের কাজে ছোট পত্রিকার সাহায্য লাগবে এটা বেশ নতুন মনে হচ্ছে...

—পুলিশের তদন্তের কাজে সবকিছুই লাগতে পারে। জীবনের সবকিছু।

—বুঝেছি। এখন আপনার কী লাগবে বলুন তো?

—কবি ভার্জিনিয়া দত্ত...নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, কেন শুনব না? বেশিদিন লিখছেন না। তবে বেশ ভালো কবিতা লিখছেন। খুব প্রমিসিং।

—ওঁর কবিতা নিয়ে কেউ কেউ কোনও কোনও পত্রিকায়

BanglaBook.org

প্রবন্ধও লিখেছেন দু-একটা...

—প্রবন্ধ? হ্যাঁ। তাও কেউ কেউ লিখেছে। সম্ভবত এ পর্যন্ত দুজন লিখেছে যতদূর মনে পড়ছে। আমাকে একটু সময় দিন। আমি ক্যাটালগটা একটু দেখে নিই।

—আপনি সব লেখার ক্যাটালগ মেইনটেন করেন?

—হ্যাঁ। এই লাইব্রেরি রক্ষা করাই আমার ধ্যান জ্ঞান, প্রাণ। আমি ব্যাঙ্কে চাকরি করি। কিন্তু ছোট পত্রিকার এই লাইব্রেরি আমি নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে, নিজের অর্থে তিলতিল করে আজ কুড়ি বছর ধরে গড়ে তুলেছি। যে পত্রিকায় যা লেখা প্রকাশিত হয়; গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সব আমি আলাদা আলাদা করে ক্যাটালগিং করি। এই ডকুমেনটেশন কত গবেষকের কাজে লাগে জানেন?

—আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

—আচ্ছা, এবার আমাকে একটু সময় দিন, আমি ভার্জিনিয়া দত্তের ওপর প্রবন্ধ দুটোর খোঁজ করি।

—হ্যাঁ করুন। সেই অবসরে আমি আপনার এই লাইব্রেরি একটু ঘুরে দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

সন্দীপ চলে গেলেন ওপাশের একটি টেবিলে। একটা ঢাউস রেজিস্টার খুলে পড়তে লাগলেন। রাজীব ঘুরে ঘুরে দেখছিল। সত্যিই অমূল্য সংগ্রহ। এত পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়? দশ মিনিটের মধ্যে সন্দীপ দত্ত উল্লসিত গলায় বলে ওঠে—স্যার পেয়েছি!

—পেয়েছেন? দেখি?

—এই যে দুটো পত্রিকা। 'উলুখড়' আর 'কবিতার অন্দহ-

BanglaBook.org

বাহির'।—দুটো পত্রিকাই রাজীবের হাতে বাড়িয়ে দেয় সন্দীপ। —ভার্জিনিয়ার কবিতা বিষয়ে দুটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই দুটো পত্রিকায়। একজনের লেখক স্বাক্ষর সেন। আর একটা প্রবন্ধের লেখক অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়। দুটোই ভালো লেখা।

—অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায় কোন পত্রিকাতে লিখেছেন?

—এই যে—কবিতার অন্দর-বাহির—দশ বছর ধরে পত্রিকাটা প্রকাশিত হয়ে আসছে—ভদ্রেশ্বর থেকে।

—ও।—রাজীব লেখাটা দেখতে থাকে।

—স্বাক্ষর সেনের লেখাটাও ভালো।—সন্দীপ বলে।

—ও লেখাটা আমি আগে দেখেছি।—রাজীব বলে। একটা কথা ভাবছিল সে। স্বাক্ষর যে পৃথিবীতে আর নেই এই খবরটা খুব একটা রটেনি এটা বুঝতে পেরে কিছুটা অবাকই হচ্ছিল রাজীব। অবশ্য কোনও সংবাদপত্রে খবরটা আসেনি এটা ঠিক। কিন্তু ডি.সি. সাহেব বলেছিলেন তাঁকে নাকি ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। হতে পারে তেমন বিখ্যাত নয়, এরকম কোনও টিভি চ্যানেল হয়তো তাদের নিউজ-এ খুনের খবরটা বলেছিল একবার। সেটা আর কত মানুষ শুনেছে? শুনলেও ক'জন তা মনে রেখেছে? খুন, জখম, বিস্ফোরণ তো এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ওসব আর তেমন সেন্‌সেশন ক্রিয়েট করে না মানুষের মনে। যাই হোক, অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়ই কি তাহলে এবার খুনি এবং ব্ল্যাকমেলারদের দ্বিতীয় টার্গেট? প্রফেসর হিন্দোল ভট্টাচার্য-র কথা যদি মানতে হয়, তাহলে তাই। অগ্নিবীণের ঠিকানা কোথায় পাওয়া যাবে?

—আচ্ছা সন্দীপবাবু একটা কথা জিগ্যেস করব?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ বলুন?

—এই প্রবন্ধটা যিনি লিখেছেন—অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়—ওঁর ঠিকানা কিংবা সেল ফোন নাম্বার কি পাওয়া যাবে?

—কেন বলুন তো? আপনারাও পুলিশ দপ্তর থেকে কোনও সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছেন নাকি?

রাজীব হেসে ফেলে। তারপর বলে—ব্যাপারটা কিছুটা সেরকমই। আপনি তো জানেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে খেলাধুলো করতে বলেছেন, গান-বাজনা করতে বলেছেন, সংস্কৃতি-চর্চা করতে বলেছেন। সত্যিই আমরা ভাবছি আমাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে একটা সাহিত্য-পত্রিকা বের করব। আমাদের কিছু ভালো প্রাবন্ধিকের নাম দরকার। তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব।

—হুঁ।—সন্দীপ মাথা চুলকোতে থাকেন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলেন—এই পত্রিকার সম্পাদক সম্রাট দত্ত। ওর মোবাইল ফোন নাম্বার পত্রিকাতেই দেওয়া আছে। ওকে জিগ্যেস করলে হয়তো অগ্নিবীণের ফোন নাম্বার...

—ফোন-নাম্বার দরকার নেই। উনি কোথায় কাজ করেন, থাকেন কোথায় এগুলো জানতে পারলে ভালো হত।

—আপনি একটু ওয়েট করুন। আমি সম্রাটের সঙ্গে কথা বলে এসব জেনে আসছি।

—বেশ। ধন্যবাদ।

সন্দীপ দত্ত পাশের ঘরে চলে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন যে, অগ্নিবীণ এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বাগুইআটি ব্রাঞ্চ। আর তার বাড়ি সল্টলেক। সেক্টর থ্রি-তে। মোবাইল নম্বর নেবেন?

BanglaBook.org

—দিন। দরকার হলে কথা বলব।...আচ্ছা, এবার উঠি। আপনার অনেকটা সময় নিলাম। তবে আপনি যা হেল্প করলেন তার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।

—নাহ্। এ আর কী এমন সাহায্য। প্রফেসর হিন্দোল ভট্টাচার্য আপনাকে রেফার করেছেন। উনি আমার কাছে একজন অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ওঁর কাছে যত লিটল ম্যাগাজিন আছে, সব ওঁর পড়া হয়ে যাওয়ার পর, উনি আমার লাইব্রেরিতে প্রিজারভেশনের জন্য পাঠিয়ে দেন।

BanglaBook.org

—তাই নাকি। হ্যাঁ উনি সবাইকে খুব সাহায্য করেন। আচ্ছা এবার আসি।

—আসুন।

রাজীব মোটরবাইক স্টার্ট করে ঝড়ের গতিতে। এদিককার রাস্তা, মানে সেন্ট্রাল এভিনিউ সবসময়েই বেশ জ্যাম থাকে। তবুও রাজীব যানজট এড়িয়ে, নানা গলিঘুঁজি দিয়ে, বেশ তাড়াতাড়িই নিজের অফিসে পৌঁছল। অফিসে ঢুকে সে প্রথমে নিজের চেয়ারে বসে এক গ্লাস ঠান্ডা জল খেল। বেশ গরম পড়েছে আজ। রাজীবের ঘর তো আর বাতানুকূল নয়। সুতরাং সে আর্দালিকে ডেকে ফ্যানটা ফুল স্পিডে করে দিতে বলল। পুলকেশবাবু এসে জানাল যে, কয়েকজন ভিজিটর আছে। শুধু খুন-রাহাজানির সমাধান করা তো নয়, রাজীবকে অফিসের অনেক কাজও করতে হয়। যেমন এই দপ্তরের কর্মচারীদের পেনসন-ফাইল, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড ফাইল ইত্যাদি। সুতরাং কর্মচারীদের অনেকেই এ ব্যাপারে রাজীবের অফিসে তদ্বির করতে আসে। যাই হোক, ভিজিটরদের পালা চুকতে চুকতে ঘণ্টাখানেক। ঘড়িতে সন্ধে ছ'টা। রাজীব এক কাপ কফির

আদেশ দিল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সে ফোন করল প্রফেসর হিন্দোল ভট্টাচার্যকে।

—হ্যাঁ বলুন মি. মিত্র?

—স্যার আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?

—একেবারেই না। বলুন?

—অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়ের মোবাইল নম্বর পেয়েছি, কোথায় থাকে সেটা জেনেছি এবং কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেটাও জেনেছি।

—কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?

—সল্টলেক, সেক্টর থ্রি। বাড়ির নম্বর জানা হয়নি।

—আর চাকরি করেন?

—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, বাগুইআটি ব্রাঞ্চ।

—হুঁ। তা আপনার মোডাস অপারেনডি কী হবে?

—আমি ভাবছি ভদ্রলোককে আমার অফিসে তুলে এনে সাবধান করে দিই। উনি যে-কোনও সময় স্বাক্ষর সেনের মতন ফাঁদে পড়তে পারেন এবং ওঁর পরিণতি স্বাক্ষর সেনের মতনই হতে পারে সে ব্যাপারে ওঁকে সতর্ক করে দেওয়া মনে হয় একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার কর্তব্য।

—আপনি একজন অভিজ্ঞ অফিসার। অনেক ক্রাইমের ডিটেকশন করেছেন। কিন্তু এখন আপনি যে কথাগুলো বললেন আমার কাছে ঠিক যুক্তিযুক্ত মনে হল না।

—কেন স্যার?

—আপনি কী চাইছেন?

—আমি...?

BanglaBook.org

—আপনি স্বাক্ষরের খুনিকে ধরতে চাইছেন; ভার্জিনিয়ার নামে যারা স্বাক্ষরকে ফাঁদে ফেলেছিল কিংবা আমাদের অনুমান, তাকে ব্ল্যাকমেলও করেছিল, তাকে কিংবা তাদের ডিটেক্ট করতে চাইছেন—এই তো?

—রাইট স্যার? পারফেক্ট।

—কিন্তু আপনি যদি অগ্নিবীণবাবুকে ডেকে সতর্ক করে দেন তাহলে অপরাধীদের পরিকল্পনা তাকে নিয়ে যদি কিছু থাকে তাহলে তা ভেস্তে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনি অপরাধীদের নাগাল পাবেন কীভাবে?

—তাহলে আমাকে কী করতে বলেন স্যার?

—আপনাকে সাজেস্ট করতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। আমি সামান্য প্রফেসর মানুষ। আমি পুলিশ অফিসারও নই। আর পেশাদার গোয়েন্দাও নই।

—স্যার-প্লিজ ওভাবে বলবেন না। আপনার থেকে পরামর্শ না পেলে আমি এই কেসে এগোতে পারব না স্যার—আমি অ্যাডমিট করছি...।

—ও.কে। ও.কে।...আমি বলি কী আপনি একটা কাজই এখন করতে পারেন। আপনি অগ্নিবীণবাবুর ওপর নজরদারি রাখুন। কড়া নজরদারি। যেন তাঁর কোনও বিপদ না হয়। আর তাঁর ওপর নজরদারি রাখতে রাখতেই আপনি অপরাধীদের হদিস পাবেন বলে আমার ধারণা।

—বুঝেছি স্যার। আমাকে আর বলতে হবে না। আপনি বিশ্রাম নিন স্যার। গুড নাইট।

—ও.কে। গুড নাইট। টেক কেয়ার।

BanglaBook.org

রাজীব অফিসের ফোনের রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করল। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে অনাদির নম্বরে ডায়াল করল। প্রথমে ফোন এনগেজড্ হল। তারপর অনাদি নিজেই রিং-ব্যাক করল।

—স্যার কিছু বলছেন?

—একটা নাম নোট কর অনাদি। কোথায় চাকরি করে সেটাও লিখে নাও।

—দাঁড়ান স্যার। কাগজ-পেন বের করি। হ্যাঁ বলুন।

—রাজীব অগ্নিবীণের নাম বলল। বাগুইআটিতে এলাহাবাদ ব্রাঞ্চের কথা বলল। তার সঙ্গে নির্দেশ—প্রতিদিন অগ্নিবীণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে। এটাই হবে তোমার একমাত্র কাজ। কে বা কারা তার অফিসে আসছে, দেখা করছে। বিশেষত কোনও মহিলার সঙ্গে ভদ্রলোকের কোনও ইনটিমেসি গড়ে উঠছে কীনা। দুজনে কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরছে এইসব খবর আমি চাই।

—সব খবর পাবেন স্যার।

—আগামীকাল থেকেই তোমার কাজ শুরু হবে অনাদি।

—বুঝেছি স্যার।

—কাজটা কিন্তু খুব সিরিয়াস।

—বুঝেছি স্যার।

—প্রতিদিন আমাকে রিপোর্ট দেবে।

—ঠিক আছে স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

মোবাইলে যোগাযোগ কেটে দিল রাজীব। তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে ভাবতে লাগল। ঘটনার প্রবাহ কোনদিকে মোড় নিচ্ছে? কোনদিকে?

BanglaBook.org

‘তোমার বুকে আতরের গন্ধ, এতদিন কোথায় ছিলে?

ঠিক সন্ধে ছটায় যোধপুর পার্কের বিপরীতে ‘তন্দুর হাট’ রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল অগ্নিবীণ। তার সম্বন্ধে অনেক কথা জানালেও, তার চেহারা সম্বন্ধে পাঠককে তেমন কিছু জানানো হয়নি। এককথায় অগ্নিবীণকে সুপুরুষ বলা যায়। তার চরিত্রের অদ্ভুত বৈপরীত্ব আছে এটাও বোধহয় বলা যায়। সে ব্যাঙ্কে চাকরি করে। কিন্তু সাহিত্য-অন্ত প্রাণ। কবিতার তুখোড় পাঠক। কবিতা বিষয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা তার একটা নেশা। নানা ছোট পত্রিকায় সেইসব রচনা প্রকাশিত হয়। আবার অন্যদিকে নিজের শরীরের ফিটনেসের ব্যাপারেও অগ্নিবীণ ভীষণ খুঁতখুঁতে। তার বয়স ৩৫ হতে পারে; কিন্তু তাকে দেখলে ২৪/২৫ বছরের উজ্জ্বল যুবক মনে হবে। মাথায় প্রায় ছয় ফুট। নিয়মিত যোগব্যায়াম করে বলে শরীরের কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই। একেবারে খেলায়াড়োচিত চেহারা। একমাথা কোঁকড়া চুল। গৌরবর্ণ। মুখশ্রীর মধ্যে একধরনের ভিনদেশি সপ্রতিভতা আছে। তার প্রিয় পোশাক জিনস্ ট্রাউজার এবং গোল-গলা নানা রং গেঞ্জি। কোমরে চওড়া বেল্ট। হাতে সিগারেট থাকবেই। রাস্তা দিয়ে অগ্নিবীণ যখন হেঁটে যায়, তখন মেয়েদের, বিশেষত একটু কম-বয়সি মেয়েদের মুগ্ধ দৃষ্টি তার দিকে ধাবিত হবেই।

আজও অগ্নিবীণের পরনে স্টোন-ওয়াশ ট্রাউজার এবং গোল-

BanglaBook.org

গলা কালো গেঞ্জি। হাতে সিগারেট। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। মেরুন টপ আর সাদা জিনস ট্রাউজার...মেরুন টপ আর...ওই তো! বাহ! বেশ দেখতে তো ভার্জিনিয়াকে! সাদা টপ ভেদ করে তার উন্মুক্ত স্তনচূড়া যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে? মুখশ্রীও বেশ ভালো। সুন্দরী, হ্যাঁ সুন্দরী বলা যায় ভার্জিনিয়াকে? হাত নাড়ছে সে অগ্নিবীণের দিকে। অগ্নিবীণ এগিয়ে গেল। সিগারেটটা সে ফেলে দিল পায়ের নীচে। মাড়িয়ে দিল।

—হাই! ভার্জিনিয়া বলল।

—হাই। প্লিজড টু মীট ইউ। ভার্জিনিয়া একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অগ্নিবীণও হাত বাড়াতে বাধ্য হল। ভার্জিনিয়া হাত ছুঁল অগ্নিবীণের। উষ্ণ আস্বাদ পেল অগ্নিবীণ। কিন্তু দুজনের কেউই লক্ষ করল না যে, দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ চেহারার একজন যুবক রাস্তার বিপরীত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনকে দূরবীন-চোখে নজর করে যাচ্ছে।

রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে দুজনে ঢুকে পড়ল ভেতরে। একজন বাটলার এগিয়ে এল।

—ম্যাডাম দোতলায় ভালো জায়গা আছে...

—নিয়ে চলুন।

বাটলারকে অনুসরণ করে দুজনে উঠতে লাগল দোতলায়। সন্ধ্যার রেস্তোরাঁ-কাম-পানশালা বেশ জমে উঠছে ধীরে ধীরে। সুন্দর এবং অভিজাত চেহারার পুরুষ এবং মহিলা জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে টেবিলে টেবিলে। একেবারে কোণের দিকে দুজনের বসবার মতন একটা লাল রং চৌকো টেবিল, দু-দিকে দুটো

BanglaBook.org

আরামপ্রদ চেয়ার।

—এখানে পছন্দ ম্যাডাম? বাটলার জিগ্যেস করল।

—কী আপনার পছন্দ?—ভার্জিনিয়া অগ্নিবীণের দিকে তাকাল।

—আপনার পছন্দই আমার পছন্দ। অগ্নিবীণ বলল।

দুজনে বসল। সেই বাটলার মেনু-কার্ড নিয়ে এল। দুরকম মেনু-কার্ড। একটা পানীয়ের। আর একটা খাবারের। পানীয়ের কার্ড টেনে নিল ভার্জিনিয়া। বাঁকা চোখে চকিত দৃষ্টি হানল অগ্নিবীণের দিকে।

—কী নেবেন?

—হার্ড ড্রিংকস আপনি নেবেন?—প্রশ্নটা করেই অগ্নিবীণের মনে হল বোকা-বোকা হয়ে গেল। আর বোধহয় তা হয়েও গেল। কারণ ভার্জিনিয়া হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কী! সত্যিই ভার্জিনিয়ার হাসিটা অত্যন্ত সুন্দর। সুদূর ঝর্নার ধ্বনি! আবার মনে হল অগ্নি-র।

—কেন? মেয়েদের বুঝি ড্রিংক করতে নেই?

—নাহ্, তা নয়।

—তাহলে? আপনার স্ত্রী বুঝি সতী-সাবিত্রী?

—আমার স্ত্রী নেই। মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে। আমরা ডিভোর্সি।

—ওহ স্যরি। যাই হোক, আমি ড্রিংক করলে আপনার আপত্তি নেই তো?

—ইট উইল বি মাই প্লেজার...

—তাহলে রেড ওয়াইন নিচ্ছি...টু পেগ ফর ইচ...সোডা... আইস...ফিশ ফিংগার...

—ও.কে.।

BanglaBook.org

বাটলার অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

—ভার্জিনিয়া ইউ আর অ্যা গ্রেট পোয়েট..

—তাই নাকি? শুধু কবি হিসেবে প্রশংসা পাব? আর কিছু নয়? অগ্নিবীণ হাসল।

—নির্লজ্জ হতে বলছেন?

—পুরুষের লজ্জা থাকা আমি পছন্দ করি না।

—তাহলে বলি, প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে। যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার...

—প্রথমেই প্রিয়তমা বলছেন? খুব সন্দেহজনক।

—বলবই তো। আপনি কিসের উদাহরণ জানেন?

—কীসের?

—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।

—ওরে ব্বাবা।

বাটলার পানীয়ের পেগ, গ্লাস, সোডার বোতল, আইসকিউবের ফ্লাস্ক, খাবারের প্লেট সব সাজিয়ে রাখল টেবিলে।

—চিয়ার্স।

—চিয়ার্স!

—যে কবিতার স্তবক দিয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানালাম সেটা কার কবিতা জানেন?

—চেনা চেনা লাগছে বটে...

—শার্ল বদলেয়ার। অনুবাদ বুদ্ধদেব বসুর।

—আপনার খুব পড়াশোনা না?

—ওই আর কী...অগ্নিবীণ লাজুক হাসল।

—আপনার চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

BanglaBook.org

—কী বোঝা যায়?

—আপনার চোখে সমুদ্রের গভীরতা...

—এ তো কবিতার লাইন।

তারপর কথার পিঠে কথা। দুজনেরই দু-পেগ নিঃশেষ। আবার দু-পেগ করে অর্ডার হল। খাবারেরও অর্ডার হল। চিকেন চাউমিন আর মটন রেজালা। কথা, কথা, কথা। কী সুন্দর কথা বলতে পারে ভার্জিনিয়া। অগ্নিবীণ কতদিন কোনও সুন্দরীর সঙ্গে এভাবে মুখোমুখি বসে কথা বলেনি। সে যেন আনন্দে খান্‌খান্‌ হয়ে যাচ্ছিল নিজের ভেতরে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। চারপাশে মানুষের উল্লাসময় কোলাহল। হঠাৎ অগ্নিবীণের মনে হল সে হাত বাড়িয়ে ভার্জিনিয়ার রজনীগন্ধার মতন আঙুলগুলো একবার স্পর্শ করে। আর চকিতে করলও তাই। ভার্জিনিয়া চমকে উঠল না। হাত সরিয়েও নিল না। শুধু একটু হেসে বলল—চলো এবার আমরা উঠি।

—আমরা কোথায় যাব ভার্জিনিয়া?—জড়ানো স্বরে অগ্নিবীণ জিগ্যেস করল।

—আমরা? কোথায় যেতে চাও?

—হারিয়ে যেতে চাই।

আবার হাসি। সুদূর ঝরনার ধ্বনি। ভার্জিনিয়া হাত নেড়ে বাটলারকে ডাকল—বিল? একটা প্লেটে বিল, সৌরি, বড় দানার চিনি, দাঁত খোঁটার কাঠি। বিলটা একবার উঁকি দিয়ে দেখল ভার্জিনিয়া। ১৫৪২ টাকার বিল।

—ইস! অনেক টাকা!—ভার্জিনিয়া বলল।

অগ্নিবীণ হাসল। জড়ানো স্বরে বলল—তোমার মতন সুন্দরীর সঙ্গ পেতে এই টাকা খরচ করা তো আমার কাছে নস্যি! এখানে

BanglaBook.org

এত ভিড় তাই, নাহলে তো তোমার পায়েই একটা চুমু খেতাম...

—আচ্ছা সে হবেখন...এখন বিলটা মেটাও তো...লোকটা দাঁড়িয়ে আছে! চাপা গলায় ভার্জিনিয়া বলল। তিনটে পাঁচশো টাকার নোট এবং একটা একশো টাকার নোট প্লেটের ওপর রেখে অগ্নিবীণ উঠে দাঁড়াল। ভার্জিনিয়া উঠে দাঁড়াল। চার পেগ মদ খেয়ে অগ্নিবীণ প্রায় কাত। কিন্তু ভার্জিনিয়া কী সপ্রতিভ হাঁটছে। সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নেমে, দরজার কাছে এল। ধোপদুরস্ত পোশাকে ডোরম্যান সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল। বাইরে এসে দাঁড়াল দুজনে।

—একটা ট্যাক্সি ডাকি ডারলিং?—স্টেডি দাঁড়াতে পারছিল না অগ্নিবীণ। ভার্জিনিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল।

—ডাকো।

ডাকতে হল না। একটা ট্যাক্সি নিজে থেকেই গুটিগুটি এসে দাঁড়াল। তাতে উঠে পড়ল দুজনে। আর রাস্তার ও-প্রান্ত থেকে মোটরবাইকে দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ চেহারার সেই লোকটিও নির্দিষ্ট দূরত্বে অনুসরণ করতে লাগল ট্যাক্সিকে। ট্যাক্সি কোনদিকে যেতে চাইছে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না অনাদি। কারণ প্রথমে যাদবপুরের দিকে ছুটছিল। হঠাৎ ব্যাক করল গাড়িটা। এবং বাঁ-দিক নিয়ে গোলপার্কের দিকে এখন ধাবমান। অনাদিকেও বাধ্য হয়ে তাই করতে হল।

ট্যাক্সির মধ্যে তখন অগ্নিবীণ ভার্জিনিয়ার কোলে মাথা রেখে প্রায় কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার এক হাত স্পর্শ করে আছে ভার্জিনিয়ার চিবুক। আর এক হাতে সে বাচ্চা ছেলের মতন খেলা করছে ভার্জিনিয়ার একটি স্তন নিয়ে। টপের বোতাম খুলতে চাইছে। ভার্জিনিয়া নিজেই দুটো বোতাম পটাপট খুলে দিল। এখন অগ্নিবীণ

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়ার ব্রা-এর ওপর প্রাণপণে হাত চালাচ্ছে। ফিসফিস করে বলছে—একটু খোলো...হুকটা একটু খোলো...

—অ্যাই—ড্রাইভার বুড়োটা আয়না দিয়ে দেখছে না? —আরও নিচু স্বরে বলল ভার্জিনিয়া।

অগ্নিবীণ উঠে বসল। তারপর ভার্জিনিয়ার ঠোঁটে ডুবিয়ে দিল নিজের ঠোঁট। পাগলের মতন চুমু খাচ্ছে তার সাধের নারীকে। ভার্জিনিয়াও সাড়া দিচ্ছে। জিভ দিয়ে চেটে দিল অগ্নিবীণের নাকের ডগা। অগ্নিবীণ এখন তার নাক ডুবিয়ে দিয়েছে ভার্জিনিয়ার চুলের ভাস্কর্যে। সে হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। এখন ট্যাক্সি ছুটছে রাসবিহারী মোড় পার হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ধরে, আশুতোষ কলেজ পার হল, হাজরা মোড় পার হল। হঠাৎ একটা চমক খেল ভার্জিনিয়া। সে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল অগ্নিবীণকে। পেছন দিকে তাকিয়ে আছে ভার্জিনিয়া। একটা মোটরবাইক। শিরস্ত্রাণ-মাথায় একজন আরোহী। লক্ষ করেছে ভার্জিনিয়া। অনেকক্ষণ থেকেই সে লক্ষ করছে। ওই একই মোটরবাইক, ওই একই আরোহী অনুসরণ করছে তাদের ট্যাক্সিকে। তার মানে?...কে যেন তার মনের মধ্যে বলে উঠল—ট্যাক্সি থেকে পালাও—পালাও উশ্রী। বিপদ... বিপদ...!

—এই ট্যাক্সি একটু দাঁড়ান তো! হল্ট! হল্ট!

—কী হল?—অগ্নিবীণ অবাক।

ট্যাক্সিচালক এক মুহূর্ত ভড়কে গেল। তারপর গাড়ি রাস্তার বাঁ-দিকে নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিল।

—কী হল ভার্জিনিয়া? কী হল? এনিথিং রং?

—আমি যাচ্ছি। আয়াম ইন অ্যা হারি।—দ্রুত নেমে গেল

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়া।—আমি যোগাযোগ করে নেব অগ্নি। ডোন্ট ওরি। কীপ ইওর সেল ফোন অন। গুড নাইট।

ঠিক বাঁ-দিকেই একটা গলি। প্রায় ছুটতে ছুটতে সেদিকে চলে গেল উশ্রী। সে হাঁফাচ্ছে। একটু হাঁটতেই সে পেয়ে গেল হরিশ মুখার্জি রোড। এবং কপালগুণে একটা ট্যাক্সিও। ওঠার সঙ্গে তার নির্দেশমতো ট্যাক্সি ছুটতে লাগল। এতক্ষণ বাদে যেন স্বস্তি উশ্রীর। কিন্তু সে এখনও ভেতরে ভেতরে ঘামছে। কে ওই ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছিল কে? পুলিশ? পুলিশ কীভাবে চিনতে পারবে তাকে? পুলিশ কীভাবে জানবে সে আবার ভার্জিনিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছে অগ্নিবীনের সঙ্গে? হয়তো পুলিশ নয়। তাহলে কে? কে?...

হঠাৎ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অনাদি থমকে গিয়েছিল। সে বাধ্য হয়েছিল মোটরবাইকের ব্রেক কষতে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কেন ট্যাক্সি? প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে মেটারবাইক থামিয়ে সে লক্ষ করতে লাগল কী ঘটছে। ট্যাক্সি থেকে সে স্পষ্ট নামতে দেখল মেয়েটিকে। সে নেমেই বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকে গেল। আর কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করল। ওর মধ্যে সেই যুবক আছে। অনাদি জানে। কিন্তু এখানে ওরা পৃথক হয়ে গেল? তাহলে অনাদির করণীয় কি? সে ট্যাক্সিকে অনুসরণ করবে? নাকি ওই মেয়েটিকে? ঠিক করতে পারল না অনাদি। সে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রাজীব মিত্রকে ডায়াল করল।

—হ্যাঁ, অনাদি কী ব্যাপার?

—স্যার এখন কী করব ডিসিশান নিতে পারছি না।

—মানে?

BanglaBook.org

—স্যার আপনাকে তো বলেছিলাম অগ্নিবীণ নামের ওই ভদ্রলোক এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে...

—হ্যাঁ। রিপিট করার দরকার নেই। এখন ওদের লোকেশন কোথায়?

—স্যার দুজনে আলাদা হয়ে গেছে।

—দুজনে দুদিকে চলে গেছে?

—প্রায় সেরকম স্যার। রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছিল। ভবানীপুর গাঁজা পার্কের কাছে এসে ট্যাক্সিটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটা নেমে গেল। ভদ্রলোককে নিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল। এবার আমি কী করব স্যার? আমি কি ট্যাক্সি ফলো করব স্যার?

—আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। ইউ হ্যাভ ডান অ্যা গুড জব। তুমি বাড়ি চলে যাও অনাদি।

—ধন্যবাদ স্যার। আগামীকাল কী করব?

—সকাল দশটা থেকে বাগুইআটিতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সামনে তোমার ডিউটি। তুমি সারাক্ষণ নজর রাখবে ওই অগ্নিবীণবাবুর ওপর। মনে হচ্ছে, আগামীকাল কিংবা তার পরের দিন ভদ্রলোক আবার ওই মহিলার সঙ্গে কোথাও যাবেন আর তখন...

—তখনই আমাদের অপারেশান স্যার?

—দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য সিচুয়েশান...

—তাহলে এখন গুড নাইট স্যার।

—গুড নাইট...

ট্যাক্সি এসে থামল সল্টলেকে অগ্নিবীণের বাড়ির সামনে। ভাড়া মিটিয়ে অগ্নিবীণ নামল। টলতে টলতে দরজার সামনে এসে

BanglaBook.org

ডোরবেলে চাপ দিল। দরজা খুলে দিল বয়স্কা কাজের লোক। তার পেছনে মামনি।—বাবা এসেছে! বাবা এসেছে! মামনি উল্লাসে জড়িয়ে ধরল অগ্নিবীণের কোমর। অগ্নিবীণ তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেল।

—ইস? তোমার মুখে কী বিচ্ছিরি গন্ধ! কী খেয়েছ তুমি বাবা? মামনি নাক সিঁটকে বলল। অগ্নিবীণ তাড়াতাড়ি তাকে কোল থেকে নামিয়ে মহিলাকে জিগ্যেস করল—ওর খাওয়া হয়ে গেছে?

—নাহ্...আপনার জন্যে মেয়ে বসে আছে। একসঙ্গে খাবে বলে।

—আজ ওকে আপনি খাইয়ে দিন। আমি পরে খাব।—এই বলে অগ্নিবীণ সাঁ করে নিজের স্টাডিতে ঢুকে ঝপাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। মেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে।

ঘরে ঢুকে সিঙ্গল খাটের বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল অগ্নিবীন। মোবাইল ফোন বের করে ভার্জিনিয়ার নম্বরে ডায়াল করল। ওর নম্বর তো তার ফোনে স্টোর করাই আছে। কিছুক্ষণ রিং হয়ে যাওয়ার পর ভার্জিনিয়ার সেই মদালসা কণ্ঠস্বর—হ্যালো?

—বাড়ি পৌঁছেছ ডার্লিং?

—হ্যাঁ।

—শরীর খারাপ লাগছিল?

—নাহ্...এভরিথিং ইজ অলরাইট...টেক এ্যা ওয়ার্ম কিস্...

—আবার কবে দেখা হবে?

—আগামীকাল। সন্ধে ছ'টা।...হোটেল। ও.কে.?...

BanglaBook.org

'বী কুইক উশ্রী...বী কুইক...ওরা পেছনে আসছে!'

ঠিক যেন মহাভারতের সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় রাজীব অনাদির ফোন পেল। তার মোবাইলে 'কল' করেছে অনাদি।

—স্যার শুনছেন?

—হ্যাঁ, বলো অনাদি; আমি তোমার অপেক্ষাতেই আছি। সব কাজ ফেলে রেখে তুমি কখন কল করবে তার জন্যে ওয়েট করছি। কারণ আমার ইনটুইশন বলছে...

—আপনার ইনটুইশন কী বলছে স্যার?

—আমার ইনটুইশন বলছে আজ কিছু একটা ঘটবে। সামথিং সিগনিফিক্যান্ট। আমি আলো দেখতে পাব।

—স্যার আমি আজ আপনাকে রানিং কমেন্ট্রি করে যাব। আপনি মোবাইলের সুইচ অফ করবেন না স্যার...

—আই অ্যাম অল ইয়ারস ফর ইউ অনাদি। তোমার লোকেশন এখন কোথায়?

—আমার লোকেশন এখন বাগুইআটি। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের অপোজিট রোডসাইড...

—কী দেখছ?

—কয়েক মিনিট আগে অগ্নিবীণবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বের হলেন। খুব টেনশনে আছেন মনে হচ্ছে। ঘন ঘন রিস্টওয়াচ দেখছেন।

BanglaBook.org

—আজকের পোশাক কী?

—ভদ্রলোকের চোহারাটা খুব হ্যান্ডসাম স্যার। উনি যদি ব্যাঙ্কে চাকরি না করে আই.পি.এস অফিসার হতেন...

—উঁহু কোনও আবেগ নয় অনাদি। তুমি ইমোশনালি ইনভলভড্ হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু মনে রাখবে তুমি একটা ইনভেসটিগেশনের মধ্যে আছো। তোমাকে ডিট্যাচড্ থাকতে হবে।...নিরাসক্তি বোঝ?

—কিছুটা বুঝি স্যার...ওই যে রোজ ভোরবেলা টিভিতে রামদেবের অনুষ্ঠান দেখি। উনি মাঝে মাঝে এই কথাটা বলেন... সংসারমে শান্তিসে রহনা চাহতে হো তো নিরাসক্ত্ হো যাও...

—রামদেবের অনেক আগে ওটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে গেছেন...। যাক, সে কথা। অগ্নিবীণবাবুর পোশাক?

—ক্রিম কালার জিনস, ইমপোর্টেড মনে হচ্ছে; আর হলদে রাউন্ড নেক গেঞ্জি। সান-গ্লাস ইউজ করেন বোধহয়। কিন্তু এখন তো বিকেলের রোদ মরে এসেছে, তাই ওটা গেঞ্জির পকেটে ভাঁজ করে রেখেছেন। হি ইজ লুকিং ভেরি অ্যাট্রাকটিভ...

—ওটা মেয়েদের বিচার করতে দাও অনাদি। তোমার ওটা বোঝার কথা নয়। এখন বলো লোকটা কী করছে?

—লোকটা বোধহয় ট্যাক্সি খুঁজছে। কিন্তু বাগুইআটির মোড় আপনি জানেন তো স্যার? এত ভিড়! এত গাড়ি! কাছাকাছি এয়ারপোর্ট। ফাঁকা ট্যাক্সি পাওয়া, বিশেষত এই সময়, খুব মুশকিল।

—বুঝেছি। ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিতে ও যেদিকে যাবে ফলো করবে আর আমাকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লোকেশন জানাবে।

—ও. কে. স্যার।—

BanglaBook.org

রাজীব নম্বর কেটে দিল।

তারপরই সে তার অফিসের সেকেন্ড অফিসার নির্মলকে ডাকল।

—বলুন স্যার?—স্যালুট ঠুকে জিগ্যেস করল নির্মল। সে পুলিশের পোশাকেই। আরও একজন দক্ষ অফিসার। রাজীবের অনেক অভিযানের সঙ্গী। তার খুব প্রিয়।

—নির্মল তোমাকে এক সেকশন ফোর্স নিয়ে রেডি থাকতে হবে। আমি নিজে বের হব। একটা বড় অপারেশান আছে। মনে হচ্ছে কালপ্রিট কিংবা বলা যায় কালপ্রিটদের লোকেট করতে পারব।

—কোনও এনকাউনটার হতে পারে স্যার?

—হতে পারে।

—ও.কে। আমি তাহলে পুলিশ লাইনে ফোন করে চারজন বাছা বাছা কনস্টেবল এবং একজন হাবিলদারকে চেয়ে নিচ্ছি।

—হ্যাঁ। আধঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করতে হবে।

—ডোন্ট ওরি স্যার। তাই হবে।

আবার অনাদির ফোন।

—হ্যাঁ। বলো...লোকটা ট্যাক্সি পেয়েছে?

—পেয়েছে।

—লোকেশান?

—ই.এম.বাইপাস দিয়ে এখন সায়েন্স সিটি পার্ক...

—এখনও ট্যাক্সিতেই। একা?

—হ্যাঁ স্যার।

BanglaBook.org

—দ্যাখো। কোথায় যাচ্ছে। ক্লোজলি ফলো করবে। তোমার খবরের ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে।

—আপনি চিন্তা করবেন না স্যার।

বিজ্ঞান-নগরীর মোড়ে সিগন্যালে ট্যাক্সি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অনাদিও নিরাপদ দূরত্বে, মোটরবাইকে। আবার সিগন্যালের চোখ সবুজ। গাড়ি ছুটছে অজস্র। ট্যাক্সি ছুটছে। অনেক মোটরবাইকও ছুটছে। তাদের মধ্যে মিশে আছে অনাদি। কোথায় যাচ্ছে লোকটা?... ট্যাংরা ব্রিজ। পার্ক সার্কাস মোড়। ক্যামাক স্ট্রিট জংশন। ঠিক এই জায়গাতেই বাঁ-দিক ঘেঁষে ট্যাক্সি একটু দাঁড়াল। আর অনাদিও মোটরবাইকের গতি কমিয়ে দিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখল, যেন মাটি ফুঁড়ে হল সেই যুবতীর আবির্ভাব। আজ তার পরনে নীল-ফুলপাতা ছাপ সালোয়ার-কামিজ। মাথার চুল বিচিত্র স্টাইলে বিন্যস্ত। দুই কানে বিশাল বড় বড় দুই রিং। হাতে যথারীতি ভ্যানিটি ব্যাগ। তীব্র সুন্দরী লাগছে মহিলাকে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল। মহিলা উঠে গেল ট্যাক্সিতে। আবার চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। অনাদি নিরাপদ দূরত্বে ঠিক অনুসরণ করছে। আজকে সে নিজেকে কৌশলে অন্য গাড়ির ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে রেখেছে। কারণ তার ধারণা হয়েছে যে, সেদিন রাতে চলন্ত ট্যাক্সি থেকে ওই মহিলা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে, কেউ মোটরবাইকে তাদের অনুসরণ করছে। সে কারণেই সে ট্যাক্সি থেকে নেমে গা ঢাকা দিয়েছিল। আজ আর কিছু বুঝতে দেবে না। আজ আর কোনও ভুল করবে না অনাদি।

ইতিমধ্যে অনাদি চলন্ত মোটরবাইক থেকেই রাজীবকে ধারাভাষ্য

BanglaBook.org

দিয়ে যাচ্ছে। তার শিরস্ত্রাণের সঙ্গেই মোবাইল সংযুক্ত করা আছে। হাতে ফোন নিয়ে তাকে কথা বলতে হচ্ছে না।

আরে! আরে! ট্যাক্সি তো থেমেছে পার্ক স্ট্রিটের ও-প্রান্তে (ধর্মতলা) এক পাঁচ তারা হোটেলের সামনে। দুজনেই নামল। লোকটা ভাড়া মেটাল। তারপর তড়িঘড়ি ঢুকে গেল হোটেলের অভ্যন্তরে। অনাদি এখন হোটেলের সামনে তার মোটরবাইক পার্ক করে অপেক্ষা করতে পারবে। হোটেল-কর্তৃপক্ষ কিংবা ট্রাফিক-পুলিশ তাকে কোনও নিষেধ জানাতে পারবে না। কারণ, তার বাইকের পেছনেও নাম্বার-প্লেটের ঠিক নীচে আর একটা ছোট প্লেট আছে। তাতে দুটো অক্ষর-K.P.—অর্থাৎ কলকাতা পুলিশ। এছাড়া তার পকেটে পরিচয়পত্র তো আছেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাজ হল, ইনসপেকটর রাজীব মিত্রকে ফোন করে সব জানানো। অনাদি রাজীবকে আবার ফোন করল এবং যা জানানোর জানাল।

খবরটা পেয়ে রাজীব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। সে নির্মলকে ডাকল। নির্মল জানাল গাড়ি এবং ফোর্স প্রস্তুত। গাড়ির পেছনে সশস্ত্র সেপাইরা ও হাবিলদার উঠল। তারা রাজীবকে চেনে। যথোচিত সম্মান দেখাল। চালকের পাশে নির্মল। সামনে একেবারে ধারের আসনে রাজীব। ভেতরে ভেতরে সে বেশ উত্তেজিত। যদিও একটু চিন্তিতও। কারণ, এক মহিলাকে নিয়ে অগ্নিবীণ নামে এক ব্যাঙ্ক-কর্মচারী বিলাসবহুল হোটেলে ফূর্তি করতে ঢুকেছে। তারা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের কোন অপরাধে চ্যালেঞ্জ করবে রাজীব? কীভাবেই বা প্রমাণ হবে যে, ওই মহিলা ভার্জিনিয়ার নাম নিয়ে

BanglaBook.org

অগ্নিবীনকে বিপদে ফেলতে চাইছে? এক যদি অগ্নিবীণ নিজে সে ব্যাপারে কিছু কনফেস করে। কিন্তু পুলিশ দেখে অগ্নিবীণ যদি ঘাবড়ে যায় ও মুখ খুলতে না চায়? তবুও...তবুও রাজীব আজ ঝুঁকি নেবে। নিতেই হবে তাকে। সে দেখেছে ঝুঁকি নিলে অনেক সময় অন্ধকার পথে হঠাৎ দপ করে আলো জ্বলে ওঠে!

টাটা সুমোতে উঠে রাজীব বলল—পার্ক স্ট্রিট। হোটেলের নাম বলল। আজ রাজীব নিজেও পুলিশের পোশাকে। তার কোমরে চকচকে চামড়ার খাপে লোডেড্ রিভলভার। গাড়ি ছুটতে লাগল। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।...

বাতানুকূল ঘরের চওড়া আয়তক্ষেত্র বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে নারী। তার পরনে শুধু প্যান্টি। নাকি ওটা বাঘছাল? বক্ষযুগল বন্দি গোলাপি-রং ব্রা-এর আঁটোসাঁটো বাঁধনে। মাথার পেছনে দু-হাত জড়ো করে শায়িত অগ্নিবীণের ভার্জিনিয়া। তার প্রিয় কবি। তার মানসী। অগ্নিবীণ, যদিও মদ্যপানে কিছুটা বেসামাল, সে আজ মনে মনে ভেবে রেখেছে তাড়াহুড়ো করবে না। পৃথিবীর অনন্য সৌন্দর্য তার চোখের সামনে। সে প্রাণ ভরে প্রথমে চোখ দিয়ে শুষে নিতে চায় সেই সৌন্দর্য। তারপর দুই হাত দিয়ে, স্পর্শে, ঘ্রাণে। তারপর...

—ভার্জিনিয়া?

—উঁ?

—কিছু বলছ না?

BanglaBook.org

—কী বলব? আমি তো আত্মসমর্পণ করেছি তোমার কাছে। তুমি যেভাবে চাও আমাকে ভালোবাসো, ভোগ কর। তোমার কামনার আগুন মেটাও...

—আমার এই কামনার আগুন কি মিটবে? তোমাকে পাওয়ার পরও মনে হয় এ শুধু বেড়ে যাবে...বেড়েই যাবে...হাসে ভার্জিনিয়া। সুদূর ঝর্নার ধ্বনি...।

একটা নধর কুমির যেমন নদী থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে জনশূন্য, নিরাপদ বালির বিস্তারে রোদ পোহাতে, একটু শরীরের আরাম নিতে; ঠিক সেভাবে অগ্নিবীণ তার ভার্জিনিয়ার রোমহীন নগ্ন পা, উরু, তলপেট বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসে তার শরীরের ওপরে...তার রোমহীন বাহুসন্ধির গোস্পদে নাক ডুবিয়ে দেয়। কী বডি-লোশন মেখেছে ভার্জিনিয়া! সে বুনো লতা-পাতার গন্ধ পায়। মনে হয় ব্রাজিলের কোনও অরণ্যে সে ঢুকে পড়েছে হঠাৎ।

—তোমার শরীর কি বনজ লতা-পাতা দিয়ে তৈরি? ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করে অগ্নিবীন।

আর ভার্জিনিয়া যেন কেঁপে ওঠে। দুলে ওঠে বহুমূল্য মেহগনি খাট।

ভার্জিনিয়া অগ্নিবীণের কানে কানে বলে—আমার বগলে চুমু খাও অগ্নি...জিভ দাও ওখানে...বারবার জিভ দাও...ওখানে চুমু খেলে আমার সারা শরীরে আগুন জ্বলে...

অগ্নিবীণ পাগলের মতন চুমু খেতে থাকে। তার কিছু খেয়ালই থাকে না। সে দেখতেই পায় না যে, ভার্জিনিয়ার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে

BanglaBook.org

কুটিল হাসি, সে তর্জনীর ইশারা করছে আর ঘরের ঠিক বাইরে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লোক ডিজিট্যাল ক্যামেরায় ছবি তুলে নিচ্ছে একের পর এক।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের বন্ধ দরজায় কার করাঘাত!

—দরজা খুলুন! ওপেন দ্য ডোর! পুলিশ।

স্যান্ডার্স চকিতে ক্যামেরাটা ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দেয়। উশ্রী আহত সাপিনীর মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিছানা থেকে। অগ্নিবীণ ভয় পেয়ে ঘামতে থাকে। তাড়াতাড়ি সালোয়ার-কামিজ গলিয়ে নিচ্ছে উশ্রী। অগ্নিবীণ ট্রাউজার পরনে। শুধু উর্ধাঙ্গ নগ্ন। সে ভীষণ ভয় পেয়ে জিগ্যেস করে—কী হল ভার্জিনিয়া? কী হল? হোয়াটস রং?

ততক্ষণে স্যান্ডার্স ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে যায় অগ্নিবীণ।

—ইনি কে ভার্জিনিয়া? ইনি কে?—অগ্নিবীণ জিগ্যেস করে।

দরজায় বারবার ধাক্কা। আর বজ্রকঠিন স্বরে কে যেন বলছে—দরজা খুলুন! ওপেন দ্য ডোর। এই হোটেল ঘিরে আছে পুলিশ। পালিয়ে যেতে পারবেন না। সারেন্ডার টু আস।

অগ্নিবীণ ভয়ে কেঁদে ফেলে। বলে—কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ভার্জিনিয়া? এসব কী?

এবার স্যান্ডার্স এগিয়ে আসে। তার ডান হাতে উদ্যত রিভলভার। দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে!

এই স্কাউন্ড্রেল চুপ করে এখানে বসে থাক। না হলে একটা

BanglaBook.org

গুলিতে শেষ হয়ে যাবি।—কথাটা বলে স্যান্ডার্স একটা লাথি কষায় অগ্নিবীণের পাঁজরের কাছে। অগ্নিবীণ কাত হয়ে যায়। তার হঠাৎ মনে হয় শরীরের শক্তিতে এই লোকটার সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারবে। তারও মনে হয় একটা ফিরতি লাথি কষায়। কিন্তু পিছিয়ে যায় ওর হাতের রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে। লোকটার শরীরের ভাষা বলছে প্রয়োজন হলে ও গুলি চালিয়ে দেবে।

আবার দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা। এবার অনেকে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হয়।...ওপেন দ্য ডোর। ওপেন দ্য ডোর।

উশ্রী বলে—এখন ওই শুঁয়োপোকাটাকে নিয়ে পড়লে কেন? দরজা যে ওরা ভেঙে ফেলবে! আমরা কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ধরা দেব? আর কী? সব খেলা তো শেষ?...

স্যান্ডার্স দাঁতে দাঁত টিপে বলল—খেলা এখনও শেষ হয়নি। খেলা এই সবে শুরু। শোনো আমি চেঁচিয়ে বলছি—আমার হাতে লোডেড রিভলভার আছে। দরজা আমি খুলছি। আমাদের পালাতে দিতে হবে। বাধা দিলে যে সামনে পড়বে তাকে মরতে হবে। তারপর যা হয় হোক। অন্তত ছ'জনকে মেরে তো মরতে পারব। এ ছাড়া উপায় কী? বিনা যুদ্ধে সারেন্ডার করা এ বান্দার কপালে লেখা নেই।

—কিন্তু যদি আমরা পালাবার সুযোগও পাই, কোনদিক দিয়ে পালাবে? পুলিশ তো হোটেল ঘিরে ফেলেছে?

—একটাই রাস্তা আছে। সামনের দিক দিয়ে না বের হয়ে পেছন দিকের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে একটা গলিতে পড়া। তার হদিস পুলিশ রাখে না। বিপদ হতে পারে আঁচ করে আমি সেখানেই আমার

BanglaBook.org

মোটরবাইক রেখেছি। বড়জোর সেদিকে হোটেলেরই কোনও নিরাপত্তারক্ষী পোস্ট করা আছে। সে আমার মূর্তি আর রিভলভার দেখলে পালাবে। চলো। রিস্ক নেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই...উশ্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—তুমি এই রাস্তায় নামিয়েছ; এখন তোমার কথা শোনা ছাড়া আমারও আর কিছু করার নেই। সে আড়চোখে একবার অগ্নিবীণের দিকে তাকাল। বিছানায় মুখ ডুবিয়ে লোকটা শুয়ে আছে। বোধহয় কাঁদছে। তার হৃদয়ে কয়েক মুহূর্তের কম্পন। একজনকে মারণ-ব্যাধি থেকে বাঁচাতে সে একজনকে প্রতারণা করল, তারপর খুন করল; এই লোকটার ভাগ্যেও তাই ঘটতে যাচ্ছিল। ভগবানের মার বলে একটা ব্যাপার তো আছেই। ভগবান কি তাকে ক্ষমা করবেন?

স্যান্ডার্স উদ্যত রিভলভার হাতে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আবার নিষ্ঠুর-কঠিন গলায় সেই সতর্কতা—এখনও কথা শুনছেন না। কেউ প্রাণে বাঁচবেন না। আমরা যদি দরজা ভাঙি তাহলে প্রত্যেককে গুলি করে মারব। সেই চরম রাস্তা নিতে আমাদের বাধ্য করবেন না। এখনও সময় আছে। দরজা খুলুন। সারেন্ডার করুন...।

এবার আর স্যান্ডার্স চুপ থাকল না। সে বন্ধ দরজার এপাশ থেকে বলল—শুনুন—বোকার মতো না চেঁচামেচি না করে চুপচাপ শুনে যান আপনারা। আমাদের সঙ্গেও আছে লোডেড রিভলভার। দুটো রিভলভারে বারোটা গুলি আছে। দরজা খুলেই আমরা খোকাবাবুর মতন হাসতে হাসতে ধরা দেব তা নয়। আমরা ফায়ারিং

BanglaBook.org

স্টার্ট করব। তাতে আপনাদেরও কিছু মরবে। প্রচুর রক্তারক্তি হবে। এরকম ব্লাডশেড আপনারা চান? নাকি আমাদের সুযোগ দিতে চান পালাতে? যদি বলেন আপনারা গুলি চালাবেন না তাহলে আমরাও গুলি চালাব না। ও.কে.?

স্যান্ডার্সের এই কথায় হঠাৎ বাইরে সব চুপচাপ হয়ে গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ। পিন-পতনের শব্দ হলেও শোনা যায়। এইসময় অগ্নিবীণ হঠাৎ উঠে এসে বলল—আমি বাইরে যাবো। আমি তো তেমন কোনও অপরাধ করনি। আমি পুলিশের কাছে সারেন্ডার করব। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।—এই বলে সে বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলতে যাচ্ছিল। স্যান্ডার্স তাকে দুই বলিষ্ঠ হাতে জড়িয়ে ধরল। তাকে টেনে সরিয়ে এনে তার মুখে একটা জোরাল ঘুঁষি কষাল—ইডিয়ট-তোমাকে অমি গুলি করে মারব! এর জন্যেই দেখছি আমাদের আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে। ঘুষি খেয়ে অগ্নিবীণের ঠোঁট কেটে গেছে। কিন্তু সে আর ছাড়ার পাত্র নয়। তারও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সে হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যান্ডার্সের ওপর। তার শরীরের ভার স্যান্ডার্স সহ্য করতে পারল না। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। অগ্নিবীণ যেন পাগল হয়ে গেছে। সে স্যান্ডার্সের বুকের ওপর চেপে বসে দুই হাতে তার গলা টিপে ধরে বলল—জানোয়ার তোকে আজ শেষ করে দেব। আই উইল কিল ইউ! স্যান্ডার্স সত্যিই বেসামাল। সে অনেক চেষ্টা করেও অগ্নিবীণের বজ্রমুষ্টি তার গলা থেকে ছাড়াতে পারছে না। তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাতের অস্ত্রটা ছিটকে গেছে একটু দূরে,

BanglaBook.org

কার্পেটের ওপর। উশ্রী তখন চকিতে কার্পেট থেকে রিভলভারটা তুলে নিল। আর তার বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল অগ্নিবীণের মাথায়। এরকম অতর্কিতে আঘাত অগ্নিবীণ আশা করেনি। উশ্রী সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেছিল। অগ্নিবীণের মাথাটা বোধহয় ফেটেই গেল। সে অস্ফুটে যন্ত্রণার আর্তনাদ করে একপাশে কেতরে পড়ল। মাথা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। তার বোধহয় আর নড়বার ক্ষমতা নেই। স্যান্ডার্স মাটি থেকে উঠে পড়েছে। রিভলভারটা তুলে নিয়েছে। উশ্রীর দিকে একবার তাকিয়ে তার কাজটাকে যেন অ্যাপ্রিসিয়েট করল। আর ঠিক সেইসময় দরজার ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ঠিক আছে আমরা গুলি চালাব না। বেরিয়ে আসুন...

—এটা যদি কোনও চাল হয়, তাহলে আবার জেনে রাখুন আমরা মরার আগে অন্তত তিন-চারজনকে মেরে মরব...। উই ডোন্ট বিলিভ দ্য পোলিশ...।

—না চাল নয়। কাম আউট। নোবডি উইল ওপেন ফায়ার। স্যান্ডার্স উশ্রীর দিকে তাকাল।

—কী করবে?

—তুমি বল। আমার মাথা কাজ করছে না।

—রিস্ক নিতেই হবে। কারণ বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যাবে না। তাহলে ওরা দরজা ভাঙবে। সেক্ষেত্রেও ফেস টু ফেস এনকাউনটার হবে। আমরা তো মরবই। ওরাও দু-একজন মরবে। তার থেকে পালানোর চেষ্টা করা ভালো নয় কী?

—হ্যাঁ। সেটাই বেটার অপশন।

BanglaBook.org

—তাহলে...আর দ্বিধা নয়। চেষ্টা করে দেখা যাক।

বলতে বলতে স্যান্ডার্স ঝপ্ করে খুলে ফেলল দরজা। তার হাতে উদ্যত রিভলভার। আর ঠিক পেছনে পিঠের আড়ালে উশ্রী। চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা স্যান্ডার্সের শরীরের ভাষায়। সে চট করে ঘুরে গিয়ে অপেক্ষমান পুলিশদের মুখোমুখি হল। আর তার পিঠের আড়ালে উশ্রী, এভাবেই তারা হাঁটতে লাগল পেছনের সিঁড়ির দিকে। যে সিঁড়ির খোঁজ রাজীব রাখে না। হোটেল-কর্তৃপক্ষ রাখে। স্যান্ডার্স রাখে।

নির্মল বলল—স্যার লেট আস ওপেন ফায়ার...এভাবে ওদের ছেড়ে দেবেন না?

রাজীব বলল—নো। আমি চাই না আমাদের কারোর ক্ষতি হোক।

ওরা কতদূর যাবে? নরকের শেষপ্রান্তে গিয়েও ওদের ধরব...

এবার স্যান্ডার্স আর উশ্রী বিনা বাধায় পৌঁছে গেছে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির মুখে। এই সিঁড়ি দিয়ে ঘর পরিস্কার করার লোক ঝাড়ু-বালতি নিয়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে ওরা দুজন। ঘুরে ঘুরে। ঠিক সেই সময় রাজীব এগিয়ে গেল। রিভলভার তুলে গুলি করল স্যান্ডার্সের পিঠ লক্ষ্য করে। একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গুলিটা পিঠে না লেগে কোমরে লাগল। রিফ্লেক্সের কারণেই আর্তনাদ করে উঠল স্যান্ডার্স। আর চোখের পলকে নিজের অস্ত্র তুলে ফায়ার করল। পটকা ফাটার মতন শব্দ। রাজীব মাটিতে বসে পড়ল।

BanglaBook.org

—কী হল স্যার।—নির্মল ছুটে এল। সেপাইরাও ছুটে এসেছে।

—বাঁ-হাতের কনুইয়ে গুলিটা লেগেছে। কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। লেটস গো। কুইক! ওরা বোধহয় হোটেলের পিছন দিকের কোনও রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছে। আমাদের একটু ঘুরে সেই রাস্তাটা ধরতে হবে। ট্র্যাক-ডাউন করতে হবে ওদের।

—স্যার আপনার উরু থেকে ব্লিডিং হচ্ছে!—নির্মল বলল।

—ডোন্ট বদার।...আরে এটা আবার কে?

সবাই ফিরে তাকাল। দেখা গেল, হোটেলের ঘর থেকে উদভ্রান্তের মতন বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘদেহী এক যুবক। তার মাথা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। অনাদি বলল—স্যর এই লোকটাই তো অগ্নিবীণবাবু?

—ও তাই? বুঝেছি। নির্মল—ওঁকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও। ওর মাথায় একটু ফার্স্ট এড দরকার। সেটা পরে হলেও চলবে। লেট আস বি কুইক। না হলে পাখি পালাবে...

সবাই ছুটতে লাগল রাস্তায় যেখানে টাটা সুমো অপেক্ষমান সেখানে। অগ্নিবীণও এখন সেই দলে। স্যান্ডার্সের পরনে ছিল জিনস ট্রাউজার আর ধবধবে সাদা হাফ-শার্ট। ক্রমশ বাঁ-কোমরের কাছে জামাটা রক্তে ভিজে উঠছিল। উশ্রী খুব উদ্বেগের স্বরে বলল—কী হবে? এখন তুমি বাইক চালাতে পারবে?

—শরীরে আরও তিনটে গুলি নিয়েও বাইক চালাতে পারব।

সিঁড়ির মুখে এসে ছোট্ট গেট। তালা বন্ধ। সেখানে একজন প্রাইভেট নিরাপত্তারক্ষী। এখন পুরোপুরি সন্ধ্যা। হোটেলের পেছনদিকে

BanglaBook.org

হলেও এদিকটা বেশ আলোকিত। পেছনের এই সিঁড়ি দিয়ে দুজন অচেনা পুরুষ ও মহিলাকে নামতে দেখে নিরাপত্তারক্ষী চ্যালেঞ্জ জানাল। সে ভাবতেই পারে না হোটেলের কোনও অতিথি এই দিক দিয়ে বাইরে আসতে পারে। কিন্তু সে চমকে উঠল স্যান্ডার্সের হাতের উদ্যত রিভলভার দেখে।

স্যান্ডার্স বলল—এখনই গেটটা খুলে দে। না হলে মাথার খুলি উড়ে যাবে!

নিরাপত্তারক্ষী বেশ বয়স্ক। সে স্যান্ডার্সের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে চাবি বের করে গেটের তালা খুলে দিল। স্যান্ডার্স ছুটতে লাগল। একটু গিয়েই চারিদিকে হাত-পা মেলে দেওয়া এক প্রাচীন বটগাছ। তার নীচে স্যান্ডার্সের মোটরবাইক। অবশ্যই লকড্।

চাবি খুলতে খুলতে স্যান্ডার্স বলল—আমি সবসময়েই বিপদের আশঙ্কা করি। তাই যদি বিপদ আসে কোনদিক দিয়ে পালাতে হবে সেটা ভেবে আমি আমার গাড়ি এখানেই পার্ক করেছিলাম। এটুকু অ্যানটিসিপেশান না থাকলে আর পুলিশে চাকরি করলাম কেন, আর মানুষের রক্তে হাত রক্তাক্তই বা করলাম কেন?

উশ্রী বলল—কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এখনই একটা নার্সিং হোম-এ যাওয়া দরকার। ভীষণ ব্লিডিং হচ্ছে। গুলিটা তো বের করা দরকার...

—নার্সিংহোম। তাহলে তো স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতেই পড়া? বি কুইক উশ্রী, বি কুইক, ওরা আমাদের পেছনে আসছে... আমি রাজীব মিত্রকে দেখেছি, হি ইজ লিডিং দি অপারেশান,

BanglaBook.org

ইনসপেকটর রাজীব মিত্রকে তুমি চেন না; হি ক্যান ডু এ্যান্ড আনডু এনিথিং...।

পিলিয়নে উঠে বসল উশ্রী। স্যান্ডার্স তার গাড়ি স্টার্ট দিল। মৃদু গর্জন করে গাড়ি ছুটতে শুরু করল। উশ্রী ব্যালান্স ঠিক রাখার জন্যে আলতো ধরে আছে স্যান্ডার্সের কাঁধ। স্যান্ডার্সের কোমরের কাছটা ক্রমে রক্তে ভিজে সপসপ করছে। কিন্তু লোকটার মুখে একটুও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নেই। চলন্ত মোটরবাইকে বসে উশ্রী আকাশের দিকে তাকাল। অনন্ত নক্ষত্রবীথির কী অপরূপ সৌন্দর্য! এই কি তার শেষ রাতের আকাশ দেখা...?

'যা কিছু করেছি আমার স্বামীর জন্যে, আমার কোনও অপরাধবোধ নেই...'

ই.এম.বাইপাস ধরে তীব্র গতিতে ছুটছে মোটরবাইক। এখন উশ্রী স্যান্ডার্সের কোমর জড়িয়ে ধরে বসতে বাধ্য হয়েছে। তার কামিজের কিছুটা অংশ বাতাসে উড়ে স্যান্ডার্সে কোমর স্পর্শ করছে এবং তার ফলে কামিজে লেগে যাচ্ছে রক্তের ছিটে। মোটরবাইকের আয়নার দিকে বারবার তাকাচ্ছে স্যান্ডার্স। বারবার। তারপর বলল—যা ভেবেছিলাম তাই।

—কী?

—রাজীব মিত্র ফোর্স নিয়ে ঠিক পেছনে আসছে।

—কী করবে?

—কোথায় যাব তাই ভাবছি। তোমার বাড়ি যাওয়া যাবে?

BanglaBook.org

—আমার বাড়ি? সে তো কুঁদঘাট। অন্যদিকে চলে এসেছ।

—তাহলে আমার বাড়িতেই উঠি।

—সেটা কোথায় বেশ? বোসপুকুরের কাছাকাছি?

—হ্যাঁ। গলিঘুঁজি আছে। গলি-তস্য গলি-তস্য গলি...। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত।

—তাই চল। তোমার বাড়িতে কে আছে?

—আমার বাড়িতে?—হা হা হাসল স্যান্ডার্স।—দুটো ঘর, কিচেন, জানলা, দরজা, খাট, বিছানা, কিছু আসবাবপত্র আর আমি।

—একা থাকো?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—তাহলে চল।—দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল উশ্রী।

বিজন সেতু থেকে কসবা থানা ফেলে হঠাৎ ডানদিকে বোঁ করে ঘুরে গেল স্যান্ডার্সের মোটরবাইক। একটা গলি। ঠিক গলি বলা যায় না। ছোট, প্রাইভেট গাড়ি যাতায়াত করছে। কিন্তু গলিটা যেন গোলোকধাঁধার মতন। ডানদিকে গলি। আবার বাঁ-দিকে গলি। আবার ডানদিকে গলি। আবার সোজা রাস্তা খানিকটা। আবার বাঁ-দিকে গলি।

উশ্রী বলল—এখানে কোথায় তোমার বাড়ি?

স্যান্ডার্স বলল—আমার বাড়ি এই গলির মাঝামাঝি। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে এগলি-ওগলি ঘুরছি, কারণ পুলিশ যাতে কনফিউজড্ হয়। পুলিশ এই গলির খোঁজ পাবেই, এবং লোকজনকে জিগ্যেস করবেই। তখন তারা যাতে স্পষ্ট করে কিছু বলতে

BanglaBook.org

না পারে...।

একটা একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল স্যান্ডার্স। ফ্ল্যাট নয়। বাড়ি। ছোট্ট মাঠের মাঝখানে একাকী একটা বাড়ি। আশেপাশে আলোর ঝলকও তেমন নেই। পিচ রাস্তার কোণে একটা ল্যাম্পোস্টে টিমটিমে আলো। তার পাশেই একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের গুমটি। দ্রুত হাতে দরজার তালা খুলল স্যান্ডার্স। দরজার সামনে সিমেন্টের র‍্যাম্প। মোটরবাইক বাড়ির ভেতর ঢোকাল। দুজনে ঢুকল বাড়ির ভেতর। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ঘুরঘুট্টি আঁধার। তারপরই পটাপট আলো জ্বেলে ফেলল স্যান্ডার্স। ঢুকেই পার্লার। পরপর দুটো ঘর। পার্লারে ডাইনিং টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, দেওয়ালে ছবি, ওধারে কিচেন। কিন্তু এখন ওসব কিছু তাকিয়ে দেখার সময় নেই ওদের কারোরই। সামনের ঘরে ঢুকেই বিছানা। পরিষ্কার চাদর। আয়না বসানো আলমারি। টেবিল, একটা চেয়ার। স্যান্ডার্স ট্রাউজারের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে টেবিলে রাখল। আর পাঁচটা কার্তুজ আছে চেম্বারে। একটা গুলি খরচ হয়েছে। কিন্তু নিশানা ঠিক ছিল না তাড়াহুড়োয়। রাজীব মিত্রের হাতে সম্ভবত গুলিটা লেগেছে। যদি বুকের বাঁ-দিকে লাগত। তাহলে বোধহয় আর কোনওদিন ও বিরক্ত করতে পারত না স্যান্ডার্সকে। ইন্সপেকটর রাজীব মিত্র—অপরাধীদের যম। ধপাস করে ডানদিকে কেতরে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্যান্ডার্স। সেই কখন থেকে রক্তক্ষরণ হয়েই যাচ্ছে! তারপর এতটা বাইক চালিয়ে আসার পরিশ্রম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে তো চলবে না! এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে হবে। পুলিশের চোখ এড়িয়ে আজই

BanglaBook.org

পালাতে হবে। একটাই রাস্তা আছে। বনগাঁ হয়ে পেট্রাপোল সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশ চলে যাওয়া। ততক্ষণ পর্যন্ত কোমরে বুলেট বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। বাংলাদেশে তার কিছু যোগাযোগ আছে। তাদের মাধ্যমে হসপিটালে গিয়ে...। কিন্তু ঘুম এসে যাচ্ছে বারবার। চোখের পাতাদুটো যেন জড়িয়ে আসছে। এখন একটাই উপায়। উশ্রীকে ডেকে নিয়ে, ওর শরীরটাকে নিয়ে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা। উশ্রীর শরীরটা কোনারকের গায়ে আঁকা নর্তকীদের মতন। ওই শরীরের স্পর্শ পেলেই স্যান্ডার্স আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

—উশ্রী! উশ্রী!

সাড়া নেই। ঘরেও নেই। গেল কোথায়?

—উশ্রী—মাই ডিয়ার!

উশ্রী ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। তার হাতে উদ্যত রিভলভার। স্যান্ডার্স চমকে উঠে। আড়চোখে দ্যাখে রিভলভারটা টেবিলে নেই। সেটা কখন যেন উঠে এসেছে উশ্রীর হাতে।

—একী উশ্রী? কী করতে চাও তুমি?

—তোমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাই।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

—পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কী আর হবে তোমার? তোমার মতন কীটের? দীর্ঘদিন ধরে বিচার চলবে। জামিনে ছাড়া পাবে তুমি। তুমি যা ধূর্ত, এমন ধুরন্ধর উকিল দাঁড় করাবে সে হয়তো তোমাকে সব অপরাধ থেকে খালাস করে বের করে নিয়ে আসবে। কিন্তু আমি তা চাই না। তোমার মতন কীট, নরকের জীব এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই এই

BanglaBook.org

পৃথিবীর অমঙ্গল।

—আরে তুমি শোন আমার কথা। তুমি কি পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে চাও না? জেলে পচে মরতে চাও? আমরা আজই বাংলাদেশ পালাব। পুলিশ আমাদের ছুঁতেও পারবে না।

—তুমি আমাকে সেদিন নষ্ট না করলে আমি কিছুতেই এই জঘন্য, খারাপ রাস্তায় আসতাম না। কোনও চাকরির চেষ্টা করতাম। সৎভাবে হেমন্তকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তোমার পাল্লায় পড়ে এসব আমি কী করলাম? একটা বাজারের মেয়েছেলেও বোধহয় এতটা নীচে নামতে পারে না...এর জন্যে আমি তো দায়ী; কিন্তু তুমিও দায়ী কিছু কম নয়...তোমাকে মরতে হবে স্যান্ডার্স আমারই হাতে...

—উশ্রী শোন...

ট্রিগারে চাপ দিল উশ্রী। ফটাস! গুলিটা কপালে লাগল স্যান্ডার্সের সে বিছানায় উঠে বসেছিল। ঘুরে পড়ে গেল। এবার আরও কাছে এগিয়ে এল উশ্রী। স্যান্ডার্সের কপাল থেকে গলগল রক্তস্রোত। অস্ত্রটা স্যান্ডার্সের বুকের বাঁ-দিকে ঠেকাল উশ্রী। ট্রিগারে চাপ দিল। আবার পটকা ফাটার শব্দ। গুলিটা হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে ঢুকে গেল। স্যান্ডার্সের দেহটা দুবার কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

এবার উশ্রী কী করবে? এখনও রিভলভারে তিনটে কার্তুজ আছে। তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কাঁদবে না। সে কি এখন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? রিভলভারটা নিজের ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরবে? চলে যাবে নিজের বাড়ি?

BanglaBook.org

পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে হেমন্তর মুখটা একবার দেখে যাবে? অনেক ভালোবেসে তাকে চুমো খাবে কয়েকটা? কনফেস করবে? অন্তত মৃত্যুর আগে সে যাতে জেনে যেতে পারে যে, হেমন্ত তাকে ভুল বুঝল না।...

কিন্তু ওকী? দরজায় অনেকে ধাক্কা দিচ্ছে! উশ্রী কান পেতে শুনল। আবার সেই একই গলায় কঠিন উচ্চারণ ঃ দরজা খুলুন! নাহলে আমরা দরজা ভাঙতে বাধ্য হব। আমরা পুলিশ।

হ্যাঁ, আপনারা আসবেন আমি জানতাম। তাহলে হেমন্তর কাছে যাওয়া আমার হল না। ঠিক আছে। এই পোড়া মুখ হেমন্তকে দেখিয়েই বা কী লাভ? তোমার জন্যে, তোমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে আমি নিজের নারীত্বকে বিসর্জন দিয়েছি, নিজের জীবনকে বাজি রেখেছিলাম; তবুও তো তোমার মনের কোণে কোথাও যেন আমি ছাড়াও অন্য কেউ ছিল। হ্যাঁ, মনে মনে তুমি ভার্জিনিয়া দত্তকে ভালোবাসতে। তাই না? অত রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ভার্জিনিয়া দত্তের কবিতা পেলে তুমি যেন মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠতে। কত মনোযোগ দিয়ে, ধ্যান দিয়ে পড়তে তার কবিতা। শুধু তার কবিতা কেন, তার কবিতার ওপর যারা প্রবন্ধ লিখেছে, সেইসব প্রবন্ধও তুমি খুঁজে খুঁজে পড়তে। আর একজন মেয়ের প্রতি, তার কবিতার প্রতি তোমার এই অনুরাগ দেখেই জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেত আমার মন। আমি তাই স্যান্ডালের সাহায্য নিয়ে ওই ভার্জিনিয়াকেই শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। যারা ওর কবিতার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে, তাদের কাছে ভার্জিনিয়া দত্তের হয়ে অভিনয় করে পুলিশের কাছে এই মেসেজই দিতে চেয়েছিলাম যে, আসল

BanglaBook.org

অপরাধী ওই মুখপোড়া, ঘরজ্বালানী কবি। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল...

—দরজা খুলুন...দরজা খুলুন...দরজা খুলুন...এবার আমরা দরজা ভাঙছি...!

সত্যিই দরজার ওপর পড়তে লাগল দমাদম লাথি। অনেক লোক একসঙ্গে লাথি মারছে। বাঁশ দিয়েও দরজায় আঘাত করা হচ্ছে বোধহয়। এত আঘাত যদি একটানা করা হয়, তাহলে ওই দরজা আর কতক্ষণ অক্ষত থাকবে? দরজা দুটো ভেঙে পড়তে বাধ্য। বাড়ির বাইরে মাঠে বোধহয় পাড়ার অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। হই-চই হচ্ছে। চেঁচামেচি। অনেকে একসঙ্গে কথা বলছে। অনেকগুলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

নাহ্, আর সময় নেই। এ-ঘরে বিছানায় স্যান্ডার্সের নিথর দেহ। নীল চাদর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। উশ্রী পাশের ঘরে গেল। সে প্রাণপণে খুঁজছিল একটা সাদা কাগজ আর একটা পেন। পেয়েও গেল। এ ঘরে একটা সস্তা কাঠের র‍্যাক। তাতে উঁই করা অনেকদিনের জমানো বাংলা সংবাদপত্র। র‍্যাকের ওপর একটা কাগজের প্যাড আর বল-পয়েন্ট পেন, সস্তা।

বাইরে মানুষের কোলাহল, দরজায় মুহুর্মুহু প্রবল ধাক্কার পর ধাক্কা। এবার দরজাদুটো বোধহয় ভেঙেই পড়বে!

তার মধ্যে নিজেকে ধীর-স্থির করে উশ্রী প্যাডের পৃষ্ঠায় লিখল ঃ 'যা কিছু করেছি মারণব্যাধিতে আক্রান্ত আমার স্বামীর জন্যে। নাহ্, আমার কোনও অপরাধবোধ নেই...।' একটা পেপারওয়েট ছিল। সেটা চাপা দিয়ে কাগজটা সস্তা, কাঠের র‍্যাকের ওপর

BanglaBook.org

রাখল উশ্রী।

তারপর ঘরের খোলা জানলা দিয়ে একবার রাতের আকাশের দিকে তাকাল। অনন্ত নক্ষত্রবীথির কী অপরূপ সৌন্দর্য! ওখানে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর? পৃথিবীতে যা ঘটছে সব দেখতে পাচ্ছেন তিনি?...

বিদায় হেমন্ত...বিদায় পৃথিবীর মানুষ...রিভলভারটা ডান হাতে ধরে ডানদিকের রগে ঠেকাল উশ্রী। তারপর গভীর এক দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ট্রিগার টিপল...।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG